

# মিশকাত শরীফ

॥ অষ্টম খণ্ড ॥

## প্রথম অধ্যায়

### যুদ্ধের সরঞ্জাম ও প্রস্তুতি গ্রহণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### আবু তালহা ছিলেন সুদক্ষ তীরন্দাজ

হাদীস : ৩৫৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, হযরত আবু তালহা (রা) রাসূল (স) এর সঙ্গে একই ঢালের আড়ালে আত্মরক্ষা করছিলেন। আর আবু তালহা ছিলেন একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ। যখন তিনি তীর নিক্ষেপ করতেন, তখন রাসূল (স) উঁকি মেরে নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার জায়গা লক্ষ্য করতেন –(বোখারী)

#### ঘোড়া পালনে বরকত নিহিত আছে

হাদীস : ৩৫৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঘোড়ার কপালে বরকত রয়েছে।

–(বোখারী ও মুসলিম)

#### শত্রুর মোবাবিলায় শক্তি অর্জন করতে হয়

হাদীস : ৩৫৭৩ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি দাঁড়িয়ে বলেছেন, তোমরা তোমাদের শত্রুদের জন্য যথাসাধ্য শক্তি অর্জন কর। জেনে রেখ, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা, প্রকৃত শক্তি হল তীর নিক্ষেপ করা। –(মুসলিম)

#### রোম সাম্রাজ্য জয় করা

হাদীস : ৩৫৭৪ ॥ হযরত হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শেখার পর তা বর্জন করে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা বলেছেন, সে নাক্ষরমানী করল। –(মুসলিম)

#### তীরন্দাজের পেশা বর্জন ঠিক নয়

হাদীস : ৩৫৭৫ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি তীর পরিচালনা শেখার পর তা বর্জন করে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। অথবা বলেছেন, সে নাক্ষরমানী করল।

–(মুসলিম)

#### তীর চালনা শিক্ষার ব্যাপারে রাসূল (স)-এর নির্দেশ

হাদীস : ৩৫৭৬ ॥ হযরত সালমা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আসলাম গোত্রের একদল লোকের কাছে গমন করেন, তারা বাজারের মধ্যে তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতায় রত ছিল। রাসূল (স) তাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে ইসমাইলের বংশধর! তোমরা তীর চালনা কর, কেননা, তোমাদের পিতামহ তীরন্দাজ ছিলেন। আর আমি অমুক গোত্রের পক্ষে আছি। এরপর অপর দল তীর চালনা বন্ধ করে দিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমাদের কি হল যে, তোমরা তীর চালনা করছ না? উত্তরে তারা বলল, আমরা কেমন করে তীর ছুঁড়তে পারি, আপনি যে অমুক দলের সাথে রয়েছেন? এবার রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা, তোমরা তীর চালাতে থাক, আমি তোমাদের সকলেই সাথে আছি। –(বোখারী)

### ঘোড়ার দ্বারা কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ আছে

হাদীস : ৩৫৭৭ ॥ হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদিন আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি যে, তিনি তাঁর হাতের আঙুল দিয়ে গোড়ার কপালের কেশগুলো মোড়াচ্ছেন এবং তখন এ কথাটি বলেছেন, ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ বাঁধা রয়েছে। অর্থাৎ, পুরস্কার এবং মালে গনীমত।-(মুসলিম)

### জিহাদের ঘোড়ার খানা পিনার গোবরে বরকত হবে

হাদীস : ৩৫৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি পূর্ণ ঈমান এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির উপর পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে ঘোড়া আবদ্ধ রাখে। কিয়ামতের দিন ঘোড়ার পরিতৃপ্ত খানা-পিনা এবং তার গোবর পেশাবও ঐ ব্যক্তির আমলের পান্নায় ওজন করা হবে। অর্থাৎ বিনিময়ে সওয়াব ও কল্যাণ দান করা হবে।-(বোখারী)

### ঘোড়ার ডান পা ও বাম হাত সাদা হওয়া ভালো নয়

হাদীস : ৩৫৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, ঘোড়ার মধ্যে শেখাল হওয়াটা পছন্দ করতেন না। শেখাল ঐ ঘোড়াকে বলা হয়, যার ডান পা ও বাম হাত স্বেত বর্ণের, অথবা ডান হাত ও বাম পা।-(মুসলিম)

### রাসূল (স) ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করতেন

হাদীস : ৩৫৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) হাফইয়া হতে শুরু করে সানিয়াতুল বিদা পর্যন্ত সীমানার মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ঘোড়াসমূহের দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান করেছেন। আর এ দু জায়গার মধ্যকার দূরত্ব হল সানিয়াতুল বিদা হতে বনী যুরাইকের মসজিদ পর্যন্ত। এ জায়গা দুটির মধ্যকার দূরত্ব ছিল এক মাইল।-(বোখারী ও মুসলিম)

### নির্ধারিত বিষয়ে সমুন্নত জিনিস অবনত হয়

হাদীস : ৩৫৮১ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর আযবা নামক একটি উটনি ছিল। কোন উটই তাকে পেছনে ফেলতে পারত না। এক সময় একজন গ্রাম্য আরব তার উটের পিঠে আরোহণ করে এল এবং রাসূল (স)-এর উটনিকে পশ্চাতে ফেলে আগে চলে গেল। এ অবস্থা মুসলমানদের জন্য পীড়াদায়ক হল। তখন রাসূল (স) বললেন, এটা আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন যে, পৃথিবীর যে জিনিসই সমুন্নত হয়, তাকে অবনত করে দেন।-(বোখারী)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### তীরের বরকতে তিন ধরনের লোক বেহেশতে যাবে

হাদীস : ৩৫৮২ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা এক তীরের উসিলায় তিন প্রকারের লোককে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। ১. তীর প্রস্তুতকারী সওয়াবের নিয়মে তা তৈরি করে। ২. তীর নিক্ষেপকারী ৩. তীর প্রদানকারী। সুতরাং তোমরা তীরন্দাজি ও সওয়ারির প্রশিক্ষণ গ্রহণ কর। অবশ্য তোমাদের তীরন্দাজির প্রশিক্ষণ আমার কাছে তোমাদের সওয়ারীর অপেক্ষা অধিক প্রিয় নিম্নোক্ত তিনটি কাজ ছাড়া সর্বপ্রকার খেল-তামাশা বাতিল ও অন্যায়। ১. ধনুকের সাহায্যে তীর নিক্ষেপ করা, ২. ঘোড়াকে যুদ্ধের শিষ্টাচারিতার প্রশিক্ষণ দেয়া, ৩. তীর সঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করা। মোট কথা, এ কাজগুলো স্বীকৃত ও বৈধ।-(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ তবে আবু দাউদ ও দারেমী অতিরিক্তি বর্ণনা করেছেন।)

যে ব্যক্তি তীরন্দাজি শিক্ষা গ্রহণ করার পর অবহেলা বা অনীহা প্রকাশে তাকে পরিত্যাগ করে, প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহর একটি নিয়ামত পরিত্যাগ করল অথবা তিনি বলেছেন, সে আল্লাহর নিয়ামতের না শোকরী করল। ৫৪২-৭৯৫

### কাফেরের বিরুদ্ধে তীর নিক্ষেপকারী বিশেষ মর্যাদাবান

হাদীস : ৩৫৮৩ ॥ হযরত আবু নাজ্জাহী সুলামী (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করে আঘাত হানে, তার জন্য বেহেশতের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় তীর নিক্ষেপ করল তার জন্য একটি গোলাম আজাদ করার সমপরিমাণ সওয়াব রয়েছে। আর যে ব্যক্তি ইসলামের কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় বার্ষিকের ওস্তায় পৌঁছেছে, তার সে ওস্তা কিয়ামতের দিন তার জন্য উজ্জ্বল নূরে পরিণত হবে।-(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে)

### ঘোড় দৌড়ের প্রতিযোগিতা করা জায়েয আছে

হাদীস : ৩৫৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তীরন্দাজি অথবা উট কিংবা ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা ছাড়া অন্য কোন কিছুই প্রতিযোগিতা বৈধ নয়।-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাই)

## কোন কথা দৃঢ়তার সাথে বলা উচিত নয়

হাদীস : ৩৫৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতায় দুটি ঘোড়ার মধ্যে আরেকটি ঘোড়া সংযোজন করে, এমনভাবে যদি এ বিশ্বাস থাকে যে, তার ঘোড়া আগে চলে যাবেই, তাহলে তাতে কোন কল্যাণ নেই। আর যদি এ বিশ্বাস না থাকে যে, তার ঘোড়া আগে যেতে পারবে, তখন তাতে কোন দোষ নেই। -(শরহে সুন্নাহ) ৫৫৮৫-৭১৮

## জালাব ও জানাব জায়েয নেই

হাদীস : ৩৫৮৬ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, জালাব ও জানাব জায়েয নেই। ইয়াহইয়া তাঁর হাদীসে অতিরিক্ত বলেছেন, ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায়। -(আবু দাউদ নাসাঈ)

ইমাম তিরমিযী আরো কিছু বর্ধিত বাক্যসহ তা সব ছিনতাই অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।

## কালো রংয়ের ঘোড়া উত্তম

হাদীস : ৩৫৮৭ ॥ হযরত আবু কাদাতাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সে ঘোড়াই সবচেয়ে উত্তম, যেটির সারা শরীরে কালো এবং কপালে ও নাকের দিকে কিঞ্চিৎ সাদা চিহ্ন আছে। অতপর তা উত্তম, যে ঘোড়ার কপালে সামান্য সাদা চিহ্নসহ পায়ের দিকেও সাদা, কিন্তু ডান হাত সমুখে ডান পা যেন সাদা বর্ণের না হয়। অতপর যদি মিসকালো বর্ণের ঘোড়া না হয়, তবে উক্ত চিহ্নসহ খয়েরী রংয়ের ঘোড়া উত্তম। -(তিরমিযী ও দারেমী)

## খয়েরী বর্ণের ঘোড়া কপালে ও পা সাদা হলে আরও ভালো

হাদীস : ৩৫৮৮ ॥ হযরত আবু ওবাহ জুশামী (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, অবশ্যই তোমরা এমন ঘোড়া বেছে নিবে, যা খয়েরী বর্ণের হয় এবং কপাল ও হাত-পা সাদা। অথবা আশুকরা লাল বর্ণের যার কপাল ও হাত-পা সাদা। অথবা মিসকালো যার কপাল ও হাত-পা সাদা। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ) ৫৫৮৮-৭১৭

## ঘোড়ার কপালের চুল কাটা উচিত নয়

হাদীস : ৩৫৮৯ ॥ হযরত ওতবা ইবনে আবদ সুলামী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা ঘোড়ার কপালের লম্বা চুল ও ঘাড়ের চুল ও লেজের চুল কেট না। কেননা, তার লেজ হল তার পাখা। ঘাড়ের চুল হল তার উষ্ণতা লাভের উপকরণ। আর তার কপালের চুলের মধ্যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে। -(আবু দাউদ)

## ঘোড়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত রাখতে হয়

হাদীস : ৩৫৯০ ॥ হযরত আবু ওবাহ জুশামী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ঘোড়াগুলোকে যুদ্ধের জন্য তৈরি রাখ এবং তাদের মাথা ও নিতম্বের উপর হাত বুলাও। অথবা তিনি اعجازها এর পরিবর্তে اكفاله শব্দ বলেছেন, তাদের গলায় মালা ঝুলিয়ে রাখ, তবে তাদের গলায় কামানের তৃণ বেঁদ না। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

## হাশেমী বংশের লোকদের সদকা খাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৫৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (সঃ) ছিলেন একজন নির্দেশিত বান্দাহ। তিনি অন্যান্য লোকদেরকে বাদ দিয়ে শুধু আমাদেরকে তিনটি কাজ ছাড়া বিশেষভাবে অন্য কিছু নির্দেশ করেন নি। তিনি আমাদেরকে হুকুম করেছেন, যেমন আমরা পরিপূর্ণভাবে অযু করি এবং আমরা যেন সদকা না খাই, আর ঘোড়ার উপর গাধার প্রজনন না করি। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

## রাসূল (স) হাদিয়া গ্রহণ করতেন

হাদীস : ৩৫৯২ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে একটি খচ্চর হাদিয়া দেয়া হল, অতপর তিনি তার উপর সওয়ার হলেন। হযরত আলী (রা) বলেন, যদি আমরা গাধাকে ঘোড়ার সঙ্গে মিলন করতাম তাহলে এ ধরনের খচ্চর আমরাও লাভ করতাম। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, নির্বোধ লোকই এমন করে থাকে।

-(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

## রাসূল (স)-এর তলোয়ারের বাঁট ছিল রূপোর তৈরি

হাদীস : ৩৫৯৩ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স)-এর তলোয়ারের বাঁটের উপরিভাগ ছিল রৌপ্যমণ্ডিত।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ ও দারেমী)

## রাসূল (স)-এর তরবারীতে সোনা-রূপো মোড়ানো ছিল

হাদীস : ৩৫৯৪ ॥ হযরত হযরত হুদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাদ তার দাদা মায়ীদাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) মক্কা বিজয়ের দিন এমন অবস্থায় প্রবেশ করেছেন যে, তাঁর তলোয়ার কবজির মধ্যে সোনা-রূপা মোড়ানো ছিল। -(তিরমিযী। আর তিনি বলেছেন এ হাদীস গরীব)

৫৫৮৯-৭১৯

### রাসূল (স) দুটি বর্ম পরিধান করতেন

হাদীস : ৩৫৯৫ ॥ হযরত সায়েব ইবনে ইয়াজিদ হতে বর্ণিত যে, ওহুদের লড়াইয়ের দিন রাসূল (স)-এর উপর দুটি বর্ম ছিল তিনি একটির উপরে আরেকটি পরিধান করেছিলেন। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### রাসূল (স)-এর পতাকা ছিল চার কোণ বিশিষ্ট কালো রংয়ের

হাদীস : ৩৫৯৬ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে কাসেমের আযাদকৃত গোলাম মূসা ইবনে উবায়দা (র) বলেন, একদিন মুহাম্মদ ইবনে কাসেম আমাকে হযরত বারা ইবনে আয়েব (রা)-এর কাছে রাসূল (স)-এর পতাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি বললেন, তা চতুষ্কোণ কৃষ্ণ বর্ণের চিত্রকের ন্যায় ছিল। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

### রাসূল (স) মক্কায় প্রবেশের সময় তাঁর পতাকা ছিল সাদা

হাদীস : ৩৫৯৭ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত নবী (স) এমন অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেছেন যে, তার পতাকার বর্ণ ছিল সাদা। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### রাসূল (স)-এর কালো রংয়ের বড় ঝাণ্ডা ছিল

হাদীস : ৩৫৯৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর বড় পতাকা ছিল কালো বর্ণের এবং ছোট পতাকাটি ছিল সাদা রংয়ের। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) ঘোড়া পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৫৯৯ ॥ হযরত আনাসি (রা) বলেন, স্ত্রীদের পরে জেহাদের ঘোড়ার চাইতে অন্য কোন জিনিস রাসূল (স)-এর কাছে অধিক প্রিয় ছিল না। -(নাসাঈ) গ্রন্থ - ৮০০

#### আরবী ধনুক ব্যবহার করার নির্দেশ দিতেন

হাদীস : ৩৬০০ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর হাতে ছিল একখানা আরবী নমুনার তৈরি ধনুক। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন, অন্য আরেক লোকের হাতে একখানা পারস্যের ধনুক। তখন তিনি বললেন, তোমার হাতে ওটা কি? ওটা ফেলে দাও। তোমাদের উচিত যে, তোমরা এ জাতীয় আরবী ধনুক ব্যবহার করবে। আর উন্নত মানের বর্শা ব্যবহার কর। কেননা, এটা দিয়ে আব্বাহ তায়াল্লা তোমাদেরকে ঘ্রীনের রাস্তায় মদদ করবেন এবং বিভিন্ন শহরে-নগর তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করবেন। -(ইবনে মাজাহ) গ্রন্থ - ৮০১

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### সফরের নির্দিষ্ট বিষয়

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### কুকুর সাথে থাকলে ফেরেশতা থাকে না

হাদীস : ৩৬০৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল(স) বলেছেন, সে কাফেলার সাথে ফেরেশতারা সাথী হয় না, যে কাফেলার সাথে কুকুর ও ঘণ্টা থাকে। -(মুসলিম)

#### শয়তানের বাদ্যযন্ত্র হল ঘৃষ্টি ও ঝুমঝুমি

হাদীস : ৩৬০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ঘৃষ্টি বা ঝুমঝুমি হল শয়তানের বাদ্যযন্ত্র। -(মুসলিম)

#### রাসূল (স) বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৬০১ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (স) তারুকের যুদ্ধে বৃহস্পতিবারে রওনা করেছিলেন। আর তিনি বৃহস্পতিবার দিন সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। -(বোখারী)

#### রাতে একা একা সফর করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৬০২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, একাকী সফরের বিপদ সম্পর্কে আমি যা জানি তা যদি লোকেরা জানত, তাহলে কোনো আরোহীই রাতে একাকী সফরে বের হত না। -(বোখারী)

### উটের গলায় গলবেড়ি হওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৬০৫ ॥ হযরত আবু বাশীর আনসালী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-এর সঙ্গে কোনো এক সফরে ছিলেন। তখন রাসূল(স) একজন লোক পাঠালেন যে, যেন কোনো উটের গলায়ই ধনুক ছিলার গলবেড়ি না থাকে, থাকলে তা যেন কেটে ফেলা হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

### গরমের সময় দ্রুত গতিতে সফর করতে হয়

হাদীস : ৩৬০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা শস্য-শ্যামল মৌসুমে সফর করবে, তখন তোমরা উটকে যমীন হতে তার হক গ্রহণ করার সুযোগ দেবে, আর যখন শুষ্ক মৌসুমে সফল করবে, তখন তোমরা তাদের নিয়ে দ্রুত গতিতে সফর করবে। আর যদি রাতে কোথাও অবস্থান করতে হয়, তখন চলাচলের পথ হতে দূরে থাকবে। কেননা, ওটা হল রাতের বেলায় জীব-জন্তুর চলাচল-পথ ও বিঘাত প্রাণীর বাসস্থান। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, যখন তোমরা শুষ্ক মৌসুমে সফরে থাক, তখন সওয়ারীর জানোয়ার দুর্বল ও ক্লান্ত হবার আগেই দ্রুত সফর সমাপ্ত কর। -(মুসলিম)

### অতিরিক্ত জিনিস দান করা ভালো

হাদীস : ৩৬০৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একবার কোনো এক সফরে আমরা রাসূল(স)-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি আরোহী অবস্থান সেখানে এল এবং তাকে ডানে বামে ঘোরাতে লাগল। তখন রাসূল(স) বললেন, তোমাদের যার কাছেই অতিরিক্ত সওয়ারী আছে, সে যেন তা ঐ ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়, যার কাছে সওয়ারী নেই। আর যার কাছে অতিরিক্ত খানাপিনা আছে, সেও যেন তা ঐ ব্যক্তিকে প্রদান করে যার কাছে খাদ্যদ্রব্য নেই। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (সঃ) বিভিন্ন প্রকারের মালের কথা এভাবে উল্লেখ করতে লাগলেন যে, আমাদের ধারণা হল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিসের উপর আমাদের কারও কোনো অধিকার নেই। -(মুসলিম)

### সফর করা আযাবের অংশ ভোগ করা

হাদীস : ৩৬০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল(স) বলেছেন, সফর হল আযাবের একটি অংশ তা তোমাদেরকে নিন্দা এবং পানাহার ইত্যাদি হতে বাধা প্রদান করে। সুতরাং মুসাফির যখন তার সফরের প্রয়োজন পুরো করে ফেলে তখন অবিলম্বে যেন সে নিজ পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) সফর হতে ফেরার সময় সন্তানদেরকে

#### সওয়ারিতে আরোহন করাতেন

হাদীস : ৩৬০৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) বলেন, রাসূল(স) যখনই সফর হতে প্রত্যাগমন করতেন, তখন তাঁর পরিবারস্থ বালকদেরকে উপস্থিত করা হত। এক সময়ের ঘটনা, রাসূল (স) সফর হতে আগমন করলেন, তখন আমাকেই সকলের আগে তাঁর খেদমতে হাজির করা হল, তখন তিনি আমাকে তাঁর সামনে বসিয়ে নিলেন। অতপর ফাতেমার পুত্রদ্বয়ের যে কোন একজন আনা হল, তখন তিনি তাকে নিজের পিছনে বসিয়ে দিলেন। আবদুল্লাহ বলেন, অতপর আমরা এমন অবস্থায় মদীনায় প্রবেশ করলাম, যে এক সওয়ারীতে তিনজন সওয়ারী। -(মুসলিম)

### সফরে জীকে সওয়ারীতে রাখতে হয়

হাদীস : ৩৬১০ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি এবং আবু তালহা রাসূল(স)-এর সাথে প্রত্যাগমন করেন এবং রাসূল (স)-এর সাথে একই সওয়ারিতে তাঁর পেছনে উপবিষ্ট ছিলেন হযরত সাফিয়া (রা)। -(বোখারী)

### রাসূল (স) সফর থেকে ফিরে রাতে বাড়িতে যেতেন না

হাদীস : ৩৬১১ ॥ হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) সফল হতে রাতের বেলায় পরিবারবর্গের মধ্যে যেতেন না বরং তিনি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় গৃহে প্রবেশ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দীর্ঘদিন সফর করলে রাতে বাড়ি ফিরতে নেই

হাদীস : ৩৬১২ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ দীর্ঘদিন পরিবার হতে দূরে থাকে সে যেন রাতের বেলায় পরিবারের কাছে প্রবেশ না করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাতের বেলায় সফর হতে ফিরে সাথে সাথে জীক কাছে যাবে না

হাদীস : ৩৬১৩ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমরা রাতের বেলায় তোমাদের এলাকায় প্রবেশ কর, তখনই নিজ জীদের কাছে যেও না, যাতে তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হতে পারে এবং তাদের চুল চিরুণী দিয়ে সুবিন্যস্ত করে নিতে পারে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রাসূল (স) সফর হতে প্রত্যাবর্তনের পর উট যবেহ করেছেন**

হাদীস : ৩৬১৪ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) সফর হতে মদীনায প্রত্যাবর্তন করার পর একটি উট অথবা একটি গরু যবেহ করেছিলেন। -(বোখারী)

**রাসূল (স) সফর হতে ফিরে প্রথমে মসজিদে গমন করতেন**

হাদীস : ৩৬১৫ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন, রাসূল (স) সফর হতে দিনের বেলায় চাশতের সময় প্রত্যাবর্তন করতেন। আর যখনই প্রত্যাবর্তন করতেন, তখন সর্বাপ্রথমে মসজিদে গিয়ে তাতে দু রাকাত নামায পড়তেন। অতপর সাক্ষাৎপ্রার্থী লোকদের জন্য কিছু সময় সেখানে বসতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**সফর হতে ফিরে মসজিদে দু রাকাত নামায পড়তে হয়**

হাদীস : ৩৬১৬ ॥ হযরত জাবির (রা) বলেন, কোন এক সফরে আমি রাসূল (সা.)-এর সাথে ছিলাম। সফর হতে ফিরে আমরা মদীনায পৌঁছালে তিনি আমাকে বললেন, যাও মসজিদে গিয়ে তাতে দু রাকাত নামাজ আদায় করে নাও। -(বোখারী)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**ব্যবসায়ী মাল দিনের প্রথম ভাগে পাঠানো উচিত**

হাদীস : ৩৬১৭ ॥ হযরত গামেদী গোত্ৰীয় হযরত ছাখ্ত ইবনে ওয়াদাআহ (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) দোআ করেছেন, হে আল্লাহ! আমার উম্মতের জন্য তাদের প্রভাতে বরকত দান কর। আর রাসূল (স) যখনই কোন ছোট কিংবা বড় সেনাদল জিহাদে পাঠাতেন, তখন তাকে দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। বর্ণনাকারী ছাখ্ত ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। সুতরাং তিনিও তাঁর তেজারতী মাল দিনের প্রথম ভাগে পাঠাতেন। ফলে তিনি ধনবান হয়ে গিয়েছিলেন এবং তার মালও অধিক বৃদ্ধি পেয়েছিল। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী)

**রাতের বেলায় সফর করা ভালো**

হাদীস : ৩৬১৮ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা অবশ্যই রাতের বেলায় সফর কর। কেননা, রাতের বেলায় যমীন সংকুচিত হয়। -(আবু দাউদ)

**সফরে দুজন আরোহী দুটি শয়তানের সমতুল্য**

হাদীস : ৩৬১৯ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআযব তাঁর পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) বলেছেন, একজন আরোহী একজন শয়তান, দুজন আরোহী দুটি শয়তান। অবশ্য তিনজন আরোহী পূর্ণ এক জামায়াত। -(মালিক, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

**তিনজন সফরে গেলে একজন আমীর হবে**

হাদীস : ৩৬২০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল(স) বলেছেন, যখন তিন ব্যক্তি সফরে যাবে, তখন তারা একজনকে যেন আমীর করে নেয়। -(আবু দাউদ)

**সফর সঙ্গী চার হওয়া ভালো**

হাদীস : ৩৬২১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম সফলসঙ্গী হল চারজন। উত্তম ছোট সেনাদল হল চারশত জন। এবং উত্তম বড় সৈন্যদল হল চার হাজার জন। আর বার হাজার সৈন্যদল কখনও সংখ্যায় কম হওয়ার কারণে পরাজিত হবে না।

-(তিরমিযী, আবু দাউদ ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে গরীব বলেছেন।)

**রাসূল (স) সফরে কাফেলার পেছনে থাকতেন**

হাদীস : ৩৬২২ ॥ হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) সফরে কাফেলার পশ্চাত্ভাগে থাকতেন, যেন দুর্বল সওয়ারীকে হাঁকিয়ে নিতে পারেন এবং যারা সওয়ারী নয় তাকে নিজের সওয়ারির পেছনে বসিয়ে নিতে পারেন এবং সর্বোপরি গোটা কাফেলার জন্য দোআ খায়ের করতে থাকতেন। -(আবু দাউদ)

**সফরে বিক্ষিপ্ত অবস্থায় অবস্থান করা জায়েয নেই**

হাদীস : ৩৬২৩ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) বর্ণনা করেন, সফরের সময় লোকেরা যখন কোন জায়গায় অবস্থান করার জন্য অবতরণ করত, তখন তারা গিরিপথে এবং উপত্যকায় বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান করত। এটা দেখে রাসূল (স) বললেন, গিরিপথে এবং উপত্যকায় এভাবে তোমরা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়া মূলত শয়তানের কাজ। এরপর হতে লোকেরা যখনই কোন জায়গায় অবস্থান করত, তখন তারা পরস্পর এমনভাবে মিলেমিশে অবস্থান করত যে, একখানা কাপড় তাদের ছড়িয়ে দিলে সকলকেই আচ্ছাদিত করতে পারত। -(আবু দাউদ)



### সফরে পালা করে সওয়ারিতে আরোহণ করতে হয়

হাদীস : ৩৬২৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন আমাদের অবস্থা এ ছিল যে, আমরা প্রত্যেক তিনজনের মধ্যে একটি উট, হযরত আবু লুবাবা ও আলী ইবনে আবু তালিব ছিলেন রাসূল (স)-এর সাথী। যখন রাসূল (স)-এর পায়ে হাঁটার পালা আসল, তখন তাঁরা বললেন, আপনি সওয়ারিতে থাকুন আপনার হাঁটার পালা আমরাই হাঁটব। উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা দুজন আমার চেয়ে বেশি শক্তিশালী নও। আর সওয়ার হতেও আমি তোমাদের চেয়ে বেশি অপ্রত্যাশী নই। -(শরহে সুন্নাহ)

### পশুদেরকে আল্লাহ পাক মানুষের অধীন করে দিয়েছেন

হাদীস : ৩৬২৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের জানোয়ারের পৃষ্ঠদেশকে মিশরে পরিণত করো না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা এ সমস্ত পশুগুলো এ জন্যই তোমাদের অধীনস্ত করে দিয়েছেন, যেন তোমাদেরকে তা হতে সে শহরে পৌঁছে দেয়। যেখানে তোমরা কঠোর পরিশ্রম ছাড়া পৌঁছতে সক্ষম হতে না। আর আল্লাহ তায়ালা যমীনকে তোমাদের উপকারার্থে সৃষ্টি করেছেন, অতএব তাতে দাঁড়িয়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সমাধান কর। -(আবু দাউদ)

### পশুর পিঠ হতে না নামা পর্যন্ত নফল নামায নিষেধ

হাদীস : ৩৬২৬ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, যখন আমরা কোন জায়গায় অবতরণ করতাম, তখন জানোয়ারের উপর হতে নীচে অবতরণ না করা পর্যন্ত নফল নামায আদায় করতাম না। -(আবু দাউদ)

### অন্যের বাহনে আরোহন করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৬২৭ ॥ হযরত বুয়ায়দা (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল(স) পায়ে হেঁটে কোথাও যাচ্ছিলেন, এমন সময় এক ব্যক্তি গাধায় চড়ে সেখানে তথায় উপস্থিত হল এবং বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এর উপরে সওয়ার যেন। এ কথা বলে লোকটি পেছনে সরে পড়ল। তখন রাসূল (স) বললেন, না এভাবে হবে না, তুমিই তোমার জানোয়ারের সামনের ভাগের অধিক হকদার। তবে যদি তুমি এ হক আমাকে দাও। লোকটি বলল, আমি ওটা আপনাকে প্রদান করলাম। অতপর তিনি সওয়ার হলেন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

### শয়তানের জন্য এক প্রকার গৃহ আছে

হাদীস : ৩৬২৮ ॥ হযরত সাযদ ইবনে আবু হিন্দ হযরত হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল(স) বলেছেন, এক প্রকারের উট শয়তানের জন্য এবং এক প্রকারের গৃহও শয়তানের জন্য। বস্তৃত শয়তানের উট হল তা, যা আমি প্রত্যক্ষ করেছি-তোমাদের কেউ কেউ খুব উত্তম উট সঙ্গে নিয়ে সফরে বের হয়, তাকে খুব মোটা-তাজা করে নেয়, কিন্তু নিজেও তাতে সওয়ার হয় না এবং সে তার এমন কোন ভাইয়ের কাছে দিয়ে পথ অতিক্রম করে যার কাছে কোন সওয়ারি নেই, তবুও তাকে তাতে সওয়ার করায় না। আর শয়তানের ঘর, আমি তা দেখিনি। সাঈদ বলেন, আমার ধারণা তা সে সকল হাওদা হবে, যাকে লোকেরা রেশমী কাপড় ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে সাজিয়ে নেয়। -(আবু দাউদ) ১৫২০-৬০২

### অন্যের অসুবিধা করে সফরে গেলে সওয়ার নেই

হাদীস : ৩৬২৯ ॥ হযরত সাহল ইবনে মুয়াজ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একবার আমরা কোন এক জিহাদে রাসূল(স)-এর সাথে শরীক ছিলাম। লোকেরা বিস্তার্ত এলাকা জুড়ে অবস্থান করে পথঘাট ও চলাচল করার রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ করে ফেলেছিল। অতপর রাসূল (স) একজন ঘোষণাকারীকে পাঠিয়ে লোকদের মধ্যে এ ঘোষণা করে গুলিয়ে দিলেন যে, যে ব্যক্তি অন্যের জন্য অবস্থান সংকীর্ণ করে কিংবা চলার পথ বন্ধ করে, তার কোন জিহাদ নেই। -(আবু দাউদ)

### সফর হতে ফিরে রাতের প্রথম ভাগে বাড়িতে যাবে

হাদীস : ৩৬৩০ ॥ হযরত জাপের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সফর হতে কারও প্রত্যাভর্তন করার পর নিজ পরিজনের মধ্যে প্রবেশ করার উত্তম সময় হল রাতের প্রথম ভাগ। -(আবু দাউদ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### সফরে গিয়ে বিশ্রাম করতে হয়

হাদীস : ৩৬৩১ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বলেছেন, রাসূল(স)-এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি সফরে যেতেন এবং রাতের শেষাংশে বিশ্রাম করতেন, ডান কাতে শয়ন করতেন। আর যখন ভোর হওয়ার পূর্বমুহূর্তে বিশ্রাম করতেন, তখন নিজের ডান হাত খাড়া করে রাখতেন। অতপর হাতলির উপর মাথা রাখতেন। -(মুসলিম)

### সফরে গেলে সঙ্গীদের খেদমত করতে হয়

হাদীস : ৩৬৩২ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সফরের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্দার, যে তাদের খেদমত করল। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের খেদমতে অগ্রগামী থাকবে, অন্য কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়া অন্য কোন আমল দিয়ে তার চেয়ে উচ্চ মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হবে না। -(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

### ভোরে যুদ্ধে যাত্রায় সওয়াব বেশি হুইফ-৬০৪

হাদীস : ৩৬৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একবার রাসূল (স) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওফাহ (রা)-কে একটি সেনাদল সহ পাঠালেন, ঘটনাক্রমে সে দিন ছিল জুমার দিন। তাঁর সঙ্গীরা তো ভোরেই রওয়ানা হয়ে চলে গেল, কিন্তু ইবনে রাওফাহ বললেন, আমি তাদের পশ্চাতে হতে যাব এবং রাসূল(স)-এর সাথে জুমার নামায আদায় করে পরে গিয়ে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হব। অতপর তিনি যখন রাসূল (স)-এর সাথে জুমার নামায আদায় করলেন, তখন তিনি আবদুল্লাহকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ভোরে তোমাদের সঙ্গীদের সাথে যাওয়া হতে কিসে তোমাকে বিরত রেখেছে? উত্তরে তিনি বললেন, আমি এ ইচ্ছা করেছি যে, আপনার সাথে জুমার নামায আদায় করে পরে সঙ্গীদের সাথে মিলিত হব। রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় কর, তবু তুমি সঙ্গীদের সাথে ভোরে রওয়ানা হওয়ার ফযীলত হাসিল করতে পারবে না। -(তিরমিযী) হুইফ-৬০৬

### বাঘের চামড়া সাথে থাকলে রহমতের ফেরেশতা থাকে না

হাদীস : ৩৬৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে কাফেলার সাথে চিতা বাঘের চামড়া থাকে, সে কাফেলার সাথে রহমতের ফেরেশতা থাকে না। -(আবু দাউদ)

## তৃতীয় অধ্যায়

### কাফেরদের প্রতি দাওয়াতপত্র পেরণ ও

### ইসলামের দিকে আহ্বান

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### কাফের বাদশাহ কায়েসারকে ধ্বিনের দাওয়াত

হাদীস : ৩৬৩৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর দিকে আহ্বান জানিয়ে হযরত দেহিয়া কালবীর মাধ্যমে কায়েসার-এর নামে পত্র প্রেরণ করেন এবং দেহিয়া কালবীরকে নির্দেশ দেন যে, তা যেন বসরার শাসনকর্তার হাতে অর্পণ করেন, বসরার শাসনকর্তা তা যেন কায়েসারের কাছে পৌঁছে দেয়। তাতে লেখা ছিল, পরম করুণাময় অতিশয় দয়ালু আল্লাহর নামে শুক্ল করছি। আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর রাসূল মুহম্মদ (স)-এর পক্ষ হতে রোমের মহান শাসনকর্তা হিরাকিল এর প্রতি। যারা হেদায়েত গ্রহণ করেছে তাদের প্রতি সালাম। আমি তোমার কাছে ইসলামের দাওয়াত পেশ করছি। ইসলাম গ্রহণ কর, শান্তিতে থাকবে, আর ইসলাম গ্রহণ কর, আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদান করবেন। আর যদি ইসলাম হতে মুখ ফিরিয়ে নাও, তাহলে সকল প্রজার পাপের বোঝাও তোমাকে বহন করতে হবে। হে কিতাবী সম্প্রদায়! তোমরা এমন এক কথার দিকে এস, যাতে আমরা ও তোমরা সমবিশ্বাসী। আর তা হল আমরা সকলে মিলে এক আল্লাহ ছাড়া আর কারও ইবাদত করব না। তাঁর সাথে আমরা অন্য কিছুকেই অংশীদার সাব্যস্ত করব না এবং আমাদের কেউ আল্লাহ ছাড়া একে অন্যকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করব না। যদি তারা এ কথাগুলো মেনে নেয়, তবে বলে দাও, তোমরা সাক্ষী থাক যে, আমরা মুসলমান। -(বোখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের বর্ণনার মধ্যে তিনটি বাক্যের পরিবর্তন আছে। যেমন আল্লাহর রাসূল মুহম্মদের পক্ষ হতে।

#### রাসূল (স) কিসরার শাসকের বিরুদ্ধে বদ-দোআ করলেন

হাদীস : ৩৬৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) নিজের একখানা পত্র হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা সাহ্মী (রা)-এর মাধ্যমে পারস্যের শাসক কিসরার কাছে পাঠালেন এবং তাকে নির্দেশ দিলেন যে, তা বাহরাইনের শাসনকর্তার হাতে দেবে, অবশেষে বাহরাইনের শাসনকর্তা পত্রখানা ইরানের রাজার কাছে দিলেন। সে যখন চিঠিখানা পাঠ করল, তখন তা খণ্ড খণ্ড করে ছিঁড়ে ফেলল। বর্ণনাকারী ইবনুল মুসাইয়্যের বলেন, এরপর রাসূল (স) তাদের প্রতি এই বদদোয়া করলেন, যেন আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেন। -(বোখারী)



### নায্জাশীকে রাসূল (স) ইসলামের দাওয়াত দিলেন

হাদীস : ৩৬৩৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) কিসরা, কায়েসার, নায্জাশী এবং অন্যান্য সমস্ত যালিম রাজাদের নামে পত্র প্রেরণ করে তাদেরকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করেন। আর ও নায্জাশী সে ব্যক্তি নয়, যার মৃত্যুতে রাসূল (স) জানাযার নামায আদায় করেছিলেন। -(মুসলিম)

### রাসূল (স) যুদ্ধের নীতিমালা নির্ধারণ করে দিলেন

হাদীস : ৩৬৩৮ ॥ হযরত সুলাইমান ইবনে বুরায়দা (র) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখনই কোন বড় কিংবা ছোট সেনাদলের উপর কাউকে আমীর নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে তার একান্তভাবে আল্লাহর ভয় করে চলার, আর সঙ্গী মুসলমানদের সাথে ভালো ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। অতপর বলতেন, আল্লাহর নাম নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যাও এবং যারা আল্লাহর সাথে কুফরী করে, তাদের সাথে লড়াই কর। সাবধান! জিহাদে যাও, কিন্তু গনিমতের মাল খেয়ানত করবে না, চুক্তি ভঙ্গ করবে না, শত্রুদেরকে বিকলাঙ্গ করবে না এবং কোন শিশুকে হত্যা করবে না। যখন তুমি তোমার প্রতিপক্ষ মুশরিক শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হবে, তখন তুমি তাদেরকে তিনটি কথার দিকে আহ্বান জানাবে। যদি উক্ত প্রস্তাবের কোন একটি তারা মেনে নেয়, তখন তুমি তা গ্রহণ করে নিবে এবং তাদের হতে বিরত থাকবে।

অতপর প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করবে, যদি তারা তা কবুল করে, তুমি তাদের হতে তা মেনে নেবে এবং তাদের হতে বিরত থাকবে। অতপর তাদেরকে নিজ দেশে কাফেরের দেশ হতে মুহাজিরিনদের দেশের দিকে চলে আসার আহ্বান জানাবে। আর তাদেরকে একথাও অবহিত করে দেবে যে, যদি তারা তা করে তবে তারাও সে সমস্ত অধিকার লাভ করবে যা মুহাজিরিনদের উপর অর্পিত রয়েছে। কিন্তু যদি তারা নিজ দেশ ত্যাগ করতে অস্বীকার করে, তখন তাদেরকে জানিয়ে দেবে যে, তাদের সাথে সেরূপ আচরণই করা হবে, যেসকল আচরণ গ্রাম্য মুসলমানদের উপর কার্যকর করা হয়ে থাকে। এবং গনিমতের মাল ও ফায় হতে তারা কোন অংশ পাবে না। অবশ্য এ মাল-সম্পদের অংশ তারা তখনই পাবে, যখন তারা মুসলমানদের সাথে সম্মিলিতভাবে জিহাদে शामिल হবে। আর যদি তারা এতে অস্বীকার করে, তখন তাদের কাছে হতে জিযিয়া দাবী কর। যদি তারা তা মেনে নেয়, তবে তুমিও তাদেরকে সেখান হতে জিযিয়া গ্রহণ কর এবং তাদের হতে বিরত থাক।

আর যদি তারা জিযিয়া দিতে অস্বীকার করে, তবে আল্লাহর উপর ভরসা কর এবং তাদের সাথে যুদ্ধ কর। আর যদি তুমি কোন দুর্গবাসীকে অবরোধ কর, আর তারা তোমার সাথে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দায়িত্বের নামে কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হবে না; বরং তোমার এবং তোমার সঙ্গীদের নিজ দায়িত্বে তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে। কেননা, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নামে দেয়া চুক্তি ভঙ্গ করা অপেক্ষা তোমার ও তোমার সঙ্গীদের দেয়া ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করা অনেক সহজতর। আর যদি তুমি কোন দুর্গ অবরোধ কর এবং তারা তোমার কাছে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী ফয়সালা শর্তে অবরোধ তুলে নিতে আবেদন জানায়, তবে আল্লাহর হুকুমের শর্তে তাদের অব্যাহতি দিও না; বরং তোমার ফয়সালা গ্রহণের শর্তে তাদের অব্যাহতি দাও। কেননা, তুমি জান না যে, তাদের সম্পর্কে আল্লাহর যে হুকুম রয়েছে তাতে তুমি পৌঁছতে পারবে কিনা। -(মুসলিম)

### তলোয়ারের ছায়ার নিচে বেহেশত অবস্থিত

হাদীস : ৩৬৩৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত, জিহাদের কোন এক অভিযানে শত্রু পক্ষের মুখোমুখি হয়ে রাসূল (স) অপেক্ষায় থাকলেন, অবশেষে যখন সূর্য চলে পড়ল, তখন তিনি লোকদের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে বললেন, হে লোকসকল! শত্রুর মোকাবিলার আকাঙ্ক্ষা করবে না, বরং আল্লাহর কাছে নিরাপত্তার প্রার্থনা কর। তবে মোকাবিলা সংঘটিত হয়ে গেলে তখন ধৈর্যধারণ কর এবং জেনে রাখ, তলোয়ারের ছায়ার নিচেই জান্নাত অবস্থিত। অতপর রাসূল (স) দোআ করলেন, হে আল্লাহ! কিতাব নাখিলকারী, মেঘমালা পরিচালনকারী এবং শত্রুদলকে পরাস্তকারী! তুমি তাদেরকে পরাস্ত করে দাও এবং তাদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) খুব ভোরে যুদ্ধের ঘোষণা দিতেন

হাদীস : ৩৬৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) যখনই আমাদেরকে নিয়ে কোন সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে যেতেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত আক্রমণ করতেন না। আর তাদের ব্যাপারে অপেক্ষা করতেন। যদি আযান শুনতে পেতেন, তখন তাদের উপর আক্রমণ হতে বিরত থাকতেন। আর আযান না শুনলে আক্রমণ করতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা খায়বারের লড়াইয়ের জন্য রওয়ানা হলাম এবং রাতের বেলায় আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। যখন

ভোর হল এবং কোন আযানও শোনা গেল না, তখন রাসূল (স) সওয়ার হলেন এবং আমিও হযরত আবু তালহার পেছনে সওয়ার হলাম এবং আমার পা রাসূল (স)-এর পদ মবারক স্পর্শ করছিল। হযরত আনাস (রা) বলেন, এ সময় খায়বারের বাসিন্দারা তাদের কাস্তে-কোদাল ও বুড়ি নিয়ে বের হয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে এল এবং রাসূল (স)-কে দেখে বলে উঠল, এ যে মুহম্মদ! আল্লাহর কসম, মুহম্মদ এবং তাঁর পঞ্চবাহিনী এসে গিয়েছেন। অতপর তারা দৌড়িয়ে গিয়ে দুর্গের ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করল। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) তাদের দেখামাত্র বলে উঠলেন, আল্লাহ্ আকবার! আল্লাহ্ আকবার! খায়বার ধ্বংস হোক। আমরা যখন কোন জাতির দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হই, তখন সতর্ককৃতদের প্রভাবত খুবই মন্দ হয়ে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### খুব ভোরে রাসূল (স) যুদ্ধ শুরু করতেন

হাদীস : ৩৬৪১ ॥ হযরত নোমান ইবনে মুকাররিন (রা) বলেন, আমি অনেক যুদ্ধে রাসূল (স)-এর সাথে শরীক ছিলাম। রাসূল (স)-এর নিয়ম ছিল, যদি তিনি কোন সময় দিনের প্রথম ভাগে যুদ্ধ শুরু না করতেন, তবে স্নিগ্ধ প্রবাহিত হওয়া পর্যন্ত নামাযের ওয়াক্ত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন। -(বোখারী)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### বিশেষ করে ঠাণ্ডার সময়ে যুদ্ধ শুরু করতেন

হাদীস : ৩৬৪২ ॥ হযরত নোমান ইবনে মুকাররিন (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। রাসূল (স)-এর নিয়ম ছিল, তিনি কোন যুদ্ধে দিনের প্রথম ভাগে লড়াই শুরু করতেন না পারলে অপেক্ষা করতেন, যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে ও স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহিত হয় এবং আল্লাহর সাহায্য নাযিল হয়।

-(আবু দাউদ)

#### আসন্ন নামাযের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করার নিয়ম

হাদীস : ৩৬৪৩ ॥ হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত, নোমান ইবনে মুকাররিন (রা) বলেছেন আমি রাসূল (স)-এর সাথে যুদ্ধ করেছি। তাঁর অভ্যাস ছিল যখন ফজরের সময় হয়ে যেত, তখন সূর্য উদয় না হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকতেন, যখন সূর্য উদয় হয়ে যেত, তখন যুদ্ধ শুরু করতেন। আবার মধ্যাহ্ন হলে লড়াই বন্ধ রাখতেন যতক্ষণ না সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে। আবার যখন সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ত, তখন আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যেতেন। আবার আসরের নামাযের জন্য বিরতি দিতেন। নামায শেষে পুনরায় যুদ্ধ শুরু করতেন। বর্ণনাকারী কাতাদাহ বলেন, সাহাবায়ে কেরামগণ বলতেন, সে সময় আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয়-বায়ু প্রবাহিত হয়। আর মুমিনগণ তাদের নামাযে নিজ সৈন্যদের জন্য দোআ করেন। -(তিরমিযী)

হাদীস - ৬০৫

#### আযান শুনলে সে ব্যক্তিতে হত্যা করা যাবে না

হাদীস : ৩৬৪৪ ॥ হযরত ইছামুল মুযানী (রা) বলেন, একবার রাসূল(স) আমাদেরকে একটি সৈন্যদলে প্রেরণ করলেন এবং এ উপদেশ দিলেন, যখন তোমরা মসজিদ দেখতে পাও, কিংবা মুয়াযযিনের আযান শোন তখন কাউকেও হত্যা করো না। -(তিরমিযী ও আবুদ দাউদ)

হাদীস - ৬০৬

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### সঠিক পথের অনুসারীদের প্রতি সালাম

হাদীস : ৩৬৪৫ ॥ হযরত আবু ওয়ায়েল (র) বলেন, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালাদ (রা) পারস্য বাসীদের কাছে পত্র প্রেরণ করলেন। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, খালিদ ইবনে ওয়ালাদের পক্ষ হতে পারস্যের সরদারসহ রক্তমুম ও মেহরানের প্রতি। সঠিক পথের অনুসারীদের প্রতি সালাম। অতপর আমরা তোমাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করছি। যদি তোমরা এতে অস্বীকার কর, তাহলে নতিস্বীকার করে স্বহস্তে জিযিয়া আদায় কর। আমার সঙ্গে এমন এক বাহিনী রয়েছে, যারা আল্লাহর রাস্তার জীবনদানকে ভালোবাসে, যেমন পারস্যবাসী মদ্যপানকে ভালোবেসে থাকে। সত্য ও সরল পথের অনুসারীদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। -(শরহে সুন্নাহ)

টীকা .....

হাদীস নং : ৩৬৪২ ॥ আল্লাহর সাহায্য নাযিল হওয়া মানে যোহরের নামাযের পর সম্মিলিতভাবে মুসলমানদের দোয়ার বরকতে আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার আশা নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া।

## চতুর্থ অধ্যায়

### জিহাদ অভিযান অংশগ্রহণের বর্ণনা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

যুদ্ধের ময়দানে মহিলাদের যাওয়া জায়েয আছে

হাদীস : ৩৬৪৯ ॥ হযরত আনা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন কোন যুদ্ধ অভিযানে যেতেন, তখন উম্মে সুলাইম ও অন্যান্য আনসারী মহিলাদেরকে সঙ্গে নিতেন। এ সমস্ত মহিলারা যুদ্ধ চলাকালীন পানি পান করাত এবং আহতদের সেবা-যত্ন করত। -(মুসলিম)

মহিলাগণ যোদ্ধাদের সেবা করেছে

হাদীস : ৩৬৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যুদ্ধে নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

মহিলারা যুদ্ধে যোগদান করলে তাদের হত্যা করা যাবে

হাদীস : ৩৬৫১ ॥ হযরত সাব ইবনে জাসআমাহ (রা) বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, এ সমস্ত মুশরিক বস্তিবাসীর বিরুদ্ধে নৈশ আক্রমণ সম্পর্কে, যাদের নারী এবং শিশুরাও সে আক্রমণে আক্রান্ত হয়। তিনি উত্তরে বললেন, তারাও তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আরেক বর্ণনায় আছে, তারা তাদের বাপ-দাদার অন্তর্ভুক্ত।

-(বোখারী ও মুসলিম)

প্রতিটি কাজই আল্লাহর হুকুমে হয়

হাদীস : ৩৬৫২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বনী নযীর গোত্রের খেঁজুর বাগান কেটে এবং জ্বালিয়ে ফেলেন। এ অবস্থা সম্পর্কে হযরত হাসনা ইবনে সাবিত (রা) বলেছেন, বনী লুয়াই গোত্রের সম্মানিত নেতাদের কাছে বুয়াইরার সর্বত্র প্রজ্বলিত আগুন সহজ হয়ে পড়েছে। আর উক্ত ঘটনাটির দিকে ইঙ্গিত করে কুরআনের এ আয়াতটি নাযিল হয়, যে সমস্ত খেঁজুর গাছ তোমরা কেটে ফেলেছ, কিংবা যেগুলো তার কাণ্ডের উপর দাঁড়ান অবস্থায় অবশিষ্ট রেখেছ, তা তো আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

শহীদ হলে তার ঠিকানা জান্নাতে

হাদীস : ৩৬৪৬ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, ওহুদের যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলান্নাহ! বলুন তো, আমি যদি নিহত হই, তাহলে আমার ঠিকানা কোথায়? রাসূল (স) বললেন, জান্নাতে। তখন সে তার হাতের খেঁজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিল এবং জিহাদের ময়দানের ঝাঁপিয়ে পড়ল, অবশেষে শহীদ হয়ে গেল।

-(বোখারী ও মুসলিম)

যুদ্ধের প্রত্যেক অবস্থা গোপন রাখা ভালো

হাদীস : ৩৬৪৭ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) বলেন, প্রায়শ রাসূল (স)-এর অভ্যাস ছিল যে, তিনি কোন নির্দিষ্ট জায়গায় যুদ্ধের সংকল্প করলে তা গোপন রেখে বাহ্যত অন্য দিকে রওয়ানা হচ্চেন বলে ইঙ্গিত দিতেন। কিন্তু যখন এ যুদ্ধ অর্থাৎ তাবুক যুদ্ধ উপস্থিত হল, যে যুদ্ধের সংকল্প রাসূল (স) প্রচণ্ড গরমের মওসুমে করেছিলেন এবং অভিযানের যাত্রাপথ ছিল দূর্গম মরুময়, আর শত্রু সংখ্যাও ছিল ব্যাপক। তখন রাসূল (স) মুসলমানদের সামনে ব্যাপারটি স্পষ্ট করে ব্যক্ত করে দিলেন, যাতে তারা অভিযানের জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তাই তিনি তাঁর লক্ষ্যস্থল সাহাবীদেরকে জানিয়ে দিলেন। -(বোখারী)

যুদ্ধ একটি কলাকৌশল

হাদীস : ৩৬৪৮ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেন, যুদ্ধ রণকৌশল মাত্র।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### যুদ্ধের নারী শিশুদের হত্যা না করে বন্দী করা ভাল

হাদীস : ৩৬৫৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওন হতে বর্ণিত, হযরত নাফে তাঁকে লিখে জানান, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) তাকে বলেন, একবার রাসূল (স) বনী মুসতালিকের উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ করেন, যখন তারা মুরায়সী নামক স্থানে নিজেদের গবাদিপশুর মধ্যে গাফেল অবস্থায় ছিল। ফলে রাসূল (স) তাদের মধ্যে যুদ্ধ করতে সক্ষম লোকদেরকে হত্যা করলেন এবং নারী ও শিশু-কিশোরদেরকে বন্দী করলেন। -(বোখারী ও মুসরিম)

### যুদ্ধে আগে আক্রমণ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৬৫৪ ॥ হযরত আবু উসায়দ (রা) হতে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধের দিন যখন আমরা কুরাইশদের মোকাবিলায় সারিবদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়েছিলাম। আর তারাও আমাদের মোকাবিলায় সারিবদ্ধ হয়েছিল, তখন রাসূল (স) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, যখনই তারা তোমাদের খুব কাছেবর্তী হবে, তখনই তীর নিক্ষেপ করবে। আরেক এবং সূত্রে বর্ণিত, যখনই তারা তোমাদের খুব কাছেবর্তী হবে, তখনই তীর নিক্ষেপ করবে এবং তোমাদের কিছু তীর সংরক্ষিত রাখবে। -(বোখারী)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### বদরের যুদ্ধের প্রস্তুতি রাতে নেয়া হয়েছিল

হাদীস : ৩৬৫৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) বলেন, রাসূল (স) বদরের যুদ্ধের দিন রাতের বেলায়ই আমাদেরকে প্রস্তুত করেছেন। -(তিরমিযী) গ্রন্থ - ৬০৭

#### রাসূল (স) যুদ্ধের প্রতিধ্বনি শিকিয়ে দিলেন

হাদীস : ৩৬৫৬ ॥ হযরত মুহাল্লাব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি রাতের বেলায় শত্রুরা তোমাদের উপর হামলা করে, তখন তোমাদের প্রতীক ধ্বনি হবে হামীম, লা ইউনছারুন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

#### যুদ্ধে মুজাহিদদের সংকেত ছিল আবদুল্লাহ

হাদীস : ৩৬৫৭ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, কোন এক যুদ্ধে মুজাহিদদের সংকেত ছিল আবদুল্লাহ আর আনসারদের সংকেত ছিল আবদুর রহমান। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ - ৬০৮

#### যুদ্ধের সময় বিভিন্ন সংকেত ব্যবহার করতে হয়

হাদীস : ৩৬৫৮ ॥ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সময় হযরত আবু বকর (রা)-এর সঙ্গে এক অভিযানে গেলাম। অতপর আমরা রাতের বেলাই শত্রুদের উপর আক্রমণ করে তাদেরকে হত্যা করতে লাগলাম। সে রাতে আমাদের সংকেত চিহ্ন ছিল, আমিত আমিত। -(আবু দাউদ)

#### লড়াইয়ের সময় আল্লাহর যিকির করতে হয়

হাদীস : ৩৬৫৯ ॥ হযরত কায়েস ইবনে উবাদাহ (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর সাহাবিরা লড়াইয়ের সময় হৈ ছল্লোড় করাকে খুবই অপছন্দ করতেন। -(আবু দাউদ)

#### যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের হত্যা করার নির্দেশ

হাদীস : ৩৬৬০ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের বয়স্কদেরকে হত্যা কর, আর তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্কদেরকে জীবিত রাখ। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

#### উবনা বস্তির ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেয়ার নির্দেশ

হাদীস : ৩৬৬১ ॥ হযরত ওরওয়া (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত উসামা ইবনে যায়দ (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূল (স) তাকে গুরুত্ব সহকারে নির্দেশ দিলেন, উবনা নামক বস্তির উপর ভোর বেলায় অতর্কিত আক্রমণ কর এবং জ্বালিয়ে দাও। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ - ৬১০

#### শত্রুরা একেবারে নিকটে না আসা পর্যন্ত আক্রমণ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৬৬২ ॥ হযরত আবু উসায়দ (রা) বলেন, রাসূল (স) বদরের যুদ্ধের দিন বলেছেন, শত্রুরা যখন তোমাদের অতি কাছেবর্তী হয়ে যায়, তখনই তাদের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর এবং একেবারে সামনে না আসা পর্যন্ত তলোয়ার কোষমুক্ত করে না। -(আবু দাউদ) গ্রন্থ - ৬১১

#### যুদ্ধের বৃক্ষ ও চাকরদের হত্যা করা নিষেধ

হাদীস : ৩৬৬৩ ॥ হযরত রাবাহ ইবনে রবী (রা) বলেন, কোন এক যুদ্ধে আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময় তিনি দেখতে পেলেন, কোন এক ব্যাপারে লোকেরা জড়ো হয়েছে। তিনি এক ব্যক্তিকে পাঠালেন এবং বললেন, দেখ তো কি কারণে তারা জড়ো হয়েছে? লোকটি এসে বলল, একজন মহিলা লাশের কাছে সবাই একত্রিত হয়েছে। এ

কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, ঐ মহিলাটি তো যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি। ঐ সেনাদলের অগ্রভাগে অধিনায়ক ছিলে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) অতপর তিনি এক ব্যক্তিকে এ বলে পাঠালেন, যাও খালিদকে বলে দাও, কোন মহিলা এবং কোন খাদেমকে যেন কতল না করা হয়। -(আবু দাউদ)

### রাসূল (স)-এর সান্ত্বনা বাণী প্রদান

হাদীস : ৩৬৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, একদিন রাসূল(স) আমাদেরকে একটি সেনাদলে পাঠালেন। কিন্তু আমাদের লোকজন পলায়ন করল এবং আমরা মদীনায় ফিরে এসে আত্মগোপন করলাম। আর মনে মনে বলতে লাগলাম, আমরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছি। অতপর আমরা রাসূল(স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা পলায়নকারী। তিনি বললেন, বরং তোমরা তো প্রতিআক্রমণকারী, আর আমি তোমাদের পশ্চাৎ দলে রয়েছি। -(তিরমিযী)

আর আবু দাউদের বর্ণনায়ও অনুরূপ। তিনি বললেন, না, তোমরা পলায়নকারী নও, বরং তোমরা হলে পুনঃ আক্রমণকারী। বর্ণনাকারী বলেন, আমিই মুসলমানদের পশ্চাতের দল। **ফাটহা-১১৬**

### যুদ্ধের বৃদ্ধ শিশু মহিলা হত্যা করা নিষেধ

হাদীস : ৩৬৬৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর নামে। আল্লাহর সাহায্যে তাঁর রাসূলের দ্বীনের উপর তোমরা রওয়ানা হও। অতি বৃদ্ধ, ছোট শিশু এবং কোন মহিলাকে হত্যা করো না। গণীমতের মালে খেয়ানত করো না এবং সমস্ত যুদ্ধলব্ধ মাল-সম্পদকে একত্রে জমা করবে, পরস্পর মিলে মিশে থাকবে এবং সদ্যবহার করবে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা সদ্যবহারকারীদেরকে ভালোবাসেন। -(আবু দাউদ) **ফাটহা-১১৭**

### হযরত আলী (রা) অন্যকে হত্যা করলেন

হাদীস : ৩৬৬৬ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, বদরের যুদ্ধের দিন ওতবা ইবনে রবীআ সামনে অগ্রসর হল, তার পশ্চাদানুসরণ করল তার পুত্র ওয়ালীদ ও তার ভাই শায়বাহ। অতপর সে ঘোষণা করল, কে আমাদের মোকাবেলা করবে? এমন সময় আনসারদের কতক নওজোয়ান তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে এল। তখন ওতবা জিজ্ঞেস করল, তোমরা কে? যুবকেরা তাদের পরিচয় ব্যক্ত করল। ওতবা বলল, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার আমাদের প্রয়োজন নেই। আমরা তো আমাদের পিতৃব্য পুত্রদের চাই। এ কথা শুনে রাসূল(স) বললেন, হে হামযা! তুমি যাও, হে আলী! তুমিও যাও, হে উবায়দাহ ইবনে হারিস! তুমিও যাও। অতপর হযরত হামযা (রা) ওতবার দিকে অগ্রসর হলেন। আর আমি শায়বার দিকে অগ্রসর হলাম। আর ইবায়দাহ ও ওয়ালীদের মধ্যে উভয় পক্ষ হতে আক্রমণ চলল, ফলে তারা উভয়ে একে অন্যকে মারাত্মকভাবে আহত করল। আমরা সাথে সাথে ওয়ালীদের উপর আক্রমণ করে তাকেও হত্যা করলাম এবং উবায়দাকে উঠিয়ে নিয়ে এলাম। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### তায়ফবাসীদের বিরুদ্ধে রাসূল (স)-এর আক্রমণ

হাদীস : ৩৬৬৭ ॥ হযরত সওবান ইবনে ইয়াজিদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তায়ফবাসীদের উপর আক্রমণের জন্য মিনজানীকে স্থাপন করেন। -(তিরমিযী মুরসাল হিসেবে) **খ ফাটহা-১১৮**

### পঞ্চম অধ্যায়

#### যুদ্ধবন্দীদের প্রতি গুরুত্ব

##### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### কিছু লোক শিকলাবদ্ধভাবে বেহেশতে প্রবেশ করবে

হাদীস : ৩৬৬৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ঐ সমস্ত লোকদের অবস্থা দেখে বিস্মিত হবেন, যারা শৃংখলে আবদ্ধ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এক বর্ণনায় রয়েছে, যাদেরকে শৃংখলাবদ্ধ অবস্থায় বেহেশতের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। -(বোখারী)

### এক ব্যক্তি হত্যা করার নির্দেশ

হাদীস : ৩৬৬৯ ॥ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, একদা রাসূল (স) কোন এক সফরে ছিলেন। এমন সময় মুশরিকদের এক গুপ্তচর রাসূল (স)-এর কাছে এল এবং সাহাবীদের সাথে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে চলে গেল। পরক্ষণে রাসূল (স) বললেন, লোকটিকে খোঁজ কর এবং তাকে কতল করে দাও। রাবী বলেন, আমিই তাকে হত্যা করলাম। অতপর রাসূল (স) তার পরিত্যক্ত সামগ্রী আমাকে দান করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### যে হত্যা করবে তার গনীমত সেই পাবে

হাদীস : ৩৬৭০ ॥ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সঙ্গে হাওয়াযিন গোত্রের মোকাবেলায় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম। তখন একদিন আমরা রাসূল(স)-এর সাথে বসে দ্বিপ্রহরের খানা খাচ্ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ একজন লোক একটি লাল বর্ণের উটে সওয়ার হয়ে সেখানে এল এবং উটটিকে একস্থানে বসিয়ে দেখতে লাগল। আমাদের মধ্যে অনেকেই ছিল দুর্বল এবং আমাদের সওয়ারী ছিল কম, আবার কেউ কেউ ছিল পদাতিক। অতপর ঐ লোকটি এস্তপদে নিজ উটের কাছে এল এবং সওয়ার হয়ে দ্রুত বেগে উটটিকে হাঁকিয়ে দৌড়াতে লাগল। আমিও সাথে সাথে তার পেছনে ছুটলাম, অবশেষে আমি তার উটের লাগাম ধরে লোকটির শিরশ্ছেদ করে ফেললাম। তারপর আমি তার উট এবং উটের উপরে যেসব জিনিসপত্র ও অস্ত্রশস্ত্র ছিল সবকিছু নিয়ে এলাম। পরে রাসূল(স) এবং অন্যান্য লোকজন আমার দিকে এগিয়ে এলেন। রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, ঐ লোকটিকে কে হত্যা করেছে? লোকেরা বলল, ইবনে আকওয়া তখন রাসূল (স) বললেন, ঐ নিহত লোকটির কাছে হতে ছিনিয়ে নেয়া সমুদ্র মাল-আসবাব সেই পাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নেতাকে সম্মান করতে হয়

হাদীস : ৩৬৭১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী বলেন, যখন হযরত সাদ ইবনে মুআযের ফয়সালা মেনে নেয়ার শর্তে বনি কুরায়যা গোত্র দুর্গ-দ্বার খুলে বের হয়ে এল, তখন রাসূল (স) লোক প্রেরণ করলেন, অতপর তিনি একটি গাধার পৃষ্ঠে সওয়ার হয়ে এলেন। যখন তিনি কাছাকাছি এসে পৌঁছালেন, তখন রাসূল(স) বললেন, তোমাদের নেতার দিকে দাঁড়িয়ে যাও। অতপর সাদ এসে বসলেন। এরপর রাসূল(স) সাদকে লক্ষ্য করে বললেন, এরা তোমার ফয়সালা মেনে নেয়ার শর্তে দুর্গ খুলে বের হয়ে এসেছে। তখন হযরত সাদ বললেন, তাদের ব্যাপারে বিচার হল, যুদ্ধ করতে সক্ষমদেরকে কতল করা হোক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও মহিলাদেরকে বন্দী করা হোক। একথা শুনে রাসূল (স) বললেন, তাদের ব্যাপারে তুমি বাদশাহর ফয়সালার মোতাবেক বিচার করলে। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে, তুমি আব্বাহর হুকুমের মোতাবেকই রায় প্রদান করলে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স)-এর মহানুভবতায় কাফের মুসলমান হল

হাদীস : ৩৬৭২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (স) নাজদের দিকে কিছু অশ্বারোহী সৈন্য পাঠালেন। তারা বনী হানীফা গোত্রের এক ব্যক্তিকে ধরে আনল। তার নাম সুমামাহ ইবনে উসাল, ইয়ামামাবাসীদের সরদার। তারা তাকে মসজিদে নববীর একটি খামের সাথে বেঁধে রাখল। রাসূল (স) তার কাছে এলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ! তুমি কি মনে করছ? সে বলল, হে মুহম্মদ! আমার ধারণা ভালোই। যদি আপনি আমাকে কতল করেন, তাহলে অবশ্যই আপনি একজন খুনীকে কতল করবেন। আর যদি আপনি অনুগ্রহ করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করবেন। আর যদি আপনি মাল চান তাহলে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন, তা আদায় করা হবে। তার কথা শুনে রাসূল (স) তাকে ছেড়ে দিলেন। যখন পরের দিন এল, এবারও রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ! তোমার কি মনে হচ্ছে? সে জবাবে বলল, তাই মনে হচ্ছে যা আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি। যদি আমার প্রতি মেহেরবানী করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপর মেহেরবানী করলেন। আর যদি আপনি কতল করেন, তাহলে একজন খুনী লোককে কতল করবেন। আর যদি মাল-সম্পদ চান তাহলে যা ইচ্ছা চাইতে পারেন, তা দেয়া হবে। রাসূল (স) আজও তাকে ছেড়ে দিলেন। এভাবে তৃতীয় দিল এল এবারও রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ওহে সুমামাহ! তোমার কি মনে হচ্ছে? জওয়াবে সে বলল, আমার তাই মনে হচ্ছে যা আমি পূর্বেই আপনাকে বলেছি। যদি আপনি আমার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করেন, তাহলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির উপরই অনুকম্পা করলেন। আর যদি আপনি আমাকে হত্যা করেন, তাহলে একজন খুনীকে হত্যা করবেন। আর যদি আপনি মাল-সম্পদ চান, তাহলে যতটা ইচ্ছা চাইতে পারেন, দেয়া হবে।

এবার রাসূল (স) বললেন, তোমরা সুমামাহকে ছেড়ে দাও। অতপর সে মসজিদের কাছে একটি খেজুর বাগানে গেল এবং সেখানে গিয়ে গোসল করল। এরপর মসজিদে প্রবেশ করে বলে উঠল “আশহাদু আল্লাহা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া



আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু।” হে মুহাম্মদ, আল্লাহর কসম! পৃথিবীর বুকে আপনার চেহারা অপেক্ষা আর কারো চেহারা আমার কাছে অধিক ঘৃণিত ছিল না। কিন্তু এখন আপনার চেহারা আমার কাছে সবার চাইতে বেশি প্রিয় হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর কসম! আপনার দ্বীন অপেক্ষা অধিক ঘৃণিত দ্বীন আমার কাছে আর কোনটিই ছিল না। কিন্তু এখন আপনার দ্বীনই আমার কাছে সর্বপেক্ষা অধিক প্রিয় হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর কসম! এর আগে আপনার শহরের চাইতে অধিক ঘৃণিত শহর আর কোনটি আমার কাছে ছিল না। কিন্তু এখন আপনার শহরটিই আমার কাছে সবচাইতেও অধিক প্রিয় হয়ে গিয়েছে। আপনার অস্থারোহীরা আমাকে এমন অবস্থায় পাকড়াও করে এনেছে, যখন আমি ওমরা করার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি করতে হুকুম, দেন? রাসূল (স) তাকে সুসংবাদ শোনালেন এবং ওমরা পালন করার আদেশ করলেন। এরপর যখন তিনি মক্কায় পৌঁছালেন, তখন জনৈক ব্যক্তি তাকে বলল, তুমি নাকি বে-দ্বীন হয়ে গেছ? তিনি জবাবে বললেন, তা হবে কেন, বরং আমি রাসূল (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছি। আল্লাহর কসম! রাসূল (স)-এর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে ইয়ামামা হতে আর একটি গমের দানাও আসবে না।

-(মুসলিম, বোখারী এ হাদীসটিকে আরও সংক্ষিপ্তকারে বর্ণনা করেছেন)

### সুপারিশ করা জায়েয আছে

হাদীস : ৩৬৭৩ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বদর যুদ্ধের বন্দীদের সম্পর্কে বললেন, আজ যদি মুতয়িম ইবনে আদী জীবিত থাকতেন এবং এ সমস্ত পুতিগন্ধময় লোকদের সম্পর্কে আমার কাছে সুপারিশ করতেন, তাহলে তার খাতিরে এদের সবাইকে আমি ছেড়ে দিতাম। -(বোখারী)

### একদল কাফের বন্দী হল

হাদীস : ৩৬৭৪ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, একবার মক্কার আশিজন অন্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত ঘাতকের একদল লোক তানঈম পর্বতের আড়াল হতে রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবিদের উপর অতর্কিত আক্রমণ করে তাঁদেরকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে নীচে অবতরণ করে। কিন্তু রাসূল (স) তাদেরকে বিনা মোকাবেলায় শ্রেফতার করে ফেললেন। পরে তাদেরকে জীবিত ছেড়ে দিলেন। অন্য আরেক সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, তাদেরকে আযাদ করে দিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা নিম্নের আয়াতটি নাযিল করলেন। -অর্থঃ আল্লাহ সে মহান সত্তা, যিনি মক্কার অদূরে তাদের হাত তোমাদের উপর হতে এবং তোমাদের হাত তাদের উপর হতে বিরত রেখেছেন। -(মুসলিম)

### চব্বিশজন কোরাইশ নেতাকে কূপে নিক্ষেপ করা হল

হাদীস : ৩৬৭৫ ॥ হযরত কাতাদাহ (র) বলেন, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হযরত আবু তালহা হতে আমাদেরকে বর্ণনা করেন যে, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূল (স) চব্বিশজন কুরাইশ নেতার লাশ সম্পর্কে নির্দেশ দেন, অতপর বদর প্রান্তরে একটি নোংরা ও আবর্জনাপূর্ণ কূপে তাদের নিক্ষেপ করা হল। রাসূল (স)-এর নিয়ম ছিল, কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করলে তিনি সে যুদ্ধ ময়দানে তিন রাত অবস্থান করতেন। বদর প্রান্তরেও তৃতীয় দিনের যাত্রার জন্য প্রস্তুতির নির্দেশ দিলেন। সুতরাং সওয়ারিসমূহের জীন-গদী বাঁধা হল, অতপর তিনি কিছু দূরে চললেন। সাহাবিরাও তাঁর অনুসরণ করলেন। অবশেষে তিনি ঐ কূপের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং কূপে নিক্ষিপ্ত মরদেহের ও তাদের বাপ-দাদার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন, হে অমুকের পুত্র অমুক! হে অমুকের পুত্র অমুক! তোমরা কি এখন বুঝতে পেরেছ যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে এখন খুশী হতে পারতে? আল্লাহ আমাদের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিলেন আমরা তা পূরাপুরিই সঠিক পেয়েছি। তোমরা কি তোমাদের সাথে কৃত তোমাদের প্রভুর ওয়াদা সঠিক পেয়েছ? তখন হযরত ওরম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যে সমস্ত দেহে প্রাণ নেই আপনি তাদের সাথে কথা বলছেন? রাসূল (স) বললেন, সে মহান সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ, আমি যা বলছি, তা তোমরা তাদের চাইতে অধিক শুনতে পাও নি। অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত হয়েছে, তোমরা তাদের অপেক্ষা অধিক শুনতে পাও না, কিন্তু তারা জবাব দিতে পারে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

বোখারী অতিরিক্ত বলেছেন, কাতাদাহ বলেন, রাসূল (স)-এর এ কথাগুলো শোনার জন্য আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে জীবিত করে দিয়েছিলেন যেন তারা ধর্মিক, রাষ্ট্রনা, অপমান, অনুশোচনা ও লজ্জা অনুভব করতে পারে।

### মুক্তিপণ দিয়ে বন্দী ফেরত নেয়া যায়

হাদীস : ৩৬৭৬ ॥ হযরত মারওয়ান ইবনে হাকাম ও মিসওয়াল ইবনে মাখরাম (রা) হতে বর্ণিত, যখন হাওয়ায়িন গোত্রের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করার পর তাদের প্রতিনিধিদল রাসূল (স) এর কাছে এসে তাদের মাল-সম্পদ ও বন্দীদেরকে ফেরত দেবার জন্য আবেদন জানাল, তখন তিনি তাদেরকে বললেন, বন্দী অথবা সম্পদ এ দুটির যে কোন একটি তোমরা গ্রহণ করতে পার। তখন তারা বলল, আমরা আমাদের বন্দীদেরকে ফিরে পেতে চাই। অতপর রাসূল

(স) সাহাবিদের মধ্যে দাঁড়ালেন এবং যথাযোগ্যভাবে আল্লাহর প্রশংসা বর্ণনা করবার পর বললেন, তোমাদের এ সমস্ত ভাইয়েরা তওবা করে আমাদের কাছে আগমন করেছে। আর আমি তাদের বন্দীদেরকে ফেরত দেয়া সমীচীন মনে করছি, সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা খুশীর সাথে ফেরত দিতে প্রস্তুত, তারা যেন ফেরত দিয়ে দেয়। আর তোমাদের মধ্য হতে যারা নিজের অংশ সংরক্ষণ করতে চায়, তারা যেন এ ওয়াদার উপর ফেরত দিয়ে দেয় যে, এর পরে আল্লাহ আমাকে যে মাল ফলস্বরূপ সর্বপ্রথম দান করবেন, তা হতে আমি তোমাদেরকে দিয়ে দেব। এ কথা শুনে সকলে সম্মত হয়ে বলে উঠল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা সন্তুষ্টিচিহ্নে তাদেরকে মুক্তি দেয়া পছন্দ করলাম। তখন রাসূল, তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিল আর কে দিল না, তা যেহেতু আমি জানতে পারলাম না, সেহেতু তোমরা ফিরে যাও এ তোমাদের সরদারগণ যেন তোমাদের মতামত আমার কাছে পৌঁছে দেন। অতপর লোকেরা চলে গেল এবং নেতাগণ তাদের সাথে আলোচনা করে পুনরায় রাসূল (স)-এর কাছে ফিরে এসে জানালেন যে, তারা সন্তুষ্টিচিহ্নে রাজী হয়েছে এবং অনুমতি দান করেছে।

-(বোখারী)

### সঠিক সময়ে ইমান আনলে কামিয়াব হওয়া যায়

হাদীস : ৩৬৭৭ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) বলেন, বনী সাকীফ ছিল বনী উকাইলের মিত্র সম্প্রদায়। একবার বনী সাকীফ রাসূল(স)-এর সঙ্গীদের দু ব্যক্তিকে বন্দী করল। পরে রাসূল (স)-এর সঙ্গীরা বনী উকাইলের এক ব্যক্তিকে বন্দী করলেন এবং তাকে বেঁধে মদীনায় হাররা মাঠে ফেলে রাখলেন। রাসূল (স) তার কাছে দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে তাঁকে ডাক দিল, ইয়া মুহম্মদ! ইয়া মুহম্মদ! কোন অপরাধে আমাকে গ্রেফতার করা হয়েছে? রাসূল (স) বললেন, তোমাদের মিত্র কওম সাকীফ গোত্রের অপরাধে। অতপর রাসূল (স) তাকে ঐ অবস্থায় রেখে সামনে অগ্রসর হলেন। লোকটি আবারও ইয়া মুহম্মদ! ইয়া মুহম্মদ! ইয়া মুহম্মদ! বলে তাঁকে আহ্বান করল। তখন রাসূল (স) তার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ফিরে এসে বললেন, তোমার কি হয়েছে? লোকটি বলল, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি। তখন তিনি বললেন, যদি তুমি এ বাক্যটি তখন বলতে, যখন তুমি তোমার নিজের ব্যাপারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলে, তখন তুমি পূর্ণ সফলতা লাভ করতে। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (স) তাকে সে দুজন মুসলিম বন্দীর বিনিময়ে ছেড়ে দিলেন যাদেরকে বনু সাকীক কয়েদ করেছিল। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### হযরত যয়নব (রা)-এর স্বামীর মুক্তিপণ পাঠিয়েছিলেন

হাদীস : ৩৬৭৮ ॥ হযরত আয়েশ (রা) বলেন, যখন মক্কার কাফেরগণ তাদের বন্দীদের মুক্তির জন্য মুক্তিপণ রাসূল(স)-এর খেদমতে পাঠালেন, তখন রাসূল (স)-এর কন্যা হযরত যয়নব (রা) তাঁর স্বামী আবুল আসের মুক্তির জন্যও কিছু মাল পাঠালেন। তার মধ্যে ঐ হারখানাও ছিল যা হযরত খাদিজা (রা)-এর কাছে ছিল, পরে হযরত খাদিজা (রা) তা আবুল আসের সাথে যয়নবের বিবাহের সময় দিয়েছিলেন। রাসূল (স) হারখানা দেখে অত্যন্ত বিহবল হয়ে পড়লেন। অতপর রাসূল (স) সাহাবিদেরকে বললেন, যদি তোমরা সমীচীন মনে কর, তাহলে যয়নবের কয়েদি আবুল আসকে ছেড়ে দাও এবং যয়নব যে সমস্ত মাল-সম্পদ পাঠিয়েছে, তা তাকে ফেরত দিয়ে দাও। সাহাবিরা বললেন, ইয়া অবশ্য। রাসূল (স) তার কাছে হতে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, সে যেন যয়নবকে মদীনায় তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেয়। আর রাসূল (স) যায়দ ইবনে হারিসা ও একজন আনসারীকে মক্কার পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁদের উভয়কে বলে দিলেন, তোমরা মক্কার অনতিদূরে ইয়াজ্জি উপত্যকা নামক স্থানে অবস্থান করবে। যয়নব সে পর্যন্ত এসে পৌঁছলে তোমারা উভয়েই তাঁর সঙ্গী হবে এবং তাকে মদীনায় নিয়ে আসবে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

#### আবু আযযাতুল জুমাহীকে মুক্তিপণ চাড়া মুক্তি দেয়া হল

হাদীস : ৩৬৭৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বদে'র যুদ্ধে যখন কুরাইশদেরকে বন্দী করলেন, তখন ওকবা ইবনে আবু মুআয়ত ও নযর ইবনে হারিসাকে কতল করলেন। আর আবু আযযাতুল জুমাহীকে মুক্তিপণ চাড়া এমনিই ছেড়ে দিলেন। -(শরহে সুন্নাহ)

#### ইবনে আবু মুয়াতকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত

হাদীস : ৩৬৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন ওকবা ইবনে আবু মুআয়তকে কতল করার সংকল্প করলেন, তখন সে বলল, আমার ছোট ছোট সন্তানদের লালনপালন কে করবে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, আগুন। -(আবু দাউদ)

### বদরের যুদ্ধে বন্দীদের ব্যাপারে ফয়সালা

হাদীস : ৩৬৮১ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, বদরের যুদ্ধের পর রাসূল (স) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) এসে আমাকে বললেন, আপনি আপনার সঙ্গীদেরকে বদরের কয়েদীদের ব্যাপারে এ ইখতিয়ার দিয়ে দেন, তারা এ সমস্ত কয়েদীদেরকে হত্যা করতে চাইলে করতে পারবে, আর যদি ধন-সম্পদের বিনিময়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে চায় তাও করতে পারবে। কিন্তু আগামী বছর কাফেরদের সংখ্যা পরিমাণ তাদের মধ্যে কতল হবে। সাহাবিরা বললেন, মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া এবং নিজেদের মধ্যে তাদের পরিমাণ শহীদ হওয়াই আমরা গ্রহণ করলাম।

—(তিরমিযী, ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি গরীব।)

### প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার জন্য পরীক্ষা করা হত

হাদীস : ৩৬৮২ ॥ হযরত আতিয়াতুল কুরাযী (রা) বলেন, আমিও বনী কুরাইযার বন্দীদের মধ্যে ছিলাম। আমাদেরকে রাসূল (স)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়। তখন সাহাবায়ে কেলাম কয়েদী বলেগ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করতেন। সুতরাং যার উক্ত পশম গজাত তাকে হত্যা করতেন। আর যার তা গজায়নি তাকে কতল করত না। এ নিয়মের প্রেক্ষিতে তারা আমার সতর খুলে দেখল যে, আমার গুণ্ডাঙ্গের পশম গজায়নি। ফলে আমাকে কতল না করে কয়েদীদের অন্তর্ভুক্ত করলেন। — (আবুদ দাউদ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

### একদল ক্রীতদাস মক্কা হতে মদীনায় চলে এল

হাদীস : ৩৬৮৩ ॥ হযরত আলী (রা) বলেন, হোদাইবিয়ার সময় সন্ধি-চুক্তি সম্পাদন হওয়ার আগে কয়েকজন ক্রীতদাস মক্কা হতে মদীনায় রাসূল (স) খেদমতে চলে এল। পরে তাদের মালিকেরা রাসূল (স)-এর কাছে লিখে পাঠাল। তারা বলল, হে মুহম্মদ! আল্লাহর কসম! ঐ সমস্ত ক্রীতদাসগুলো তোমার স্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তোমার কাছে যায়নি; বরং তারা দাসত্বের শৃংখল হতে মুক্তি হাসিল করার উদ্দেশ্যে আমাদের কাছে হতে পলায়ন করেছে। কয়েকজন সাহাবিও বললেন, ইয়া রাসূল্লাহ! তাদের মালিকেরা সর্বত্রই বলেছে কাজেই তাদেরকে তাদের মালিকের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিন। এতে রাসূল (স) রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, হে কুরাইশদল! আমি দেখছি, তোমরা তোমাদের গৌয়ামি ও নাফরমানী হতে সে পর্যন্তও বিরত হবে না, যে পর্যন্ত না আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঘাড়ে এজন্য আঘাত হানার জন্য কাউকেও প্রেরণ না করেন। অতপর তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঐ সমস্ত গোলামদেরকে ফেরত পাঠাতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং ঘোষণা করে দিলেন, তারা হল আল্লাহ আযাদকৃত। — (আবু দাউদ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ ৪ বন্দীদের হত্যা করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৬৮৪ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেছেন, একবার রাসূল (স) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে বনী জাহীমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠালেন। খালিদ (রা) তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি এ কথাটি ঠিকমত বলতে পারল না, বরং তারা বলতে লাগল (আমরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করেছি, আমরা নিজ ধর্ম ত্যাগ করেছি) তাদের এ উক্তি পর খালিদ (রা) তাদেরকে কতল ও বন্দী করতে লাগলেন। আর বন্দীদেরকে আমাদের প্রত্যেকের হাতে সোপর্দ করতে থাকলেন। একদিন খালিদ (রা) আমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ বন্দীদেরকে কতল করার জন্য হুকুম দিলেন। তখন আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আমার নিজের বন্দীকে কতল করব না এবং আমার সাথীদের কেউ তার বন্দীকে কতল করবে না। অবশেষে আমরা রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং তাঁর কাছে আমরা এ ঘটনা বর্ণনা করলাম। তখন রাসূল (স) তাঁর হস্তদ্বয় উত্তোলন করলেন এবং বললেন, ইয়া আল্লাহ! খালিদ যা করেছে, তোমার কাছে তাঁর দায় হতে আমি মুক্ত। এ কথাটি তিনি দুবার বললেন। — (বোখারী)

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### নিরাপত্তা ও আশ্রয় দান

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### উম্মে হানী ছিলেন রাসূল (স)-এর ফুফী

হাদীস : ৩৬৮৫ ॥ হযরত আবু তালেবের কন্যা হযরত উম্মে হানী (রা) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর একদিন আমি রাসূল (স)-এর কাছে গমন করলাম। তখন দেখলাম তিনি গোসল করছেন। আর তার কন্যা ফাতেমা তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন একখানা কাপড় দিয়ে। আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এ মহিলা? উত্তরে বললাম, আমি আবু তালিবের কন্যা উম্মে হানী। তিনি বললেন, খোশ আমদেদ উম্মে হানী। তিনি গোসল সমাপনান্তে মাত্র একখানি কাপড় শরীরে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে আট রাকাআত নামায আদায় করলেন। তাঁর নামায পড়া শেষ হলে আমি বললাম,

ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার ভাই আলী এমন একজন লোককে হত্যা করতে সংকল্প করেছে যাকে আমি নিরাপত্তা দান করেছি। সে হল হোবাইরার অমুক লোক। তখন রাসূল (স) বললেন, হে উম্মে হানী! তুমি যাকে নিরাপত্তা দান করেছ, আমি তাকে নিরাপত্তা দান করলাম। উম্মে হানী বললেন, এ সময়টা ছিল চাশভের সময়।—(বোখারী আর তিরমিযীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে, উম্মে হানী বললেন, আমি আমার স্বামী পক্ষের দুজন আত্মীয়কে আশ্রয় দিয়েছি। রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়ই আমরাও তাকে আশ্রয় দিয়েছি যাকে তুমি আশ্রয় দিয়েছ।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**একজন মহিলা কাউকেও নিরাপত্তা দেয় তবে তা মানতে হবে**

হাদীস : ৩৬৮৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, একজন নারীও তার সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপত্তা নিতে পারে। অর্থাৎ সে যদি কোন কাফেরকে নিরাপত্তা দেয়, গোটা মুসলমান জাতির জন্য এটা মেনে নেয়া কর্তব্য।—(তিরমিযী)

### নিরাপত্তা দানকারীকে হত্যা করা যায় না

হাদীস : ৩৬৮৭ ॥ হযরত আমর ইবনে হামেক (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে কেউ কোন ব্যক্তিকে নিরাপত্তা দান করে পরে তাকে হত্যা করে, কিয়ামতের দিন উক্ত আশ্রয় প্রদানকারীকে বিশ্বাসঘাতকতার ঝগড়া দেয়া হবে।—(শরহে সুন্নাহ)

### চুক্তি ভঙ্গ করা ইসলামে জায়েয নেই

হাদীস : ৩৬৮৮ ॥ হযরত সুলায়ম ইবনে আমের (রা) বলেন, হযরত মুয়াবিয়া (রা) ও রোমীয়দের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। মুয়াবিয়া (রা) তাদের দেশের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। যাতে চুক্তির মেয়াদ শেষ হতেই যেন অতর্কিতে রোমীয়দের উপর আক্রমণ চালাতে পারেন। ঠিক সে সময়ে আরবী অথবা তুর্কী ঘোড়ার উপর সওয়ার হয়ে এক ব্যক্তি এ কথা বলতে বলতে এলেন, আল্লাহ আকবার! আল্লাহ আকবার! চুক্তি পালন করতে হবে, বিশ্বাসঘাতকতা করা যাবে না।” লোকেরা তাকিয়ে দেখল সে রাসূল (স)-এর সাহাবী আমর ইবনে আবাস। অতপর হযরত মুয়াবিয়া (রা) তাঁকে এ সমস্ত কথাগুলো বলার কারণ জিজ্ঞেস করলেন, উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তার উচিত সে যেন তা ভঙ্গ না করে এবং তাকে শক্তও না করে, যে পর্যন্ত না চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়। অথবা প্রতিপক্ষকে স্পষ্টভাবে চুক্তি ভঙ্গের সংবাদ জানিয়ে না দেয়। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে হযরত মুয়াবিয়া (রা) নিজের লোকদের নিয়ে ফেরত এলেন।

—(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

### দূতকে আটক করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৬৮৯ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) বলেন, একদিন কুরাইশরা আমাকে রাসূল (স)-এর খেদমতে পাঠিয়েছিল। আমি প্রথম দৃষ্টিতে তাঁকে দেখতেই ইসলামের সত্যতা ও মহত্ত্ব আমার অন্তরের মধ্যে গেঁথে গেল। সুতরাং আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমি আর তাদের কাছে কখনো ফিরে যাব না। তখন রাসূল (স) বললেন, আমি চুক্তি ভঙ্গ করতে চাই না এবং কোন দূতকেও আটক করি না। তবে তুমি এখন চলে যাও। তোমার অন্তরের মধ্যে বর্তমানে যা কিছু আছে, যদি তা অবিকল স্থির ও বহাল থাকে, তাহলে আবার ফিরে আসবে। আবু রাফে বলেন, আমি চলে গেলাম, পরে রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির হয়ে ইসলাম গ্রহণ করলাম।—(আবু দাউদ)

### দূতকে হত্যা করা নিষেধ

হাদীস : ৩৬৯০ ॥ হযরত নোআইম ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, একবার মুসাইলামার কাছে হতে দু ব্যক্তি দূত হিসেবে রাসূল (স)-এর কাছে এল। তখন রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, তোমরা জেনে রেখ, যদি দূতকে হত্যা করা নিষিদ্ধ না হত, তাহলে এখনই আমি তোমাদের উভয়কে হত্যা করতাম।—(আহমদ ও আবু দাউদ)

### জাহেলী যুগের কসম পূরণ করার আদেশ

হাদীস : ৩৬৯১ ॥ হযরত ইবনে শোআয়ব তার পিতার মাধ্যমে তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, যে একদিন রাসূল (স) তাঁর ভাষণে বলেছেন, তোমরা জাহেলী যুগের কৃত কসমসমূহ পূরণ করে ফেল। কেননা, ইসলাম কসমের গুরুত্বকে বর্ধিত করে। আর ইসলামের পর নূতনভাবে কোন কসম করবে না।—(তিরমিযী হুসাইন ইবনে যাকওয়ান সূত্রে বর্ণনা করেন এবং বলেন, হাদীসটি হাসান। আলী (রা) হতে বর্ণিত হাসীস, সমস্ত মুসলমানের খুন এক সমান কিতাবুল কেছাছে বর্ণিত হয়েছে।)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## দূতকে হত্যা জায়েয নয়

হাদীস : ৩৬৯২ ॥ হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন, ইবনে রাওয়াহা ও ইবনে ইসালা নামক দু' ব্যক্তি মুসাইলামার দূত হয়ে রাসূল (স)-এর কাছে আসল। তখন রাসূল (স) তাদের উভয়কে বললেন, তোমরা কি সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রাসূল! তারা বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুসাইলামা আল্লাহর রাসূল। অতপর রাসূল (স) বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম। যদি কোন দূতকে হত্যা করা আমার নিয়ম থাকত, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাদেরকে কতল করতাম।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, সে হতে এ রীতি প্রচলিত রয়েছে যে, দূতকে হত্যা করা যাবে না।

-(আহমদ)

## সপ্তম অধ্যায়

## গনীমতের মাল বিতরণ ও খেয়ানতের গুরুত্ব

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## ঘোড়া সওয়ারের গনীমত অংশ তিন ভাগ

হাদীস : ৩৬৯৩ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) ব্যক্তি ও তার ঘোড়ার জন্য গনীমতের মালে তিন অংশ নির্ধারণ করেছেন। ব্যক্তির জন্য এক অংশ এবং ঘোড়ার জন্য দুই অংশ। -(বোখারী ও মুসরিম)

## গনীমত মাল মুসলমানদের জন্য হালাল করা হয়েছে

হাদীস : ৩৬৯৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমাদের পূর্বে এ গনীমতের মাল কারও জন্য হালাল ছিল না। আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখে তা আমাদের জন্য হালাল করে দিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

## নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদ হত্যাকারী পাবে

হাদীস : ৩৬৯৫ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বলেন, হোনায়নের যুদ্ধে আমরা রাসূল (স)-এর সাথে বের হলাম। যখন আমরা শত্রুদের সাথে লড়াইয়ের লিগু হলাম, তখন মুসলমানদের মধ্যে পরাজয়ের ভাব দেখা দিল। এমন সময় আমি দেখলাম, এক মুশরিক একজন মুসলমানের উপর চড়ে বসেছে, অমনি আমি পিছন হতে তার গর্দানের রণে তলোয়ার দিয়ে আঘাত করলাম এবং তার লৌহবর্মটি কেটে ফেললাম। তখন সে আমার দিকে ফিরে আমাকে এমনভাবে জড়িয়ে ধরল যে, আমি যে ওর মৃত্যুর গন্ধ পেলাম। অতপর তার মৃত্যু হল এবং আমাকে ছেড়ে দিল। এরপর আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে মিলিত হলাম এবং বললাম, লোকদের কি হয়েছে? তিনি বললেন সব কিছু আল্লাহর হুকুম। অতপর সমস্ত মুসলমান পুনরায় ফিরে এলেন রাসূল (স) এক জায়গায় বসে ঘোষণা করলেন, আজ যে কেউ কোন কাফেরকে হত্যা করেছে যার জন্য তার কাছে প্রমাণ রয়েছে, তবে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত জিনিস সেই পাবে। আবু কাতাদাহ বলেন, আমি দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কি? এ কথা বলে আমি বসে পড়লাম। অতপর রাসূল (স) পুনরায় আগের ন্যায় ঘোষণা করলেন আর আমিও দাঁড়িয়ে বললাম, কেউ আমার পক্ষে সাক্ষ্য দেবে কি? এ কথা বলে আবার আমি বসে পরলাম। অতপর রাসূল (স) আবারও আগের ন্যায় অবিকল ঘোষণা করলেন। আর আমি আগের মতই একই কথা বললাম। এমন সময় এক ব্যক্তি বলে উঠল, আবু কাতাদাহ সত্য কথাই বলেছেন এবং সে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু আমার কাছেই আছে। আপনি আমার পক্ষ হতে তাকে সন্তুষ্ট করে দিন যে, সে মাল আমি ভোগ করি। এ কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা) বললেন, আল্লাহর কসম! তা কখনও হতে পারে না। আল্লাহর সিংহ সমূহের একটি সিংহ, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ হতে লড়াই করেছে, তার হাতে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত বস্তু নবী (স) তোমাকে দিতে পারেন না। তখন রাসূল (স) বললেন, আবু বকর ঠিকই বলেছে। মালগুলো আবু কাতাদাহকে দিয়ে দাও। তখন সে সমুদয় মাল আমাকে প্রদান করল। আবু কাতাদাহ বলেন, ঐ মাল বিক্রি করে আমি বনু সালেমার একটি বাগান খরিদ করলাম। অতএব, ইসলাম গ্রহণের পর এই আমার অর্জিত প্রথম সম্পদ। -(বোখারী ও মুসলিম)



### ক্রীতদাস ও নারী গণীমতের সামান্য পাবে

হাদীস : ৩৬৯৬ ॥ হযরত ইয়াযীদ ইবনে হরমূয (র) বলেন, একদিন নাজদাতুল হাররী হযরত ইবনে আব্বাসের কাছে পত্র লিখে জানতে চাইল যদি কোন ক্রীতদাস ও নারী জিহাদে অংশগ্রহণ করে, তারা গণীমতের মালের কোন অংশ পাবে কিনা? তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) ইয়াজিদকে বললেন, তাকে লিখে দাও যে, তাদের কোন অংশ নেই। অবশ্য ইমাম তাদেরকে সামান্য কিছু মাল প্রদান করতে পারেন।

অপর আর এক সূত্রে বর্ণিত-উত্তরে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাকে লিখে পাঠিয়েছেন যে, তুমি আমার কাছে লিখে জানতে চেয়েছ যে, রাসূল (স) কি যুদ্ধে নারীদেরকে সঙ্গে নিতেন এবং তাদেরকে কি গণীমতের মালের অংশ দিতেন? অবশ্য রাসূল (স) নারীদেরকে জিহাদের সঙ্গে নিতেন, তারা অসুস্থ ও আহত মুজাহিদদের পরিচর্যা ও সেবা শূশ্রূষা করত এবং তাদেরকে গণীমত হতে সামান্য কিছু দান করতেন। কিন্তু তাদেরকে নিয়মিত কোন অংশ দেয়া হত না।

-(মুসলিম)

### পদাতিক সৈন্য গণীমত দু অংশ পায়

হাদীস : ৩৬৯৭ ॥ হযরত সালামা ইবনে আকওয়া (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) স্বীয় গোলাম রাবাহকে স্বীয় উদ্বীসহ পাঠালেন। আমিও তার সঙ্গে ছিলাম। ভোর হতে না হতেই হঠাৎ আবদুর রহমান ফযারী রাসূল (স)-এর উটগুলো লুট করে নিয়ে গেল। তখন আমি একটি উচ্চ টিলার উপরে উঠে মদীনাকে সামনে রেখে খুব জোরে ইয়া সাবাহ। বলে তিনবার ডাক দিলাম। অতপর ছিনতাইকারী শত্রুদলের প্রতি তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদের পশ্চাতে ধাওয়া করলাম। আর এ হৃদয়টি আবৃত্তি করতে থাকলাম। অর্থ আমি হলাম আকওয়ার স্বনামধন্য পুত্র, আজ মাতৃদন্ধ স্রণের দিন। অবশেষে আমি তাদের প্রতি অবিরাম তীর নিক্ষেপ করতে করতে এবং তাদেরকে ঘায়েল করতে করতে সামনে অগ্রসর হতে লাগলাম। শেষ নাগাদ রাসূল (স)-এর সমস্ত উট আমার পশ্চাতে রেখে পুনরায় তীর নিক্ষেপ করতে করতে তাদের পেছনে ছুটলাম। অবশেষে তারা শরীরের বোঝা হালকা করার নিমিত্ত ত্রিশখানার বেশি চাদর এবং ত্রিশটি বর্শা ফেলে গেল। আর এদিকে আমি প্রতিটি চাদর ও তীরের উপর পাখর চাপা দিয়ে এ চিহ্ন রেখে গেলাম যেন রাসূল (স) ও তাঁর সাথীরা এ কথা বুঝতে পারেন যে, এ সমস্ত জিনিসগুলো আমিই শত্রুদের কাছে হতে ছিনিয়ে নিয়েছি। অবশেষে আমি রাসূল (স)-এর সওয়ারীদেরকে দেখতে পেলাম। রাসূল (স)-এর ঘোড়সওয়ার আবু কাতাদাহ, আবদুর রহমান ফযারী-কে নাগালে পেয়ে সাথে সাথে তাকে কতল করলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, আবু কাতাদাহ হল আজ আমাদের ঘোড়সওয়ারদের মধ্যে উত্তম এবং পদাতিকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম হল সালামা ইবনুল আকওয়া। সালামা বলেন, অতপর রাসূল (স) আমাকে দু অংশ দিলেন। এক অংশ সওয়ারীর আর এক অংশ পদাতিকের। অর্থাৎ একত্রে উভয় অংশই আমাকে প্রদান করলেন। তারপর রাসূল (স) মদীনার দিকে প্রত্যাবর্তনকালে আমাকে তাঁর আযবা নামক সওয়ারীর উপরে তাঁর পেছনে বসিয়ে নিলেন। -(মুসলিম)

### বিশেষ সৈনিকদের অতিরিক্ত কিছু দেয়া হত

হাদীস : ৩৬৯৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) অভিযানে প্রেরিত কোন কোন সৈনিককে বিশেষভাবে সাধারণ সৈনিকদের অংশ অপেক্ষা নফলস্বরূপ কিছু প্রদান করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### গণীমত অতিরিক্ত দেয়া হত

হাদীস : ৩৬৯৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) গণীমতের পঞ্চমাংশ হতে আমার অংশ যা পেতাম তা ছাড়া নফলস্বরূপ কিছু মালও আমাদেরকে দান করেন এবং সে নফল হতে আমার ভাগে শরিফ পড়েছিল। শরিফ বলা হয় বয়স্ক বড় উটকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### পালিয়ে যাওয়া ক্রীতদাস ফেরত পাওয়া

হাদীস : ৩৭০০ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, একবার তাঁর একটি ঘোড়া কোথাও চলে গেলে শত্রুরা তাকে ধরে নিয়ে গেল। পরবর্তীতে এক সময়ে মুসলমানগণ তাদের বিরুদ্ধে বিজয় অর্জন করলে উক্ত ঘোড়াটি তাকে ফেরত দেয়া হয়। এ ঘটনাটি রাসূল (স)-এর যুগের। অন্য আরেক সূত্রে বর্ণিত আছে, তার একটি ক্রীতদাস পালিয়ে রোম দেশে চলে যায়। পরবর্তী সময়ে মুসলমানরা তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী হলে রাসূল (স)-এর যমানার পরে হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) ঘোড়াটিকে ইবনে ওমর (রা)-কে ফিরিয়ে দেন। -(বোখারী)



### বনী হাশেম ও মুত্তালিব একই বংশের

হাদীস : ৩৭০১ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রা) বলেন, একদিন আমি ও ওসমান ইবনে আফফান (রা) রাসূল (স)-এর কাছে গিয়ে বললাম, আপনি খায়বারের পঞ্চমাংশ হতে বনী মুত্তালিবকে মাল দিলেন আর আমাদেরকে বঞ্চিত করলেন। অথচ আমরা ও তারা আপনার কাছে একই পর্যায়ে। রাসূল (স) বললেন, অবশ্যই বনী হাশেম ও বনী মুত্তালিব অভিন্ন। বর্ণনাকারী জুবায়র বলেন, রাসূল (স) বনী আবদে শামশ ও বনী নওফলকে তা হতে কিছুই দেননি। -(বোখারী)

### বিনা যুদ্ধে বিজিত এলাকায় অংশ থাকে

হাদীস : ৩৭০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে জনপদে তোমরা প্রবেশ কর এবং বিনা যুদ্ধে তাতে আধিপত্য লাভ করে, সে স্থানের সম্পদের মধ্যে তোমাদের অংশ রয়েছে। আর যে জনপদের অধিবাসীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করে সেখানের সম্পদে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এক পঞ্চমাংশ রয়েছে, অবশিষ্ট যা থাকে তা তোমাদেরই। -(মুসলিম)

### গনীমতের মাল খেয়ানত করলে কঠিন আযাব

হাদীস : ৩৭০৩ ॥ হযরত খাওলাভুল আনসারীয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, যে সকল লোক আল্লাহর সম্পদ অধিকার তসরূপ করে, এ শ্রেণীর লোকদের জন্য কিয়ামতের দিন দোষখের আগুন নির্ধারিত রয়েছে। -(বোখারী)

### গনীমতের মাল খেয়ানত করা জঘন্যতম অপরাধ

হাদীস : ৩৭০৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে গনীমতের মালে খেয়ানত করা যে জঘন্যতম অপরাধ এবং তার পরিণাম যে অত্যন্ত ভয়াবহ, এ সম্পর্কে আলোচনা করার পর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বললেন, কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের কাউকে যেন এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে তার কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত উট বহন করে আসবে, আর সে আমাকে লক্ষ্য করে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না, আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান আগেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত ঘোড়া বহন করে আসবে, আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমাদের জন্য কিছুই করতে পারব না, আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে নিজের কাঁধের উপর একটি চীৎকাররত বকরী বহন করে আসছে, আর আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে মদদ করুন। আর আমি বলব, আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না, আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে নিজের কাঁধের উপর চীৎকাররত একটি মানুষকে বহন করে আসছে আর আমাকে বলবে, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না, আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এ অবস্থায় দেখতে না পাই, সে নিজের কাঁধের উপর কাপড় ইত্রাদির এক খণ্ড বহন করে আসছে। আর তা ভীষণভাবে তার ঘাড়ের উপর দুলছে। তখন সে আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না, আমি তো আল্লাহর বিধান তোমাকে পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। কিয়ামতের দিন আমি যেন তোমাদের কাউকে এমন অবস্থায় দেখতে না পাই যে, সে নিজের ঘাড়ের উপর অচেতন সম্পদ বহন করে আসছে। আর আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। আর আমি বলব, আজ আমি তোমার কোন সাহায্যই করতে পারব না, আমি তো তোমাকে আল্লাহর বিধান পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছি। -(বোখারী ও মুসলিম তবে উল্লেখিত শব্দগুলো মুসলিমের, আর এটাই বিস্তৃত ও পরিপূর্ণ হাদীস)

### গনীমতের জুতার একটি ফিতার জন্য আযাব হবে

হাদীস : ৩৭০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, এক ব্যক্তি মেদআম নামক একটি গোলাম রাসূল (স)-কে হাদিয়া দিল। এক সময় মেদআম সওয়ারির উপর হতে রাসূল (স)-এর হাওদা নীচে নামাচ্ছিল। এমন সময় হঠাৎ কোথাও হতে একটি তীর এসে তার গায়ে বিধল এবং তাকে হত্যা করল। এটা দেখে লোকেরা বলে উঠল, তার জন্য বেহেশত মুবারক হোক। তখন রাসূল (স) বললেন, কখনও না, সে মহান সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। খায়বার যুদ্ধের গনীমত হতে বস্ত্র শ্রুতিরেকে যে চাদরখানা সে হস্তগত করেছে, ওটা অবশ্যই আগুন হয়ে তাকে দগ্ধ করবে। লোকজন

রাসূল (স)-এর কথা শুনে এক ব্যক্তি জুতার একটি কিংবা দুটি ফিতা এনে রাসূল (স)-এর খেদমতে হাজির করল। তখন রাসূল (স) বললেন, এ একটি ফিতা আগুনের অথবা এ দুটি ফিতা আগুনের। -(বোখারী ও মুসলিম)

### গনীমতের মাল চুরি করে জাহান্নামী হল

হাদীস : ৩৭০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, কারাকারাহ নামক এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর আসবাবপত্র রক্ষণাধক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে মারা গেলে রাসূল (স) বললেন, সে জাহান্নামী। লোকেরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারল যে, সে গনীমতের মাল হতে একটি জুবা খেয়ানত করেছিল। -(বোখারী)

### মধু ও আগুর বায়তুল মালে জমা হত না

হাদীস : ৩৭০৭ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) বলেন, যুদ্ধকালীন সময়ে আমরা মধু ও আগুর পেতাম, কিন্তু তা জমা না দিয়ে খেয়ে ফেলতাম। -(বোখারী)

### গনীমতের মাল গোপন ভালো নয়

হাদীস : ৩৭০৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) বলেন, খায়বারের দিন আমি একটি চর্বিভর্তি থলে পেয়ে তা ওঠালাম। আর বললাম, আমি আজ কাউকেও এটা হতে কিছুই দেব না। পরক্ষণে তাকিয়ে দেখলাম রাসূল (স) আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু হাসছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### সমস্ত উম্মতের উপর বর্তমান উম্মতের মর্যাদা

হাদীস : ৩৭০৯ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, হযরত রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে সমস্ত নবীদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, অথবা বলেছেন, উম্মতের উপর আমার উম্মতকে মর্যাদা দান করেছেন এবং আমাদের জন্য গনীমতের মাল হালাল করেছেন। -(তিরমিযী)

#### নিহত ব্যক্তির মাল হত্যাকারী পাবে

হাদীস : ৩৭১০ ॥ হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূল (স) আজ অর্থাৎ, হোনায়েনের লড়াইয়ের দিন ঘোষণা করেছেন, যে কেউ কোন কাফেরকে হত্যা করবে, সে নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সমস্ত মাল পাবে। হযরত আবু তালহা (রা) সে দিন একাই বিশজন কাফেরকে হত্যা করেছেন এবং তাদের সকলের মাল-সম্পদ লাভ করেছেন। -(দারেমী)

#### নিহত ব্যক্তির মাল পাবে হত্যাকারী

হাদীস : ৩৭১১ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক আশজারী ও খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) হতে বর্ণিত যে, রাসূল (স) নিহত ব্যক্তির পরিত্যক্ত মাল-সামান হত্যাকারী পাবে বলে নির্দেশ দিয়েছেন এবং ঐ মাল হতে এক পঞ্চমাংশ বের করেন নি। -(আবু দাউদ)

#### হিসাবের চেয়ে বেশি দেয়া জায়েয আছে

হাদীস : ৩৭১২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স) বদরের যুদ্ধের দিন আমাকে আবু জাহলের তলোয়ারখানা নফল হিসেবে প্রদান করেছেন। ইবনে মাসউদ তাকে হত্যা করেছিলেন। -(আবু দাউদ)

#### ঝাড় ফুঁক জায়েয আছে

হাদীস : ৩৭১৩ ॥ হযরত লাহমের আয়াদকৃত গোলাম ওমায়র (রা) বলেন, আমি আমার মনিবের সাথে খায়বারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমার মালিক রাসূল (স)-এর সাথে আমার সম্পর্কে কথাবার্তা বলে অনুমতি নিয়েছিলেন এবং আমি যে তাদের গোলাম এটাও অবহিত করেছেন। অতপর আমাকে নির্দেশ দিলেন এবং আমি আমার গলান্ন তলোয়ার খুলিয়ে নিলাম। আমি তরবারি হেঁচড়িয়ে চলতাম। তিনি আমাকে সামান্য কিছু মাল দেয়ার জন্য হুকুম করলেন। আমি ঝাড় ফুঁকের কিছু মন্ত্র জানতাম এবং তা দিয়ে পাগল, মাতাল ইত্যাদিকে ঝাড়-ফুঁক করতাম। সুতরাং, আমি যে মন্তরগুলো রাসূল (স)-কে পড়ে শোনালাম। তখন তিনি আমাকে তা হতে কিছু অংশ বাদ দেয়ার এবং কিছু অংশ রেখে দিতে আদেশ করলেন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

#### অশ্বারোহী দু ভাগ গনীমতের মাল পেল

হাদীস : ৩৭১৪ ॥ হযরত মুজান্না ইবনে জারিয়াহ (রা) বলেন, হোদাইবিয়ার সন্ধির সময় যারা উপস্থিত ছিলেন, খায়বারের সম্পদ তাদের মধ্যেই বন্টন করা হয়েছে। রাসূল (স) তাকে আঠার ভাগে বিভক্ত করেন। সৈনিকের সংখ্যা ছিল পনের শত। তার মধ্যে অশ্বারোহী ছিলেন তিনশত। সুতরাং অশ্বারোহীদেরকে দিয়েছেন দু ভাগ এবং পদাতিকদেরকে দিয়েছেন এক ভাগ। - দাউদ, ইমাম আবু দাউদ বলেন, ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি অধিক সহীহ আর

অধিকাংশ ইমামদের আমলেও তদুনাযায়ী। মুজান্নর বর্ণিত হাদীসটির মধ্যে ভুল আছে। কেননা, তিনি বলেছেন, অশ্বরোহী সৈন্য ছিলেন তিনশত। অথচ তারা ছিলেন মাত্র দু'শত।)

### যুদ্ধ হতে ফেরার পথের যুদ্ধে গনীমতে এক তৃতীয়াংশ

হাদীস : ৩৭১৫ ॥ হযরত হাবীব ইবনে মাসলামা ফেহরী (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর সাথে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। যে দল যাওয়ার পথে যুদ্ধ করে, তিনি তাদেরকে এক চতুর্থাংশ এবং যে দল ফেলার পথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাদেরকে এক তৃতীয়াংশ নফলস্বরূপ প্রদান করেছেন। -(আবু দাউদ)

### গনীমত হতে এক পঞ্চমাংশ বের করতে হয়

হাদীস : ৩৭১৬ ॥ হযরত হাবীব দমাসলামা (রা) বর্ণিত, রাসূল (স) গনীমতের পঞ্চমাংশ বের করার পর এক চতুর্থাংশ এবং প্রত্যাবর্তন করার সময় পঞ্চমাংশ বের করার পর এক তৃতীয়াংশ অতিরিক্ত প্রদান করতেন। -(আবু দাউদ)

### পঞ্চমাংশের পর অতিরিক্ত নিহত হবে

হাদীস : ৩৭১৭ ॥ হযরত আবু জুয়াইরিয়া আলজারমী (রা) বলেন, হযরত মুয়াবিয়ার শাসন আমলে আমি রোমীয়দের ভূখণ্ডে স্বর্ণমুদ্রাভর্তি একটি লাল বর্ণের কলসী পেলাম। এ সময় আমাদের দলপতি ছিলেন রাসূল (স)-এর একজন সাহাবী, বনী সুলায়ম গোত্রের মাআন ইবনে ইয়াজিদ। সুতরাং আমি উক্ত মুদ্রা পাত্রটি তাঁর খেদমতে নিয়ে আসলাম। তখন তিনি তা সমস্ত মুসলমানের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন এবং তাদের এক ব্যক্তিকে যে পরিমাণ দিয়েছেন আমাকেও তা হতে সে পরিমাণই প্রদান করেছেন। অতপর বললেন, যদি আমি রাসূল (স)-এর কথা বলতে না শুনতাম পঞ্চমাংশ নেয়ার পর নফল প্রদান করতে হয়, তাহলে আমি তোমাকে দিতাম না। -(আবু দাউদ)

### গনীমতের মাল হতে অনেকে বঞ্চিত

হাদীস : ৩৭১৮ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেন, আমরা হাবশা হতে তখন আগমন করলাম, যখন রাসূল (স) খায়বার জয় করেছেন। তিনি খায়বারের গনীমত হতে আমাদেরকে অংশ দিয়েছেন। অথবা বলেছেন, উক্ত গনীমত হতে আমাদেরকেও প্রদান করেছেন। অথচ তিনি কাউকেও সে গনীমত হতে কিছু দেননি যে খায়বার বিজয়ের সময় অনুপস্থিত ছিল, কেবলমাত্র যুদ্ধের সময় যে তাঁর সাথে শরীক ছিল তাকেই দিয়েছেন। তবে অনুপস্থিতদের মধ্যে যারা আমাদের নৌকায় ছিলেন। অর্থাৎ, হযরত জাফর ও তাঁর সঙ্গীদেরকে সে মুজাহিদদের সাথে গনীমতের অংশ দান করেন। -(আবু দাউদ)

### গনীমতের খেয়ানতকারীর জানাযা পড়তেন না

হাদীস : ৩৭১৯ ॥ হযরত ইয়াজিদ ইবনে খালিদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) সাহাবিদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি খায়বারের লড়াইয়ের দিন মৃত্যুবরণ করল। রাসূল (স)-এর কাছে এ সংবাদটি জানানো হলে তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও। এতে লোকদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের এ সাথী আল্লাহর পথে খেয়ানত করেছে। অতপর আমরা তার আসবাবপত্র তালিশ করলাম, তখন তাতে ইহুদীদের এক খণ্ড হার পেলাম, যার মূল্য দুই দিরহামের বেশি হবে না। -(মালিক, আবু দাউদ ও নাসাঈ) ১২০-৮১৬

### রাসূল (স) গনীমত প্রাপ্ত হলে সকলকে জানিয়ে দিতেন

হাদীস : ৩৭২০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) বলেন, রাসূল (স) যখনই গনীমতের মাল লাভ করতেন, তখন হযরত বেলাল (রা)-কে আদেশ করতেন। তিনি জনগণের মধ্যে ঘোষণা করতেন, তখন লোকেরা তাদের স্ব-স্ব গনীমত নিয়ে আসত। অতপর সমস্ত মাল হতে বায়তুল মালের এক পঞ্চমাংশ বের করতেন এবং অবশিষ্টগুলো লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দিতেন। একদিন এক ব্যক্তি এর খুমুস বের করা এবং সমস্ত মাল বিতরণ করে দেয়ার পর একখানা পশমের লাগাম নিয়ে এল এবং বলল ইয়া রাসূলান্নাহ! এটা গনীমতের মাল, যা আমি পেয়েছিলাম। তার কথা শুনে রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, বেলাল যে তিন তিনবার ঘোষণা করেছিল, তুমি কি তা শুনেছ? সে বলল, হ্যাঁ, শুনেছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সে সময় তা আনতে তোমাকে কে বাধা দিয়েছিল? তখন সে বিভিন্ন ওয়র পেশ করল। রাসূল (স) বললেন, যাও তুমি কিয়ামতের দিন এ রশি নিয়ে উপস্থিত হবে। আমি তোমার কাছে হতে তা গ্রহণ করব না।

-(আবু দাউদ)

### হযরত ওমর (রা) খেয়ানতকারীর সমস্ত মাল জ্বালিয়ে দেন

হাদীস : ৩৭২১ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআযব (রা) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল (স) হযরত আবু বকর ও হযরত ওমর (রা) খেয়ানতকারীর সমস্ত মাল-সম্পদ জ্বালিয়ে দেন এবং তাকে প্রহার করেন। -(আবু দাউদ) ১২১-৮১৭

### খেন্নানতকারীকে গোপন করা গোনাহের কাজ

হাদীস : ৩৭২২ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদর (রা) বলেন, রাসূল (স) বলতেন, যে ব্যক্তি খেন্নানতকারীর খেন্নানতের ব্যাপারে গোপন করে, সেও তার মতই। - (আবুদ দাউদ) **১১৫০-৮১৮**

### বষ্টনের পূর্বে গনীমতের মাল ক্রয় করা যাবে না

হাদীস : ৩৭২৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বষ্টনের পূর্বে গনীমতের মাল ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। - (তিরমিযী) **১১৫০-৮১৯**

### গনীমত বষ্টনের পূর্বে বিক্রয় নিষেধ

হাদীস : ৩৭২৪ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) গনীমতের মাল বষ্টনের পূর্বে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। - (দারেমী)

### গনীমত তছরুপ করলে জাহান্নামে যাবে

হাদীস : ৩৭২৫ ॥ হযরত খাওলাহ বিনতে কয়েস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই এ পার্থিব সম্পদ শ্যামল ও সুমিষ্ট তবে যে ব্যক্তি এটা ন্যায়ভাবে প্রাপ্ত হয় তাতে তার বরকত হয়। আবার বহু লোক এমনও আছে, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সম্পদে যথেষ্ট তছরুপ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন দোযখের আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। - (তিরমিযী)

### রাসূল (স) বদর যুদ্ধে একখানা তরবারী অতিরিক্ত নিলেন

হাদীস : ৩৭২৬ ॥ হযরত রোয়াইফা ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের জানোয়ারের উপর আরোহণ না করে, এমন কি একেবারে দুর্বল ও অচল করার পর তা ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের মাল হতে কোন পোশাক পরিধান না করে, এমন কি একেবারে পুরাতন করে তা গনীমতে ফেরত দেয়। - (আবু দাউদ)

### গনীমতের জানোয়ারের পিঠে আরোহণ করা যাবে না।

হাদীস : ৩৭২৭ ॥ হযরত রোয়াইফা ইবনে সাবিত (রা) হতে বর্ণিত রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের জানোয়ারের উপর আরোহণ না করে, এমন কি একেবারে দুর্বল ও অচল করার পর তা ফেরত দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন মুসলমানদের গনীমতের মাল হতে কোন পোশাক পরিধান না করে, এমন কি একেবারে পুরাতন করে তা গনীমতে ফেরত দেয়। - (আবু দাউদ)

### খায়বারের যুদ্ধে প্রচুর গনীমতের মাল পাওয়া গিয়েছিল

হাদীস : ৩৭২৮ ॥ হযরত মুহম্মদ ইবনে আবুল মুজালিদ (র) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স)-এর যমানায় আপনারা কি খাদদ্রব্যের এক পঞ্চমাংশ বায়তুল মালে জমা করতেন? উত্তরে তাঁরা বললেন, খায়বার যুদ্ধে দিন আমরা খাদদ্রব্য পেয়েছিলাম। পরে কোন কোন ব্যক্তি আসত এবং নিজের প্রয়োজন পরিমাণ নিয়ে যেত। - (আবু দাউদ)

### এ যমানায় গনীমতের মালে খুমুস নেই

হাদীস : ৩৭২৯ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর যমানায় একটি সেনাদল গনীমতের মালে কিছু খাদদ্রব্য ও কিছু মধু লাভ করল। কিন্তু তাদের কাছে হতে খুমুস নেয়া হয়নি। - (আবুদ দাউদ)

### উটের গোশত বষ্টন হত না

হাদীস : ৩৭৩০ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে খালিদ এর গোলাম হযরত কাসেম রাসূল (স)-এর জনৈক সাহাবীর হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যুদ্ধের সময় আমরা উটের গোশত খেতাম কিন্তু সেটাকে বষ্টন করতাম না। এমন কি যখন আমরা নিজেদেরে তাঁবুতে ফিরে আসতাম, তখন দেখতাম আমাদের খাদ্যগুলো পরিপূর্ণ হয়ে আছে।

**১১৫০-৮২০**

-(আবু দাউদ)

### গনীমতের আত্মসাৎকারী কিয়ামতের দিন অপমানিত হবে

হাদীস : ৩৭৩১ ॥ হযরত উবাদাহ ইবনে ছামেত (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলতেন, গনীমতের সূতা এবং সূঁচ জমা দিয়ে দাও। সাবধান! গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা হতে বেঁচে থাক। কেননা, আত্মসাৎ কিয়ামতের দিন তার জন্য চরমভাবে অপমানের কারণ হবে। - (দারেমী)

### গনীমত যত ক্ষুদ্রই হোক জমা দিতে হবে

হাদীস : ৩৭৩২ ॥ হযরত আমর ইবনে মোআয়য তার পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূল (স) একটি উটের কাছে গেলেন, এবং তাকে কুঁজে পশম ধরে বললেন, হে লোকসকল! এ সমস্ত গনীমতের সম্পদ হতে আমি কিছুই মালিক নই। এমন কি এর পশমেরও মালিক নই। এবং তিনি তার আঙুলি উঠিয়ে বললেন, শুধু এক পঞ্চমাংশ আর সে পঞ্চমাংশও অবশেষে তোমাদের মধ্যে বিতরণ করা হবে। সুতরাং সূঁচ এবং সূতা থাকলেও জমা দিয়ে দাও। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি হাতের মধ্যে পশমের এক খণ্ড রশি নিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার সওয়ারীর উপরে বসবার গদির নীচের কয়ল বা বস্তাটি সিলাই করার জন্য এটা নিয়েছি। তখন রাসূল (স) বললেন, অবশ্য এর মধ্যে আমার ও বনী আবদুল মোত্তালিবের যে পরিমাণ অংশ রয়েছে, তা তোমার। এ কথা শুনে লোকটি বলে উঠল, এ এক গুচ্ছ পশমের অবস্থা যখন এ পর্যায়ে পৌঁছেছে, তবে আর আমার এর প্রয়োজন নেই। এ বলে সে তা ছুড়ে ফেলল। -(আবু দাউদ)

### রাসূল (স)-এর গনীমতের মাল ছিল এক পঞ্চমাংশ

হাদীস : ৩৭৩৩ ॥ হযরত আমর ইবনে আবাসাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (স) গনীমতের একটি উটকে সামনে রেখে আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। সালাম ফেরাবার পর উটটির পাজরের পশম ধরে বললেন, তোমাদের এ গনীমতের সম্পদ হতে এক পঞ্চমাংশ ছাড়া এ পশম পরিমাণও আমার জন্য হালাল নয়। আর সে পঞ্চমাংশও তোমাদের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হবে। -(আবু দাউদ)

### বনী হাশেম ও মুত্তালিব একই গোত্র

হাদীস : ৩৭৩৪ ॥ হযরত জুবায়র ইবনে মুতয়িম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল (স) তাঁর নিকটতম আত্মীয়ের অংশটি বনী হাশেম এবং বনী মুত্তালিবের মধ্যে বন্টন করলেন, তখন আমি ও ওসমান ইবনে আফফান তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বনী হাশেম আমাদের ভাই, আমরা তাদের সামাজিক মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করছি না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা আপনাকে তাদের মধ্যেই পয়দা করেছেন। তবে বলুন, আপনি আমাদের মোত্তালিবী ভাইদেরকে তো প্রদান করলেন, কিন্তু আমাদেরকে বাদ দিয়ে দিলেন, অথচ আমাদের আত্মীয়তা ও তাদের আত্মীয়তা এক পর্যায়ে। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, প্রকৃতপক্ষে বনী হাশেম ও বনী মোত্তালিব এরূপ এক ও অভিন্ন। এ বলে তিনি তাঁর হাতের আঙুলিগুলো একটির মধ্যে আরেকটি প্রবেশ করিয়ে দেখালেন। -(শাফেরী আবু দাউদ ও নাসাঈর বর্ণনা প্রায় অনুরূপই।)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### এক সাহাবী আবু জাহেলকে চিনিয়ে দিল

হাদীস : ৩৭৩৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বদর যুদ্ধের দিন সারিতে ব্যুহে দাঁড়িয়ে আমার ডানে ও বামে তাকালাম। দেখলাম, আমি দুজন অল্প বয়স্ক তরুণ আনসারীর মাঝে দাঁড়িয়ে আছি। তখন আমি মনে মনে এ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করলাম, কতই না উত্তম হত যদি এ দুজন তরুণ অপেক্ষা বীর যোদ্ধার মাঝখানে দাঁড়াতাম। ইত্যবসরে তাদের একজন আমাকে টোক দিয়ে বলল, চাচাজান! আপনি কি আবু জাহেলকে চিনেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, চিনি। তবে হে বৎস! তাকে তোমার কি প্রয়োজন? সে বলল, সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, সে নাকি রাসূল (স)-কে গালি দেয়। যার হাতে আমার প্রাণ তার শপথ করে বলছি, যদি আমি তাকে দেখতে পাই, তাহলে আমাদের মধ্যে যার মৃত্যু আগে নির্ধারিত সে মৃত্যুবরণ না করা পর্যন্ত তার ও আমার দেহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবে না। আবদুর রহমান বলেন, তার কথা শুনে আমি বিস্মিত হলাম, তিনি আরও বলেন, অপর তরুণটিও আমাকে টোকা দিয়ে একই ধরনের কথা বলল, আমাদের কথাবার্তা শেষ না হতেই দেখতে পেলাম, আবু জাহেল লোকদের মাঝে ঘোরাফেরা করছে। তখন আমি তরুণদ্বয়কে বললাম, তোমরা উভয়ে যার সম্পর্কে আমার কাছে জানতে চাচ্ছিলে ঐ সে ব্যক্তি। আবদুর রহমান বলেন, আমার কথা শোনামাত্রই তারা উভয়েই তরবারি হাতে দ্রুতবেগে গিয়ে তাকে আক্রমণ করল, এমন কি তাকে হত্যা করে ফেলল। অতপর তারা রাসূল (স)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে ঘটনাটি অবহিত করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কে তাকে হত্যা করেছে? তারা উভয়েই বলল, আমরাই তাকে হত্যা করেছি। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, তোমরা কি নিজ নিজ তরবারিখানা মুছে ফেলেছ? তারা বলল, না। অতপর রাসূল (স) তাদের উভয়ের তলোয়ার দুখানা দেখে বললেন, তোমরা উভয়েই তাকে হত্যা করেছ। এ বলে রাসূল (স) তার পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলো মুয়ায ইবনে আমর ইবনে জমুহ পাবে বলে রায় দিলেন। এ তরুণদ্বয় ছিল মুয়ায ইবনে আমর ইবনে জমুহ ও মুয়ায ইবনে আফরা। -(বোখারী ও মুসলিম)



### দুজন বাচ্চা ছেলে আবু জেহেলকে হত্যা করল

হাদীস : ৩৭৩৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন রাসূল (স) বললেন, কে আছে যে, আবু জাহেলের অবস্থা জেনে আসতে পারে? একথা শুনে হযরত ইবনে মাসউদ চলে গেলেন এবং গিয়ে দেখলেন, আফরার দু পুত্র তাকে এমনভাবে আঘাত করেছে যে, সে অচেতন অবস্থা পড়ে আছে। হযরত আনাস (রা) বলেন, অতপর হযরত ইবনে মাসউদ তার দাড়ি ধরে বললেন, এক ব্যক্তি তোমরা কতল করেছে, এর চেয়ে বেশি কৃতিত্ব আর কি? অন্য এক বর্ণনায় আছে, আবু জাহল বলল, যদি আমাকে চাষীরা ছাড়া অন্য কেউ হত্যা করত।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### যোগ্য ব্যক্তিকে আগে দান করতে হয়

হাদীস : ৩৭৩৭ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) একদল লোককে কিছু দান করলেন, আর আমি সেখানে উপবিষ্ট ছিলাম। কিন্তু রাসূল (স) তাদের একজনকে দিলেন না। অথচ আমার ধারণা মতে, সে লোকটিই ছিল সর্বাপেক্ষা উত্তম ও যোগ্য ব্যক্তি। সুতরাং আমি দাঁড়ালাম এবং বললাম, অমুক লোকটিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম! আমি তো তাকে মুমিন বলে জানি। জবাবে রাসূল (স) বললেন, বরং মুসলমান বল। এভাবে হযরত সাদ উক্ত কথাটিকে তিনবার পুনরাবৃত্তি করলেন, আর রাসূল (স) তাকে অনুরূপ উত্তর দিলেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, সে সাদ! আমি অবশ্য ব্যক্তিবিশেষকে দান করি, অথচ অন্য লোক সে আমার কাছে ঐ লোক অপেক্ষা অধিক প্রিয়। এ আশঙ্কায় এরূপ করি, যেন আল্লাহ তায়ালা তাকে উল্টো মুখে আগুনে ফেলে না দেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### যুদ্ধ ছাড়া গনীমতের মাল পাবে না

হাদীস : ৩৭৩৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বদর যুদ্ধের দিন দাঁড়িয়ে বললেন, ওসমান আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রয়োজনে গিয়েছে। সুতরাং আমি তার পক্ষ হতে বায়আত করছি। অতপর রাসূল (স) জন্যও গনীমতের একভাগ নির্ধারণ করলেন। অথচ তিনি ছাড়া যুদ্ধে শরীক হয়নি এমন কোন ব্যক্তিকে গনীমতের অংশ দেননি।

-(আবু দাউদ)

### দশটি বকরী একটি উটের সমান

হাদীস : ৩৭৩৯ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) গনীমত বণ্টনের সময় দশটি বকরীকে একটি উটের সমান সাব্যস্ত করতেন। -(নাসাঈ)

### সদ্য বিবাহিত ব্যক্তি যুদ্ধে যাবে না

হাদীস : ৩৭৪০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নবীগণের মধ্যে কোন এক নবী জিহাদে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন এবং নিজ জাতির লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যে সদ্য বিবাহ করেছে, কিন্তু এখনও বাসর রাত যাপন করেনি; বরং সে বাসর যাপনের প্রত্যাশী, সে যেন আমার সঙ্গে জিহাদে গমন না করে এবং সে ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ করেছে, কিন্তু এখনও ছাদ ওঠায়নি, আর যে ব্যক্তি গর্ভবতী বকরি কিংবা উট্রি ক্রয় করে বাচ্চা পাওয়ার অপেক্ষায় আছে, এমন ব্যক্তিও যেন আমার সঙ্গে না যায়। অতপর তিনি জিহাদে বের হলেন এবং যখন প্রতিদ্বন্দ্বী জনপদের নিকটবর্তী হলেন, তখন আসর নামাযের সময় হল অথবা আছরের সময় পেরিয়ে গেল। এ সময় তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি নির্দেশপ্রাপ্ত আর আমিও নির্দেশপ্রাপ্ত। আমাদের জন্য থেমে যাও। ফলে আল্লাহর পক্ষ হতে বিজয় লাভ হওয়া পর্যন্ত সেটা থেমে গেল। অতপর তিনি গনীমতের সম্পদ এক জায়গায় স্থাপন করলেন। আর সেগুলোকে গ্রাস করার জন্য আগুন এল বটে, কিন্তু তাকে গ্রাস করল না। তখন তিনি বললেন নিশ্চয়, তোমাদের মধ্যে খেয়ানত হয়েছে। অতএব, প্রতি গোত্রের একজন করে লোক আমার হাতে হাত রেখে বায়আত করতে হবে। ফলে বায়আত করবার সময় একলোকের হাতে তাঁর হাতের সাথে জড়িয়ে গেল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যেই খেয়ানতকারী আছে। অবশেষে তারা স্বর্ণের এটি মাথা গাভীর মাথার ন্যায় এনে স্থূপের মধ্যে রাখল। অমনি আগুন এসে গনীমতের সমস্ত মালগুলো গ্রাস করল। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমাদের পূর্বে কারও জন্য গনীমতের সম্পদ হালাল ছিল না। অতপর আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য গনীমতের সম্পদকে হালাল করে দিয়েছেন। বস্তুত তিনি আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতা দেখে আমাদের জন্য হালাল করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)



### মুমিন ছাড়া কেউ বেহেশতে প্রবেশ করবে না

হাদীস : ৩৭৪১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা) আমাকে বলেছেন, যে খায়বার যুদ্ধের দিন রাসূল (স)-এর কয়েকজন সাহাবী এসে বললেন, কস্মিনকালেও না। একখানা চাদর অথবা একটি জুব্বা গনীমতের মাল হতে খেয়ানতের দায়ে তাকে আমি দোষকের আওনে দণ্ড হতে দেখেছি। অতপর রাসূল (স) বললেন, হে ইবনুল খাত্তাব! যাও এবং লোকদেরকে তিন তিন বার ঘোষণা শুনিতে দাও যে, মুমিন ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। হযরত ওমর (রা) বলেন, আমি তখনই বের হলাম এবং তিন বার ঘোষণা করে দিলাম, সাবধান! ইমানদার ছাড়া কেউই বেহেশতে প্রবেশ করবে না। -(মুসলিম)

## অষ্টম অধ্যায়

### জিযিয়া কর সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### মজুসীরাও জিযিয়া কর আদায় করবে

হাদীস : ৩৭৪২ ॥ হযরত বাজালাহ (রা) বলেন, আমি আহনাফ ইবনে কায়েসের চাচা জায ইবনে মুআবিয়ার মুক্কা ছিলাম। তখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ওফাতের এক বছর পূর্বে আমাদের কাছে তার একখানা পত্র এল। মজুসীদের বিবাহ বন্ধনে কোন মাহরাম থাকলে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ করে দাও। হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ যখন সাক্ষ্য দিলেন, রাসূল (স) হাজার নামক জায়গায় মজুসীদের কাছে হতে জিযিয়া আদায় করেছেন তখন তিনিও গ্রহণ করতে লাগলেন। -(বোখারী)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### মুসলমানদের উপর ওশর নেই

হাদীস : ৩৭৪৩ ॥ হযরত হার্ব ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর নানা হতে এবং তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, ইহুদী ও নাসারাগণ দশমাংশ দিতে বাধ্য থাকবে, কিন্তু মুসলমানের উপর কোন ওশর নেই। -(আহমদ ও আবু দাউদ) **হুদুদ - ৭২২**

#### অনেক ক্ষেত্রে বলপূর্বক আদায় করা জায়েয

হাদীস : ৩৭৪৪ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কখনো কখনো এমন জনপদ অতিক্রম করি, যা আমাদের মেহমানদারী করে না, এমন কি আমাদের জন্য যে সহানুভূতি করা তাদের কর্তব্য তাও তারা পালন করে না। আর আমরাও জোরপূর্বক তাদের কাছে হতে কিছুই আদায় করি না। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যদি তারা অস্বীকার করে, তবে বলপূর্বকই তা আদায় করে নেবে। -(তিরমিযী)

#### প্রাপ্ত বয়স্কদের জিযিয়া কর নিতে হবে

হাদীস : ৩৭৪৫ ॥ হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন তাকে ইয়ামেন দেশের দিকে পাঠালেন, তখন প্রত্যেক বালেগ ব্যক্তি এতে এক দীনার অথবা তার সমপরিমাণ মূল্যের মুয়াফিরী কাপড়, যা ইয়ামেন দেশে তৈরি হয়, আদায় করার নির্দেশ দেন। -(আবু দাউদ)

#### মুসলামানদের হতে জিযিয়া নেয়া যায় না

হাদীস : ৩৭৪৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একই ভূ-খণ্ডে দু'কিষ্কার লোক বসবাস করা সঙ্গত নয় এবং কোন মুসলমান হতে জিযিয়া নেয়া হবে না। -(আহমদ, তিরমিযী ও আবু দাউদ)

#### সব জাতি জিযিয়া আদায় শর্তে মুক্তি পায়

হাদীস : ৩৭৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা)-কে দুমাতুল জান্নালের রাজা উকাইদিরের বিরুদ্ধে অভিযানে পাঠালেন এবং তাঁকে থেফতার করে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে এলেন। অতপর তিনি তার খুন মাফ করে দিলেন এবং জিযিয়া আদায়ের শর্তে তার সাথে চুক্তি করে নিলেন। -(আবু দাউদ)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## তিন দিন পর্যন্ত আতিথেয়তা করা যাবে

হাদীস : ৩৭৪৮ ৷ হযরত আসলাম হতে বর্ণিত, যে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) স্বর্ণ-মুদ্রা ব্যবহারকারী লোকদের উপর চার দীনার এবং রৌপ্য-মুদ্রা ব্যবহারকারীদের উপর চল্লিশ দিরহাম জিযিয়া নির্ধারণ করেছেন। এতদসঙ্গে তিন দিন পর্যন্ত মুসলমানদের আতিথেয়তা করাও তাদের উপর বাধ্যতামূলক করেছিলেন। - (মালিক)

## নবম অধ্যায়

## সন্ধি স্থাপন

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## হোদায়বিয়ার সন্ধির বর্ণনা

হাদীস : ৩৭৪৯ ৷ হযরত মিসওয়াল ইবনে মাখরামা ও মারওয়ান ইবনে হাকাম (রা) হতে বর্ণিত, তারা উভয়ে বলেন, রাসূল (স) হোদাইবিয়ার বছর এক হাজারেরও বেশি সঙ্গী সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং যুলহোরাইফা নামক স্থানে এসে কোরবানীর পশুর গলায় কিলাদাহ ঝুলালেন এবং এশআর করলেন, আর সেখান হতে ওমরার এরহাম বেঁধে রওয়ানা দিলেন। অবশেষে তাঁর উষ্ট্রী সে গিরিপথে বসে পড়ল, যে স্থান হতে লোকেরা মক্কায় যাতায়াত করে। এ সময় লোকেরা হাল-হাল বলতে লাগল। কাছওয়া জিদ করেছে, কাছওয়া জিদ করেছে। তখন রাসূল (স) বললেন, কাছওয়া জিদ করেনি। এবং এটা তার স্বভাবও নয়, বরং যিনি হাতিকে আটকিয়েছিলেন তিনিই তাকে আটকিয়েছেন। অতপর তিনি বললেন, সে সস্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ! তারা। আল্লাহর সম্মানিত বিষয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের লক্ষ্যে যে কোন শর্ত আরোপ করতে চাবে, আমি তাতে অবশ্যই মেনে নেব। তারপর তিনি উষ্ট্রীকে ধমক দিলে সে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। বরং এবার তিনি মক্কার সরাসরি পথ হতে সরে অন্য পথে অগ্রসর হতে লাগলেন। অবশেষে হোদায়বিয়া প্রান্তে একটি স্বল্প পানির কূপের কাছে অবতরণ করলেন। লোকেরা তা হতে অল্প অল্প করে পানি নিষ্কিল। অল্পক্ষণ পরেই তাও শেষ করে ফেলল। এবং রাসূল (স)-এর কাছে এসে পিপাসার অভিযোগ করল। এ কথা শুনে তিনি নিজের থলি হতে একটি তীর বের করে তাদেরকে আদেশ করলেন, এটা কূপটির মধ্যে ফেলে দাও। আল্লাহর কসম! তখনই পানি উপচিয়ে উঠতে থাকল তারা সেখান হতে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত। তারা এ অবস্থায় ছিলেন, এমন সময় বোদাইল ইবনে ওরাকা খোযায়ী খোযাআ গোত্রের কতিপয় লোকজনসহ সেখানে উপস্থিত হল। অতপর ওরওয়া ইবনে মাসউদ আসল। পূর্ণ হাদীস বর্ণনা করতে গিয়ে বর্ণনাকারী বলেন, পরিশেষে সোহাইল ইবনে আমর এসে উপস্থিত হল। অতপর রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-এক বললেন, লেখ, এটা আল্লাহর রাসূল মুহম্মদ (স)-এর পক্ষ হতে সম্পাদিত সন্ধিপত্র। এ কথা শুনে সোহাইল বলে উঠল, আল্লাহর কসম! যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে জানতাম, তাহলে কখনো আপনাকে বায়তুল্লাহ হতে বাধা দিতাম না এবং আপনার সাথে যুদ্ধও করতাম না, বরং আপনি এভাবে লিখুন আবদুল্লাহ পুত্র মুহম্মদের পক্ষ হতে। রাবী বলেন, তার কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই আমি আল্লাহর সত্য রসূল (স) যদিও তোমরা আমাকে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন কর। আচ্ছা! মুহম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখ। সন্ধি পত্র লেখা হচ্ছিল এমন সময় সোহাইল বলল, অন্যান্য শর্তাবলীর সাথে এটাও লেখা হোক যদি আমাদের কোন লোক আপনার কাছে আসে তাকে অবশ্যই মক্কায় আমাদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিতে হবে, যদিও সে আপনার ধর্মে বিশ্বাসী হয়। সন্ধিপত্র লিখা শেষ হলে রাসূল (স) সঙ্গীদেরকে বললেন, ওঠ, তোমরা নিজেদের পশু কোরবানী করে দাও। অতপর মাথা মুড়িয়ে ফেল। এরপর কতিপয় মহিলা ইসলাম গ্রহণ করতে এল। এ সময় আল্লাহ তায়ালা এ আয়াত নাযিল করলেন, অর্থ : “হে মুমিনগণ! কোন মুমিন মুসলমান নারী হিজরত করে তোমাদের কাছে আসলে তাদেরকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে নাও।” এ আয়াত দিয়ে সে সমস্ত মুসলমান রমণীদেরকে ফেরত পাঠাতে আল্লাহ তায়ালা নিষেধ করলেন এবং নির্দেশ দিলেন যে, তাদের মহর ফেরত দিয়ে দাও। অতপর রাসূল (স) মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন। এ সময় আবু বাহীর নামে কুরাইশ বংশীয় এক ব্যক্তি মুসলমান হয়ে রাসূল (স)-এর কাছে এল। আর কুরাইশরাও তার সন্ধানে দুজন লোক পাঠাল। রাসূল (স) তাকে সে ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করলেন। তারা আবু বাহিরকে সাথে নিয়ে রওয়ানা হল এবং ফুলহোলাইফা নামক স্থানে পৌঁছে তারা নিজেদের খেজুর খাওয়ার জন্য এক জায়গায় নামল। এ সময় আবু বাহির তাদের একজনকে বলল, হে অমুক! আল্লাহর কসম! তোমার তলোয়ারখানি দেখতে তো খুবই চমৎকার। আমাকে একটু দাও দেখি, আমি তাকে ভালোভাবে দেখে নিই। লোকটি তলোয়ারখানি আবু বাহিরের হাতে দিতেই সে তা দিয়ে তাকে এমনভাবে আঘাত করল যে, সে সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুবরণ করল। অপর লোকটি পালিয়ে শেষ পর্যন্ত মদীনায় এসে মসজিদে নববীতে প্রবেশ

করল। তাকে দেখে রাসূল (স) বললেন, মনে হয় লোকটি ভীত, সন্ত্রস্ত। সে রাসূল (স)-কে বলল, আল্লাহর কসম! আমার সঙ্গীকে হত্যা করা হয়েছে। সুযোগ পেলে আমাকেও হত্যা করা হবে। এ সময় আবু বাহীরও সেখানে এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে রাসূল (স) বললেন, আক্ষেপ অর মায়ের উপর সে তো আশুন জ্বালিয়ে দিতে চায়, যদি তার সাথে তার সাহায্যকারী কেউ থাকত। যখন সে এ কথা শুনল, তখন সে বুঝতে পারল যে, রাসূল (স) অচিরেই তাকে পুনরায় কাফেরদের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেবেন। তখন সে সেখান হতে বের হয়ে সরাসরি সাগরের উপকূলের দিকে চলে গেল। বর্ণনাকারী বলেন, ইতিমধ্যে সোজাইলের পুত্র আবু জাশাল বন্দীমুক্ত হয়ে আবু বাহীরের সাথে মিলিত হল। এভাবে মক্কার কুরাইশদের কাছে হতে কোন মুসলমান পালিয়ে আসতে সক্ষম হলে সেও সরাসরি গিয়ে আবু বাহীরের সাথে মিলিত হত। এভাবে সেখানে একটি দল সমবেত হয়ে গেল। আল্লাহর কসম! যখনই তারা শুনতে পেত যে, কুরাইশদের কোন তেজারতী কাফেলা সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়েছে, তখনই তারা সে কাফেলার উপর বাঁধা সৃষ্টি করত এবং তাদেরকে হত্যা করে তাদের মাল-সম্পদ ইত্যাদি ছিনিয়ে নিত। ফলে অতিষ্ঠ হয়ে কুরাইশরা রাসূল (স)-এর কাছে এ প্রস্তাব পাঠাল যে, তিনি যেন আত্মীয়তার সহানুভূতি ও আল্লাহর ওয়াস্তে আবু বাহীর ও তার সঙ্গীদেরকে লুটতরাজ হতে বিরত রাখেন এবং এখন হতে মক্কার কোন মুসলমান রাসূল (স)-এর কাছে আসলে তাকে আর ফেরত দিতে হবে না। অতপর রাসূল (স) আবু বাহীর ও তার সাথীদেরকে মদীনায়ে ডেকে পাঠালেন। -(বোখারী)

### হোদায়কিয়ার সন্ধির শর্ত ছিল তিনটি

হাদীস : ৩৭৫০ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) হোদাইবিয়ার দিন মুশরিকদের সাথে তিনটি শর্তের উপর চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এক, মক্কার কোন মুশরিক তার কাছে মদীনায়ে আসলে তাকে কুরাইশদের কাছে ফেরত দিতে হবে। আর মদীনা হতে কোন মুসলমান তাদের কাছে আসলে তাকে মুসলমানদের কাছে ফেরত দিতে হবে না। দুই, আগামী বছর মুসলমানরা মাত্র তিন দিনের জন্য মক্কায়ে আসতে পারবেন। তিন, মক্কায়ে প্রবেশকালে সমরাজ, তলোয়ার এবং তার ধনুক ইত্যাদি কোষবদ্ধ রাখতে হবে। সন্ধিপত্র সম্পাদিত হওয়ার পরক্ষণেই আবু জাশাল হাত পায়ে বেড়ি পরা অবস্থায় সেখানে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু সন্ধিপত্রের শর্ত মোতাবেক নবী (স) তাকে মুশরিকদের কাছে ফেরত দেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### হোদায়বিয়ার সন্ধি মক্কা বিজয়ের পূর্বাভাস

হাদীস : ৩৭৫১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, কুরাইশরা রাসূল (স)-এর সাথে সন্ধি করল। তাতে তারা রাসূল (স)-এর উপর এ শর্ত আরোপ করল যে, যদি তোমাদের কোন লোক আমাদের কাছে আসে, তবে তাকে তাদের ফেরত দেব না। আর আমাদের কোন লোক তোমাদের কাছে গেলে তবে তোমরা তাকে আমাদের কাছে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে। এ কথা শুনে সাহাবাগণ বলে উঠলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি কি এ শর্তও লিখে নিবেন? রাসূল (স) দৃঢ়তার সাথে জবাব দিলেন, হ্যাঁ, কেননা, আমাদের কাছে হতে যে ব্যক্তি তাদের কাছে স্বেচ্ছায় গিয়েছে তাকে আল্লাহর স্বীয় রহমত হতে বঞ্চিত করেছেন। আর তাদের যে লোক আমাদের কাছে আসবে আশা করা যায়, আল্লাহ তায়ালা অচিরেই তার মুক্তির একটা পথ উন্মুক্ত করে দিবেন। কারণ, সে হবে মুসলমান। -(মুসলিম)

### মহিলাদের বায়আত করা যায়

হাদীস : ৩৭৫২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত, তিনি নারীদের বায়আত সম্পর্কে বলেন, রাসূল (স) এ আয়াত তাদের পরীক্ষা করতেন, অর্থ হে নবী! যখন মুমিন রমণীগণ আপনার কাছে বায়আত করতে আসে, তাদের মধ্যে যারা এ শর্ত মেনে নেয়, তখন তাদেরকে মুখে বলে দিচ্ছে, আমি তোমাদের বায়আত গ্রহণ করলাম। আল্লাহর কসম! বায়আত গ্রহণকালে তার হাত কখনও কোন রমণীর হাতকে স্পর্শ করেনি। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### হোদায়বিয়ার সন্ধি ছিল দশ বছরের চুক্তি

হাদীস : ৩৭৫৩ ॥ হযরত মিসওয়াল ও মারওয়ান (রা) হতে বর্ণিত যে, তারা মুসলমানদের সাথে দশ বছরের জন্য যুদ্ধ স্থগিত রাখার নিমিত্তে সন্ধিপত্র সম্পাদন করেছিল, যেন সর্বসাধারণ লোকজন এ সময় নিরাপদে থাকতে পারে। এর মধ্যে এরও উল্লেখ ছিল-যেমন আমাদের পরস্পরের অন্তর পরিষ্কার থাকবে এবং পরস্পরের মধ্যে চুরি বা বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নেবে না। -(আবু দাউদ)

### সন্ধি শর্ত ভঙ্গ করা যাবে না

হাদীস : ৩৭৫৪ ॥ হযরত সাফওয়ান ইবনে সুলায়ম (রা) রাসূল (স)-এর কতিপয় সাহাবীর সন্তানদের কাছে হতে বর্ণনা করেন, তাঁরা তাদের পিতা হতে বর্ণনা করেছে, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! যে ব্যক্তি এমন কোন লোকের উপর

যুলুম করে, যার সাথে তার সন্ধি হয়েছে অথবা তার কোন প্রকার ক্ষতি সাবধান করে অথবা সাধ্যের অতিরিক্ত তাকে কষ্ট দেয় কিংবা তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তার কাছে হতে কোন জিনিস আদায় করে, কিয়ামতের দিন আমিই তার প্রতিবাদ করব। -(আবু দাউদ)

### মহিলাদের বায়আত গ্রহণ

হাদীস : ৩৭৫৫ ॥ হযরত উমাইমাহ বিনতে রোকাইকাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় মহিলার সাথে আমি রাসূল (স)-এর কাছে বায়আত করলাম। তখন তিনি আমাদেরকে বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে হতে এমন সমস্ত ব্যাপারে অস্বীকার নিলাম, যা করতে তোমরা সমর্থ রাখ। আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের জন্য আমাদের চাইতে অধিক দয়ালু অতপর আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ। আমাদেরকে বায়আত করে নিন। অর্থাৎ, আমাদের হাতে হাত রেখে করমর্দন করুন। তিনি বললেন, শোন, আমার মুখের বাণী দিয়ে একশত মহিলার বায়আত গ্রহণ করা একজন মহিলার বায়আত গ্রহণ করার মতই।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### হোদায়বিয়ার সন্ধিতে সাহাবিদের বিমত পোষণ

হাদীস : ৩৭৫৬ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যিলকাদ মাসে ওমরার উদ্দেশে রওয়ানা হলেন, কিন্তু মক্কাবাসীরা তাকে মক্কায় প্রবেশের সুযোগ দিতে অস্বীকার করল। অবশেষে তাদের সাথে এ চুক্তি সম্পাদিত হল যে, তিনি আগামী বছর তিন দিনের জন্য মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন। সন্ধিপত্র লেখা হয়েছিল, এটা সে সন্ধিপত্র যা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (স)-এর পক্ষ হতে সম্পাদিত। তখন মক্কাবাসীরা আপত্তি তুলে বলল, আমরা তো আপনাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে স্বীকার করি না। যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল বলে বিশ্বাস করতাম, তাহলে তো আপনাকে বাঁধাই দিতাম না, বরং আপনি হলেন, আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। তখন রাসূল (স) জবাবে বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল ও আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ। অতপর তিনি সন্ধিপত্র লিখক হযরত আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে বললেন, রাসূল শব্দটি মুখে ফেল। তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! আপনার এ নাম আমি কখনও মুহব না। অতপর রাসূল (স) শিজেই কণ্ঠজ নিলেন এবং লিখে দিলেন, এটা আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মদ এর পক্ষ হতে সন্ধিপত্র। অথচ তিনি ভালোভাবে লিখতে জানতেন না। তাতে উল্লেখ ছিল, তিনি হাতিয়ারসহ মক্কায় প্রবেশ করতে পারবেন না। শুধু তলোয়ার কৌশবক অবস্থায় রাখতে পারবেন। আর তার কোন আপনজন তাঁর অনুগমন করলে তাকে মক্কার বাইরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হবে এবং যদি তাঁর কোন সঙ্গী মক্কা থেকে যেতে চায়, তাকে তিনি বাধা দিতে পারবেন না। অবশেষে যখন তিনি মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং নির্দিষ্ট সময় অতিক্রম হয়ে গেল, তখন তারা হযরত আলী (রা)-এর কাছে এসে বলল, তোমার সাথীকে আমাদের এখান হতে চলে যেতে বল। কেননা, নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। অতপর রাসূল (স) মক্কা হতে বের হয়ে গেলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দশম অধ্যায়

#### আরব উদদীপ থেকে ইহুদীদেরকে বিতাড়ন

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### ইহুদীদের প্রতি হুশিয়ারী সংকেত

হাদীস : ৩৭৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা মসজিদে নববীতে বসে ছিলাম। এমন সময় রাসূল (স) এসে বললেন, ইহুদীদের কাছে চলো। সুতরাং আমরা তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম এবং তাদের শিক্ষালয়ে এলাম। রাসূল (স) সেখানে দাঁড়িয়ে বললেন, হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা ইসলাম গ্রহণ কর, নিরাপদে থাকবে। জেনে রেখ, গোটা বিশ্বভূখণ্ড আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অধিকারে। আমি তোমাদেরকে এ ভূখণ্ড হতে বহিষ্কার করার সংকল্প করেছি। অতএব, তোমরা কোন জিনিস বিক্রয় করতে চাইলে তা বিক্রয় করতে পার।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### হযরত ওমর খায়বার হতে ইহুদীদের বহিকার করলেন

হাদীস : ৩৭৫৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার ওমর (রা) বজ্রতা দিতে দাঁড়িয়ে বললেন, অবশ্য রাসূল (স) খায়বারের ইহুদীদেরকে শর্ত অনুযায়ী তাদের খামারে কাজ করার জন্য সুযোগ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, আল্লাহ যতদিন তোমাদেরকে এ অবস্থায় রাখবেন, আমরাও তোমাদেরকে বহাল রাখব। আমি এখন তাদেরকে বহিকার করতে সংকল্প করেছি। অবশেষে যখন হযরত ওমর (রা) এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলেন, তখন বনী আবুল হোকাইক গোত্রের এক ইহুদী এসে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কি আমাদেরকে বহিকার করবেন? অথচ হযরত মুহম্মদ (স) আমাদেরকে এ জায়গায় অবস্থান করার অনুমতি দিয়েছেন এবং আমাদেরকে আমাদের মাল-সম্পদের উপর বহাল রেখে একটু চুক্তিও করেছেন। উত্তরে হযরত ওমর (রা) বললেন, তুমি কি ধারণা কর যে, আমি রাসূল (স)-এর সে কথাটি ভুলে গেছি? তখন তোমার উটগুলো তোমাকে নিয়ে রাতের পর রাত ছুটেতে থাকবে? লোকটি বলল, তা তো আবুল কাসেম (স)-এর কৌতুকময় উক্তি ছিল। তখন হযরত ওমর (রা) তাদেরকে খায়বার হতে বিতাড়িত করেন এবং উট ও অন্যান্য আসবাবপত্র যেমন, উটের পৃষ্ঠে বসার পালান ও রশি ইত্যাদির মাধ্যমে তাদের ফল ফসলাদির মূল্য আদায় করে দেন। -(বোখারী)

### রাসূল (স) তিনটি বিষয়ের নির্দেশ দিলেন

হাদীস : ৩৭৫৯ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত, রাসূল (স) তিনটি বিষয়ে অধিষ্ঠিত করেছেন। তিনি বলেছেন, আরব উপদ্বীপ হতে মুশরিকদেরকে বহিকার করবে। দূত বা প্রতিনিধিদলকে আমি যেভাবে উপঢৌকন প্রদান করতাম, তোমরাও অনুরূপভাবে উপঢৌকন প্রদান করবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তৃতীয়টি হতে রাসূল (স) নিজে নীরব রয়েছেন, অথবা তিনি তো বলেছেন, কিন্তু আমাকে তা ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। তৃতীয়টি হল, আমার কবরকে ইবাদতের জন্য ইবাদত খানায় পরিণত করো না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদী নাসারা বহিকার

হাদীস : ৩৭৬০ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাকে বলেছেন যে, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয়ই, আমি আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদী ও নাসারাদেরকে বহিকার করব, এমন কি মুসলমান ছাড়া কাউকেও এখানে রাখব না। -(মুসলিম)

অপর এক বর্ণনায় আছে, যদি আমি বেঁচে থাকি ইনশাআল্লাহ আরব উপদ্বীপ হতে ইহুদী ও নাসারাদেরকে নিশ্চয়ই বের করে দেব।

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### ইহুদী নাসারা শর্তের মাধ্যমে বসতি স্থাপন করল

হাদীস : ৩৭৬১ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত যে, হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) হেজাজ ভূখণ্ড হতে ইহুদী ও নাসারাদেরকে বিতাড়িত করেছেন। খায়বার জয় করেন, তখন সেখানের ইহুদীদেরকে সন্ধান হতে বহিকার করতে ইচ্ছা করেছিলেন। কেননা, যে জায়গা তিনি জয় করতেন, সে জায়গা আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও সমস্ত মুসলমানদের অধিকারে এসে যায়। তখন ইহুদীরা রাসূল (স)-এর কাছে আবেদন করল, এ শর্তে তাদেরকে সেখানে বহাল রাখা হোক যে, তারা নিজেদের শ্রমের বিনিময়ে ফসলের অর্ধেক লাভ করবে। তখন রাসূল (স) বললেন, আমরা যতদিন চাই ততদিন তোমাদেরকে বহাল রাখবো। ফলে তারা সেখানে থেকে গেল। অবশেষে হযরত ওমর (রা) তাঁর খেলাফতকালে তাদেরকে তাইমা ও আরীহার দিকে বিতাড়িত করে দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

## একাদশ অধ্যায়

### বিনা যুদ্ধে কাফেরদের সম্পদ হস্তগত হওয়া

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### আল্লাহ পাকের দেয়া সম্পদ রাসূল (স) ভোগ করতেন

হাদীস : ৩৭৬২ ॥ হযরত মালিক ইবনে আওস ইবনে হাদাসন (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা) বলেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা এ ফায় জিনিসটি বিশেষভাবে তাঁর রাসূলের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যার এখতিয়ার অন্য কাউকে প্রদান করেননি। অতপর তিনি এ আয়াতটি পাঠ করলেন, “আর আল্লাহ তায়ালা তার রাসূলকে ফায় হিসেবে বিনাযুদ্ধে যা কিছু প্রদান করেছে, এটার জন্য তোমরা ঘোড়া বা সেনাবাহিনী পরিচালনা করনি। বরং আল্লাহ পাক সব



কিছুর উপর ক্ষমতাবান। ফল কথা, এ সম্পদ ছিল রাসূল (স)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট। তাই তিনি এ সম্পদ হতে তাঁর পরিবার পরিজনদের পূর্ণ এক বছর খোরপোষ আদায় করতেন এবং অবশিষ্ট যা থাকত তা সদকার মালের ক্ষেত্রে খরচ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**আব্বাহ পাক রাসূল (স)-কে বনী নাজীরের সম্পদ দান করলেন**

হাদীস : ৩৭৬৩ ॥ হযরত ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী নাজীরের সম্পদসমূহ সে সমস্ত সম্পদের মধ্যে পরিগণিত, যা আব্বাহ ভায়ালা তার রাসূলকে ফায় হিসেবে দান করেছে। তা হাসিল করতে মুসলমানেরা ঘোড়াও দৌড়ায়নি এবং সেনাবাহিনীও পরিচালনা করেনি। সুতরাং সেটা ছিল রাসূল (স)-এর জন্য বিশেষভাবে নির্ধারিত। তিনি এ সম্পদ হতে তাঁর পরিজনের পুরা এক বছরের খোরপোষে ব্যয় করতেন। অতপর অবশিষ্ট যা থাকত, আব্বাহর রাস্তায় জিহাদের প্রত্নতি হিসেবে অস্ত্রাদি ও জানোয়ার খরিদ করার কাজে ব্যয় করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

**রাসূল (স) গনীমতের মাল সাথে সাথে বণ্টন করতেন**

হাদীস : ৩৭৬৪ ॥ হযরত আওফ ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, যখনই রাসূল (স)-এর কাছে ফায় আসত, তখন তিনি বিলম্ব না করে সে দিনই তা বণ্টন করে দিতেন। যার পরিবার আছে তাকে দুই ভাগ, আর যে অবিবাহিত তাকে এক ভাগ দিতেই। একবার আমাকে ডাকা হল এবং আমাকে দিলেন দু ভাগ। কেননা, আমার পরিবার ছিল। অতপর আমার পরে আব্বাহর ইবনে ইয়াসারকে ডাকা হল, তাকে দেয়া হল এক ভাগ। -(আবু দাউদ)

**মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামরা প্রথমে ফায়ের মাল পেত**

হাদীস : ৩৭৬৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি দেখেছি রাসূল (স)-এর কাছে যখনই কোন ফায়ের মাল-সম্পদ আসত, তখন তিনি সর্বপ্রথমে মুক্তিপ্রাপ্ত গোলাম দিয়ে তা শুরু করতেন। -(আবু দাউদ)

**আযাদ গোলামের অগ্রাধিকার বেশি**

হাদীস : ৩৭৬৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত, একবার রাসূল (স)-এর কাছে রবীন পাথর বা নাগীনা ভর্তি একটা থলি আনা হল। তিনি সেগুলো আযাদ নারী ও বাদীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার পিতাও আযাদ ও গোলামের জন্য বণ্টন করতেন। -(আবু দাউদ)

**ফায়ের মাল সবই সমানভাবে পাবে**

হাদীস : ৩৭৬৭ ॥ হযরত মালিক ইবনুল আওস হাদাসান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) ফায় সম্পর্কে আলোচনা করে বললেন, এ ফায়ের মধ্যে আমার অধিকার তোমার চেয়ে বেশি নয়। এবং এ মালের মধ্যে তোমাদের কেউ অন্যের চেয়ে অধিক হকদার নও, বরং আব্বাহর কিতাবের বিবরণ ও তাঁর রাসূল (স)-এর বণ্টননীতি মোতাবেক আমাদের মর্যাদার পার্থক্য রয়েছে। অতএব কোন ব্যক্তি প্রথম সারির প্রবীণ মুসলমান, আবার কেউ আছে বহু যুদ্ধ-জিহাদে তার শ্রম-সাধনা ব্যয় করেছে। আবার কেউ এমনও আছে, যার পরিবারস্থ লোকসংখ্যা বেশি এবং এমন লোকও আছে যার প্রয়োজন অত্যধিক। -(আবু দাউদ)

**বিনা যুদ্ধে অর্জিত মালকে ফায় মাল বলে**

হাদীস : ৩৭৬৮ ॥ হযরত মালিক ইবনে আওস ইবনে হাদাসান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর (রা) **انما الصدقات للفقراء والمساكين** এ আয়াতটি (আ==) **عليهم حكم** পর্যন্ত পাঠ করে বললেন, যাকাত কেবলমাত্র এ আয়াতে বর্ণিত খাতসমূহের জন্য নির্ধারিত। অতপর (আ==), **وابن السبيل** এ আয়াতটি (আ==), **واعلموا انما غنمتم من شئ فان لله** পর্যন্ত পাঠ করে বললেন, গনীমতের এক পঞ্চমাংশ যা এ আয়াতের মধ্যে উল্লেখ রয়েছে, তা শুধুমাত্র নবী (স)-এর নিকটতম আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকার। অতপর তিনি (আ==) **ما افاء الله على رسوله من اهل القرى** এ আয়াতটি (আ==) **اللفقراء** পর্যন্ত পাঠ করলেন।

অতপর (আ==), **والذين جاءوا من بعدهم** এ আয়াতটি তেলাওয়াত করে বললেন, এ আয়াত সমস্ত মুসলমানদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। সুতরাং যদি আমি বেঁচে থাকি তাহলে সারবে হিমইয়ার নামক স্থানে যে রাখাল বসবাস করছে, তার কাছেও তার অংশ অবশ্যই পৌঁছে যাবে, অথচ এ সম্পদ অর্জন করতে তার কপালের ঘাম ঝরবে না। -(শরহে সুনাহ)



### রাসূল (স) বনী নবীরের সম্পদ হতে প্রয়োজন পূরণ করতেন

হাদীস : ৩৭৬৯ ॥ হযরত মালিক ইবনে আওস ইবনে হাদাসাম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর (রা) এভাবে দলিল পেশ করেন যে, রাসূল (স)-এর কাছে তাঁর ব্যক্তিগত ব্যবহারের তিনটি ভূমি ছিল। বনী নবীর, খায়বার ও ফাদাক ভূমি। অবশ্য বনী নবীরের আয় হতে তিনি নিজের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে খরচ করতেন। ফাদাক ভূমির আয় মুসাফিরদের জন্য রক্ষিত ছিল। কিন্তু খায়বারের আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করে নিয়েছেন। দু'ভাগ মুসলমান সাধারণের জন্য এবং এক ভাগ নিজের পরিবার-পরিজনদের খোরপোষে ব্যয় করতেন। এরপরও তার পরিবারে খরচ হতে যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তা দরিদ্র মুহাজেরিনদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। -(আবু দাউদ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### ফাদাক ভূমি নবী কন্যা ফাতেমা (রা) পাননি

হাদীস : ৩৭৭০ ॥ হযরত মুগীরা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (র) খলীফা নিযুক্ত হয়ে মারওয়ানের সন্তানদেরকে একত্রিত করে বললেন, নিশ্চয় ফাদাকভূমি রাসূল (স)-এর জন্যই ছিল, তিনি ফাদাক ভূমির আয় নিজের জন্য ব্যয় করতেন। এতদ্বিল্ল বনী হাশেমের ছোট শিশু-কিশোরের জন্য তা হতে ব্যয় করতেন এবং তা হতে তাদের অবিবাহিতদের বিবাহে ব্যয় করতেন। হযরত ফাতেমা (রা) রাসূল (স)-এর কাছে চাইলেন যে, উক্ত ভূমি তাঁকে দেয়া হোক। কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। ফলে রাসূল (স)-এর জীবদ্দশায় তা অনুরূপভাবে পরিচালিত হয়েছিল। অতপর এ অবস্থায় রেখে তিনি ইন্তেকাল করলেন। যখন হযরত আবু বকর (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনি তাতে সে নীতিই অবলম্বন করলেন যে নীতি রাসূল (স) তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অবলম্বন করেছিলেন। অবশেষে এ অবস্থায় রেখে তিনি ইন্তেকাল করলেন। তারপর যখন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) খলীফা নিযুক্ত হলেন, তখন তিনিও তার মধ্যে সে একই নীতি অবলম্বন করলেন, যা তার পূর্বসূরী দুজন অবলম্বন করেছিলেন। এ অবস্থায় রেখে অবশেষে তিনি ইন্তেকাল করলেন।

অতপর মারওয়ান উক্ত ফাদাক ভূমিকে নিজের ব্যক্তিগত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত করল। অতপর তা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত হল। যা তাঁর কন্যা ফাতেমাকে দেননি, আমি দেখছি, তার মধ্যে কোন অবস্থাতেই আমার ব্যক্তিগত কোন অধিকার নেই। আমি তোমাদেরকে সাক্ষ্য করে ঘোষণা করেছি যে, আমি ফাদাক ভূমিকে পুনরায় ঐ অবস্থায় ফেরত দিয়ে দিলাম, যে অবস্থায় তা ছিল অর্থাৎ রাসূল (স) এবং আবু বকর ও ওমর (রা)-এর যমনায়।

যাইফ - ৬২৬ - (আবু দাউদ)

### দ্বাদশ অধ্যায়

#### শিকার ও যবাহ পর্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### আব্বাহর নামে তীর ছুঁতে হয়

হাদীস : ৩৭৭১ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাকে বলেছেন, যখন তুমি তোমার কুকুরকে ছেড়ে দেবে, তখন আব্বাহর নাম নেবে। যদি সে শিকার ধরে তোমার জন্য রেখে দেয়, আর তুমিও শিকারকৃত জানোয়ারটিকে জীবিত অবস্থায় পেয়ে থাক, তখন তুমি তাকে যবাহ করে দাও। আর যদি তুমি তাকে এমন অবস্থায় পাও যে, সে তাকে মেরে ফেলেছে কিন্তু সে তার কোন অংশ খায়নি, তখন তুমি তা খেতে পার। আর যদি সে কিছু খেয়ে থাকে, তবে তুমি খাবে না। কেননা, সে তা নিজের জন্যই শিকার করেছে। আর যদি তুমি তোমার নিজের কুকুরের সঙ্গে অন্যের কুকুর দেখতে পাও যে, শিকার ধরে তাকে মেরেও ফেলেছে, তখন তা খেতে পারবে না। কেননা, তুমি অবগত নও যে, তাদের উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে বা মেরেছে। আর যখন তুমি তোমার তীর নিক্ষেপ কর তখন আব্বাহর নাম নেবে অতপর যদি উক্ত শিকার ন্যূনতম একদিন তোমার কাছে অদৃশ্য থাকে এবং তুমি তাকে মৃত অবস্থায় পাও এবং তার গায়ে একমাত্র তোমার তীরের চিহ্ন ছাড়া অন্য কিছুই আঘাত না পাও, তখন ইচ্ছা করলে তাকে খেতে পার। কিন্তু যদি তুমি তাকে পানিতে ডোবা অবস্থায় পেয়ে থাক, তখন আর খেতে পারবে না।

-(বোখারী ও মুসলিম)

#### টীকা

হাদীসের নং : ৩৭৭১ ॥ শিকারী কুকুর বা অন্য কোন জানোয়ারকে বিসমিল্লাহ বলে শিকার ধরার জন্য ছেড়ে দিলে ধরার পর শিকার মরে গেলেও তা খাওয়া জায়েয। কেননা, তখন সে মৃত্যুকে যবাহ-এর মৃত্যু বলে গণ্য করা হবে। আর যদি কুকুর নিজে নিজে শিকার ধরে এবং যবাহ করার আগে উহা মরে যায়, এমন শিকার খাওয়া জায়েয নেই।

### আঘাতে মৃত জন্তু খাওয়া যাবে না

হাদীস : ৩৭৭২ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি আরয করলাম ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরগুলো ছেড়ে থাকি। তিনি বললেন যদি কুকুরগুলো শিকার ধরে তোমার জন্য রেখে দেয়, তবে তা খেতে পার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি তারা শিকারকে মেরে ফেলে তবুও? তিনি বললেন, যদিও তারা মেরে ফেলে। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, আমরা তো তীর বর্ষার ফলক নিক্ষেপ করি। তিনি বললেন, যা তার ধারে ক্ষত করে সেটা খাও। আর যা তীরের চোট লেগে মারা যায় তা খাবে না। কেননা, তা প্রহারে মৃত। -(বোখারী ও মুসলিম)

### শিকারী কুকুরের শিকার খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৭৭৩ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি আরয করলাম, ইয়া নবীয়ান্নাহ! আমরা আহলে কিতাবদের এলাকায় বাস করি। সুতরাং আমরা কি তাদের পায়ে খেতে পারি এবং এমন ভূমিতে বাস করি যেখানে শিকার পাওয়া যায়। আমি আমার তীর ধনুক দিয়ে এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়েও শিকার করি। অতএব, আমার জন্য কোনটি খাওয়া সঠিক হবে? তিনি বললেন, আহলে কিতাবের পায়ে সম্পর্কে তুমি যা বললে, যদি তোমরা তাদের পায়ে ছেড়ে অন্য পায়ে পাও, তখন আর তাতে খেও না। আর যদি না পাও, তখন তাকে ধুয়ে নাও, তারপর তাতে খাও। আর তুমি তীর-ধনুক দিয়ে যা শিকার করলে, যদি তীর ছোড়ার সময় বিসমিল্লাহ পড়ে থাক, তবে তা খেতে পার। আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দ্বারা যা শিকার করবে, যদি বিসমিল্লাহ পড়ে ছেড়ে থাক তবে তা খাও। কিন্তু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নয়, এমন কুকুর দ্বারা যা শিকার করবে, যদি যবেহ করার সুযোগ পাও, তখন তাকে খাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

### শিকার তীর দিয়ে মারা হলে হালাল

হাদীস : ৩৭৭৪ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তুমি শিকারের প্রতি তোমার তীর নিক্ষেপ কর এবং তা তোমার দৃষ্টির অগোচর হয়ে যায়, আর পরে তাকে পাও, তখন তা দুর্গন্ধময় না হওয়া পর্যন্ত খেতে পার। -(মুসলিম)

### শিকার দুর্গন্ধ না হলে খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৭৭৫ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) হতে বর্ণিত যে, যে ব্যক্তি তিনদিন পর তার শিকার পায় সে ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন, ওটা দুর্গন্ধময় না হলে খেতে পারে। -(মুসলিম)

### পশু জবেহ করার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হয়

হাদীস : ৩৭৭৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা আরয করল, ইয়া রাসূলান্নাহ! এখানে এমন কিছু সংখ্যক লোক বাস করে শিরকের সাথে যাদের সময় নিকটবর্তী তারা অনেক সময় আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে। কিন্তু আমরা জানি না, তারা তাতে বিসমিল্লাহ পড়ে কিনা। তিনি বলেন, তোমরা নিজেরা আল্লাহর নাম নাও এবং খাও। -(বোখারী)

### যমীনের সীমানা চুরি করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৭৭৭ ॥ হযরত আবু তোফায়েল হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হল, রাসূল (স) আপনাদেরকে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলেছেন কি? উত্তরে তিনি বললেন, তিনি এমন কোন বিষয়ে আমাদেরকে স্বতন্ত্র রাখেননি, যাতে অন্যান্য লোকেরা তার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। তবে আমার তলোয়ারের এ খাপের ভিতরে যা আছে। অতপর তিনি খাপের ভিতর হতে এক খণ্ড লিখিত কাগজ বের করলেন, তাতে লেখা ছিল, সে ব্যক্তির উপর আল্লাহর লানত যে গায়রুল্লাহর নামে যবেহ করে। আর সে ব্যক্তির উপরও আল্লাহর লানত যে যমীনের সীমানা চুরি করে। অপর এক বর্ণনায় আছে, যে যমীনের সীমানা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহর লানত সে ব্যক্তির উপর যে, নিজের পিতাকে অভিসম্পাত দেয় আল্লাহ লানত সে ব্যক্তির উপর যে কোন বেদাতীকে আশ্রয় দেয়। -(মুসলিম)

### যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে তা দিয়ে জবেহ করা যায়

হাদীস : ৩৭৭৮ ॥ হযরত রাফে ইবনে খাদীজ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আগামী কাল আমরা শত্রুর মোকাবিলা করব। অথচ আমাদের সাথে কোন ছুরি নেই। এমতাবস্থায় আমরা কি বাঁশের ছিলকা দিয়ে যবেহ করতে পারব? তিনি বললেন, যে জিনিস রক্ত প্রবাহিত করে এবং যাতে আল্লাহর নাম নেয়া হয়েছে, তা খেতে পার। তবে দাঁত ও নখ দিয়ে জবেহ করবে না। এটা সম্পর্কে আমি তোমাকে অবহিত করছি। বস্তুত দাঁত হল হাড়বিশেষ তাতে ধার নেই, এক সময় গনীরমতের মাগে কিছু সংখ্যক উট ও বকরি আমাদের হাতে আসে এবং সেটা হতে একটি উট পালিয়ে যায়। অমনি এক ব্যক্তি তার প্রতি তীর ছুড়ল ফলে তাকে আটক করে ফেলল। তখন রাসূল (স)

বললেন, এ সমস্ত উটগুলোর মধ্যেও পলায়মান বন্য পশুর মত পলায়মান পশু রয়েছে, সুতরাং যখন এদের কোন একটি উট তোমাদের তাঁবুর বাইরে চলে যায়, তখন তার সাথে এরূপ আচরণই করবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### পাথর দিয়ে পশু জবেহ করা যায়

হাদীস : ৩৭৭৯ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তাঁর এক পাল বকরি ছিল, যা সালা পাহাড়িতে চরত। এক সময় আমাদের এক দাসি দেখতে পেল যে, আমাদের পালের একটি বকরি মরণাপন্ন হয়ে পড়েছে। তখন সে একখণ্ড পাথর ভেঙে নিল এবং সেটা দিয়ে বকরটিকে জবেহ করে দিল। অতপর রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি তাকে সেটা খাবার অনুমতি দিলেন। -(বোখারী)

#### ধারালো চুড়ি দিয়ে পশু জবেহ করতে হয়

হাদীস : ৩৭৮০ ॥ হযরত মাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক জিনিসের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, তখন তাকে উত্তম পদ্ধতিতে হত্যা করবে। আর যখন কোন প্রাণীকে জবেহ করবে, তখন তাকে উত্তমরূপে জবেহ করবে। তোমরা অবশ্যই চুরি ধার দিয়ে নিবে এবং জবেহকৃত পশুকে শান্তি দিবে। -(মুসলিম)

#### প্রাণীকে হত্যা করার জন্য আবদ্ধ করে রাখা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৭৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূল (স) কোন জানোয়ার বা অন্য কোন প্রাণীকে হত্যা করার জন্য আবদ্ধ করে রাখতে নিষেধ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### প্রাণীকে তীরের লক্ষ্যবস্তু বানানো টিক নয়

হাদীস : ৩৭৮২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) এমন ব্যক্তির উপর লানত করেছেন, যে কোন জানদার প্রাণীকে তীরের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### প্রাণহীন বস্তুকে লক্ষ্যবস্তু বানানো যায়

হাদীস : ৩৭৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে জিনিসের মধ্যে প্রাণ আছে, তোমরা তাকে লক্ষ্যবস্তু বানিও না। -(মুসলিম)

#### পশুর মুখমণ্ডলে আঘাত করা নিষেধ

হাদীস : ৩৭৮৪ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) কোন পশুর মুখমণ্ডলে আঘাত করতে এবং চেহারায় দাগ দিতে নিষেধ করেছেন। -(মুসলিম)

#### পশুর মুখমণ্ডলে আঘাত দেয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩৭৮৫ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স)-এর কাছ দিয়ে একটি গাধা গমনকালে তিনি দেখলেন, তার মুখমণ্ডলে দাগ দেয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, সে ব্যক্তি উপর আল্লাহর লানত যে তার মুখমণ্ডলে দাগ দিয়েছে। -(মুসলিম)

#### হৃদকায়াকারে পশু দাগ দিতে হয়

হাদীস : ৩৭৮৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন ভোরে আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহাকে মিষ্টি মুখ করানোর জন্য রাসূল (স)-এর খেদমতে নিয়ে এলাম। তখন আমি তাঁকে এমন অবস্থায় পেলাম যে, তাঁর হাতে ছিল একখানা দাগ লাগানোর যন্ত্র। তা দিয়ে তিনি সদকা-যাকাতের উটগুলো দাগ দিচ্ছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### পশুর কানে দাগ দেয়া যায়

হাদীস : ৩৭৮৭ ॥ হযরত হিশাম ইবনে যায়দ হতে বর্ণিত, হযরত আনাস (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর কাছে গেলাম, তখন তিনি পশুর আঁত্তাবলে ছিলেন। আমি তাঁকে দেখলাম, তিনি ছাগ-বকরিরগুলোকে দাগ দিচ্ছেন। হিশাম বলেন, আমার ধারণা, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স) সে পশুগুলোর কানের মধ্যেই দাগ লাগিয়েছেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### আল্লাহর নাম বলে যে কোন জিনিস দিয়ে জবেহ করা যায়

হাদীস : ৩৭৮৮ ॥ হযরত আদী হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি কি বলেন, যদি আমাদের কেউ শিকার পায় আর তার সঙ্গে ছুরি না থাকে, তখন সে হাঙ্গা ধরনের পাথর কিংবা ধারালো কোন কাঠ দিয়ে তাকে যবাহ করতে পারবে কি? তিনি বললেন, যে কোন জিনিস দিয়েই চাও রক্ত প্রবাহিত করে দাও এবং আল্লাহর নাম উচ্চারণ কর। -(আবু দাউদ ও নাসাই)

### পশুর গলা ছাড়া অন্য জায়গায় জবেহ করা যায়

হাদীস : ৩৭৮৯ ॥ হযরত আবুল উশারা তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! গলা ও গ্রীবা ছাড়া অন্য কোন স্থানে কি যবাহ করা যায় না? তিনি বললেন, যদি তুমি তার উরুর মধ্যেও ক্ষত করে দাও, তাও তোমার জন্য যথেষ্ট হবে। —(তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ও দারেমী) [মৃ] - ১২৪

### শিকারী কুকুর ছাড়ার সময় বিসমিল্লাহ বলতে হয়

হাদীস : ৩৭৯০ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে কুকুর অথবা বাজ পাখীকে শিকার ধরার জন্য তুমি শিক্ষা প্রদান করেছে, অতপর তুমি তাকে বিসমিল্লাহ বলে ছেড়ে দিয়েছ, যদি সে শিকারটিকে তোমার জন্য ধরে রাখে। তখন তুমি তা খেতে পার। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যদি সে শিকারটি মেরে ফেলে? তিনি বললেন, যখন সে শিকার করে ফেলেছে এবং তার কিছু খায়নি। কেননা, সে সেটা তোমার জন্যই ধরেছে। —(আবু দাউদ)

### তীর ছোড়ার পরে দিন শিকার পেলে খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৭৯১ ॥ হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কোন শিকারের প্রতি তীর ছুড়ে দিই এবং পরের দিন আমার তীরসহ শিকারটিকে পাই। তিনি বললেন, যদি তোমার এ দৃঢ় বিশ্বাস হয় যে, জেতার তীরই তাকে মেরেছে এবং অন্য কোন হিংস্র জানোয়ারের দ্বারা আঘাতের চিহ্নও তাতে না দেখ, তখন তুমি তা খেতে পার। —(আবু দাউদ)

### মাজুসীর কুকুরের শিকার খাওয়া যাবে না

হাদীস : ৩৭৯২ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদেরকে মাজুসীর কুকুরের শিকারকৃত জানোয়ার খেতে নিষেধ করা হয়েছে। —(তিরমিযী) যঈফ - ৬২৫

### ইহুদী নাসারাদের পাত্র উত্তরুপে ধৌত করতে হয়

হাদীস : ৩৭৯৩ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ভ্রাম্যমাণ লোক। প্রায়শ ইহুদী, নাসারা এবং মাজুসিদের জনপদ দিয়ে যেতে হয়, তখন আমরা তাদের বাসন-কোসন ছাড়া অন্য কিছু পাই না। তিনি বললেন, যদি তোমরা তাদের পাত্র ছাড়া অন্য কোন পাত্র না পাও, তখন তা খুব উত্তমরূপে পানি দিয়ে ধুয়ে নেবে। অতপর তাতে খাও এবং পান কর। —(তিরমিযী)

### খাদ্যের ব্যাপারে বিধা সংকোচ থাকা উচিত নয়

হাদীস : ৩৭৯৪ ॥ হযরত কাবীসা ইবনে হোলব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে নাসারাদের খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। অপর এক বর্ণনার মধ্যে আছে, জনৈক ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করল এবং বলল, এমন কিছু খাদ্য আছে যাতে আমি সংকোচ বোধ করি। উত্তরে তিনি বললেন, খাদ্যের ব্যাপারে তোমার অন্তরে কোন প্রকারের বিধা-সংকোচ থাকা উচিত নয়, অন্যথায় তুমি এতে নাসারাদের সদৃশ হয়ে যাবে। (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

### পশু বেঁধে দূর হতে তীর মেরে হত্যা করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৭৯৫ ॥ হযরত আবুদ্বারদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মুজাসসামা খেতে নিষেধ করেছেন। আর তা হল, পশু বা পাখীকে বেঁধে দূর হতে তীর ছুড়ে হত্যা করা। —(তিরমিযী)

### হিংস্র জানোয়ারের শিকার খাওয়া জায়েয নেই।

হাদীস : ৩৭৯৬ ॥ হযরত ইরাবাহ ইবনে সারিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল খায়বারের দিন সর্বপ্রথম তীক্ষ্ণ দন্তধারী হিংস্র জন্তু, নখ ও থাবা দিয়ে শিকারি পাখী, গৃহপালিত গাধার গোশত এবং মুজাসসামা ও খালীসা খেতে নিষেধ করেছেন। আর তিনি গর্ভবতীর সাথে তাদের গর্ভ খালাস হওয়া পর্যন্ত সজ্জম করতেও নিষেধ করেছেন। মুহম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া বলেন, আবু আসেমকে জিজ্ঞেস করা হল, মুজাসসামা কি? তিনি বললেন, পাখী অথবা অন্য কোন প্রাণীকে বেঁধে তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করা। আর কালীসা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বললেন, বাঘ অথবা হিংস্র পশু হতে যে ধৃত জন্তু কোন ব্যক্তি ছিনিয়ে নেয়, কিন্তু যবেহ করার পূর্বেই তা তার হাতের মধ্যে মারা যায়। —(তিরমিযী)

### জবেহ করার সময় রগ কাটতে হবে

হাদীস : ৩৭৯৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবাস (রা) ও হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) শরীতাতে শয়তান হতে নিষেধ করেছেন। বর্ণনাকারী ইবনে ইসা অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন যে, কোন প্রাণীকে এমনভাবে যবেহ করা যে, তার শুধু চামড়া কাটা হয়, কিন্তু তার রগ বা শিরা না কেটে এমনই ফেলে রাখা হয়, অবশেষে এ অবস্থায় তা মারা যায়। —(আবু দাউদ)

যঈফ - ৬২৬

**জবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চাও জবেহ করতে হয়**

হাদীস : ৩৭৯৮ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মায়ের যবাহ পেটের ভিতরে বাচ্চা যবাহ।  
-(আবু দাউদ, দারেমী আর তিরমিযী আবু সাঈদ হতে)

**জবেহকৃত পশুর পেটের বাচ্চা খাওয়া যায়**

হাদীস : ৩৭৯৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ কুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আরয করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা উষ্ট্রী, গাভী এবং বকরি যবেহ করে কোন সময় তাদের পেটের ভিতরে বাচ্চা পাই। এখন আমরা কি তাকে ফেলে দেব, নাকি খেতে পারব? তিনি বললেন, যদি ইচ্ছা হয়, তবে তোমরা তা খেতে পার। কেননা, তার যবাহ মায়ের যবাহ অনুরূপ। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজহ)

**প্রাণী যত চোটাই হোক হত্যা করা যাবে না**

হাদীস : ৩৮০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি না-হক চড়ুই কিংবা তদপেক্ষা ছোট পাখি বধ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে তার হত্যার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবেন। জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলান্নাহ! তার হক কি? তিনি উত্তরে বললেন, তাকে যবাহ করে খাবে এবং তার মাথা কেটে ফেলে দেবে না। -(আহমদ, নাসাঈ ও দারেমী) ❌!; &

**জীবিত পশুর গোশত খাওয়া হারাম**

হাদীস : ৩৮০১ ॥ হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মদীনায় আগমন করলেন। তখন মদনাবাসী জীবিত উটের চোট এবং দুহার পাছার বাড়তি গোশত কেটে খেত। তখন তিনি বললেন, জীবিত জানোয়ার হতে যা কেটে নেয়া হয়, তা মৃত, সেটা খাওয়া যাবে না। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

**তৃতীয় পরিচ্ছেদ****পেরেক দিয়ে উট জবেহ করল**

হাদীস : ৩৮০২ ॥ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার বনী হারিসা গোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি হতে বর্ণনা করেন, সে ওহদ পাহাড়ের পাদদেশে কোন এক সমভূমিতে তার প্রসবাসন উষ্ট্রী চরাচ্ছিল, হঠাৎ সে দেখতে পেল, উষ্ট্রীটি প্রায় মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেছে। কিন্তু তাকে যবেহ করার জন্য কিছুই না পেয়ে সে একটি পেরেক নিল এবং তা দিয়ে তার গলদেশ ফুঁড়ে দিল। ফলে তার রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেল। অতপর ঘটনাটি রাসূল (স)-কে অবহিত করলে তিনি তাকে খেতে আদেশ দিলেন। -(আবু দাউদ ও মালিক)

অবশ্য মালেকের অপর এক বর্ণনায় আছে, বর্ণনাকারী বলেন, সে উষ্ট্রীকে একখানা ধারালো কাঠ দিয়ে যবেহ করল।

**সামুদ্রিক প্রাণী জবেহ করতে হয় না**

হাদীস : ৩৮০৩ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সামুদ্রিক প্রাণী সেগুলোকে আল্লাহ তায়ালা আদম সন্তানের জন্য যবাহ করেছেন। -(দারা কুতনী) ❌!; &

**ত্রয়োদশ অধ্যায়****কুকুর সম্পর্কে বর্ণনা****প্রথম পরিচ্ছেদ****কুকুর পালন করা উচিত নয়**

হাদীস : ৩৮০৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে গবাদিপশু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারী কুকুর ছাড়া অন্য কোন কুকুর পোষে, প্রতিদিন তার আমল হতে দু কীরাত পরিমাণ হ্রাস পাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**গবাদি পশুর পাহারা দেয়ার জন্য কুকুর পালন করা যায়**

হাদীস : ৩৮০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গবাদি পশু পাহারাদানকারী কিংবা শিকারের জন্য নিয়োজিত অথবা খেত-খামারের ফসলাদি রক্ষণাবেক্ষণকারী কুকুর ছাড়া অন্য কোন প্রকারের কুকুর পালন করে, প্রতিদিন তার আমলের সওয়াব হতে এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পাবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

টীকা

হাদীসের নং : ৩৮০৪ ॥ কীরাত-নিজির ওজন একটি ছোটতম পরিমাণ বিশেষ। তার যথার্থ পরিমাণ আল্লাহ তায়ালাই জ্ঞাত। তবে কিরামতের দিন এক কীরাত ওহদ পাহাড় পরিমাণ ওজন হবে বলে অপর এক হাদীসে উল্লেখ রয়েছে।



### মিশকালো কুকুর হত্যা করতে হয়

হাদীস : ৩৮০৬ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে মদীনার সমস্ত কুকুরগুলো মেয়ে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। ফলে মফস্বল হতে যে মহিলাটি কুকুরসহ নগরে আগমন করত, আমরা তাকেও হত্যা করতাম। অতপর রাসূল (স) সকল কুকুর বধ করতে নিষেধ করেন এবং বললেন, তোমরা কেবলমাত্র ঐ সমস্ত কুকুরগুলো বধ কর, যেগুলো মিশকালো, দুচোখের উপরিভাগে দুটি সাদা ফোটা চিহ্ন আছে। কেননা, সেটা শয়তান। -(মুসলিম)

### পাহারা দানকারী কুকুর ছাড়া অন্যগুলো মেয়ে ফেলবে

হাদীস : ৩৮০৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত যে, রাসূল (স) শিকারী কুকুর কিংবা মেষ-দুগা পাহারাদানকারী কুকুর অথবা গবাদিপশু পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ছাড়া অন্যান্য সব কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### কুকুর ও আল্লাহর সৃষ্ট প্রাণী

হাদীস : ৩৮০৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কুকুরসমূহ আল্লাহর সৃষ্ট সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একটি সম্প্রদায় না হত, তবে আমি সমুদয় কুকুর হত্যা করার নির্দেশ দিতাম। তবে যেগুলো মিসকালো তোমরা সেগুলো হত্যা কর। -(আবু দাউদ ও দারেমী। আর তিরমিযী ও নাসাই এ কথাগুলো বর্ণিত বর্ণনা করেছেন, যে পরিবারস্থ লোকেরা শিকারী কুকুর, খেত-খামার পাহারাদানকারী কুকুর কিংবা মেষ-দুগা রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত কুকুর ভিন্ন অন্য কোন প্রকারের কুকুর পালন করবে, তাদের আমল হতে প্রত্যহ এক কীরাত পরিমাণ সওয়াব হ্রাস পাবে।)

#### পশুদের লড়াই দেখা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৮০৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) পশুদের পরস্পরের মধ্যে লড়াই করাতে নিষেধ করেছেন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ) ১১২৫-

### চতুর্দশ অধ্যায়

#### যে সমস্ত প্রাণী খাওয়া হালাল ও যা হারাম

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### হিত্র জন্তুর গোশত খাওয়া হারাম

হাদীস : ৩৮১০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ভীক্ষ দাঁতধারী যে কোন হিত্র জন্তু খাওয়া হারাম। -(মুসলিম)

#### যে পাখির পাঞ্জা খারালো তার গোশত হারাম

হাদীস : ৩৮১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যে কোন ভীক্ষ দাঁতবিশিষ্ট হিত্র জানোয়ার এবং ধারালো পাঞ্জাবিশিষ্ট পাখী খেতে নিষেধ করেছেন। -(মুসলিম)

#### গৃহপালিত গাধার গোশত হারাম

হাদীস : ৩৮১২ ॥ হযরত আবু সালাবা (রা) কর্তৃক, বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (স) গৃহপালিত গাধার মাংস হারাম বলে ঘোষণা করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়ার গোশত খাওয়া জায়েয

হাদীস : ৩৮১৩ ॥ হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) খায়বর যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন এবং ঘোড়ার মাংস সম্পর্কে অনুমতি দিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### বন্য গাধা খাওয়া জায়েয আছে

হাদীস : ৩৮১৪ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন তিনি একটি বন্য গাধা দেখতে পেলেন এবং অমনিই তাকে হত্যা করে ফেললেন। রাসূল (স)-এর কাছে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, তোমাদের কাছে সেটার গোশতের কিছু আছে কি? আবু কাতাদাহ বললেন, আমাদের কাছে তার একখানা পা আছে। অতপর তিনি তা নিলেন এবং খেলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**খরগোশ খাওয়া জায়েয**

হাদীস : ৩৮১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা মারক্বয যাহরান নামক স্থানে একটি খরগোশকে খাওয়া করলাম। অবশেষে আমি তাকে ধরে ফেললাম এবং আবু তালহার কাছে নিয়ে এলাম। তিনি সেটাকে জবেহ করলেন এবং সেটার পাছা ও উরু দুখানা রাসূল (স)-এর খেদমতে পাঠালেন, তিনি তা গ্রহণ করলেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

**গোসাপ খাওয়া মাকরুহ**

হাদীস : ৩৮১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, গোসাপ আমি খাইও না এবং তাকে হারামও বলি না। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রাসূল (স) গোসাপের গোশত খেলেন না**

হাদীস : ৩৮১৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) তাঁকে বলেছেন, একদিন তিনি রাসূল (স)-এর সাথে হযরত মায়মুনা (রা)-এর ঘরে প্রবেশ করলেন। মায়মুনা হলেন খালিদ ও ইবনে আব্বাসের খালা। এ সময় খালিদ দেখতে পেলেন, মায়মুনার কাছে রয়েছে ভাজা গুই সাপ। অতপর মায়মুনা রাসূল (স)-এর সামনে গোসাপ পেশ করলেন। তখন তিনি গোসাপ হতে হাত গুটিয়ে নিলেন। এ সময় খালিদ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! গোসাপ খাওয়া কি হারাম? তিনি বললেন, না। তবে তোমাদের এলাকায় এ জীব নেই। তাই এর প্রতি আমার ঘৃণাবোধ হয়। খালিদ বলেন, অতপর আমি তাকে নিজের দিকে টেনে নিলাম এবং সেটা দেখতে লাগলাম, আর রাসূল (স) আমার দিকে চেয়ে রইলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**মোরগের গোশত হালাল**

হাদীস : ৩৮১৮ ॥ হযরত আবু মূসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে মোরগের গোশত খেতে দেখেছি। -(বোখারী ও মুসলিম)

**টিড্ডি পাখি খাওয়া জায়েয আছে**

হাদীস : ৩৮১৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর সাথে সাতটি যুদ্ধে শরীক ছিলাম। তাঁর সাথে আমরা টিড্ডি খেয়েছি। -(বোখারী ও মুসলিম)

**সমুদ্রে মৃত মাছ খাওয়া জায়েয**

হাদীস : ৩৮২০ ॥ হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি খাবত বাহিনীর অভিযানে শরীক ছিলাম। হযরত আবু উবায়দা (রা)-কে বাহিনীর আমীর নিযুক্ত করা হয়েছিল। আমরা এক সময় ভীষণ ক্ষুধায় পতিত হয়েছিলাম। তখন সমুদ্র তীরে একটি মৃত মাছ পানির ঢেউয়ের সাথে উঠে এল। সেটার মত এত বড় প্রকাণ্ড মাছ ইতিপূর্বে আমরা দেখিনি। তাকে বলা হত, আধর। আমরা অর্ধ মাস পর্যন্ত সেটা হতে খেলাম। পরে হযরত আবু উবায়দা সেটার হাড়সমূহের একটি হাড় নিয়ে খাড়া করলেন। আর তার নীচ দিয়ে একজন উট সওয়ার অন্যায়সে অতিক্রম করল। অতপর মদীনায় এসে আমরা রাসূল (স)-এর খেদমতে বর্ণনা করলাম, তিনি বললেন, তোমরা খাও, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য রিযিক হিসেবে সেটা পাঠিয়েছেন। আর যদি তোমাদের কাছে তার অবশিষ্ট কিছু মজুদ থাকে, আমাদেরকেও খেতে দাও। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমরা রাসূল (স)-এর খেদমতে তার কিছু অংশ পাঠিয়ে দিলাম। তিনি তা খেলেন।

-(বোখারী মুসলিম)

**খাওয়ার পাত্রে মাছি পড়লে ভালোভাবে ডুবিয়ে দেন**

হাদীস : ৩৮২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও খাওয়ার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন গোটা মাছিটিকেই তাতে ডুবিয়ে দেবে। অতপর তাকে তুলে ফেলে দেবে। কেননা, তার ডানাঘয়ের এক ডানায় নিরাময় এবং অপর ডানায় রোগ থাকে। -(বোখারী)

**যিয়ে ইঁদুর মরলে ইঁদুর এবং আশপাশের যি উঠিয়ে ফেলবে**

হাদীস : ৩৮২২ ॥ হযরত মায়মুনা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন একটি ইঁদুর যিয়ের মধ্যে পড়ে মারা গেল এবং এ সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, ইঁদুর ও তার আশপাশের যি ফেলে দাও এবং অবশিষ্ট যি খাও। -(বোখারী)

**লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মেরে ফেলবে**

হাদীস : ৩৮২৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, তোমরা সকল সাপ মারবে। বিশেষ করে পিঠে দুটি কালো রেখাবিশিষ্ট এবং লেজ কাটা সাপ অবশ্যই মেরে ফেলবে।

কেননা, এগুলো চক্ষুর জ্যোতি নষ্ট করে এবং মহিলাদের গর্ভপাত ঘটায়। আবদুল্লাহ বলেন, একদিন আমি একটি সাপ মারার জন্য সেটার পেছনে ধাওয়া করলাম। এমন সময় আবু লুবা'বা (রা) আমাকে ডেকে বললেন, ওটা মেরো না। আমি বললাম, রাসূল (স) তো সকল সাপ মেরে ফেলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বললেন, এ নির্দেশের পর রাসূল (স) গৃহে বাস করে, যেগুলোকে আত্মাশ্রয়ের বলা হয়, এগুলোকে মারতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### জ্বিনেরা সাপের রূপ ধরে ঘরে প্রবেশ করে

হাদীস : ৩৮২৪ ॥ হযরত আবু সায়েব (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত আবু সাদ্দ খুদরী (রা)-এর কাছে গেলাম। আমরা সেখানে বসে ছিলাম, এমন সময় হঠাৎ তাঁর খাটের নীচে কোন কিছু নড়াচড়া শুনতে পাই। তাকিয়ে দেখলাম, এখানে একটি সাপ। আমি তখনই সেটাকে মারার জন্য উঠে দাঁড়লাম। সে সময় হযরত আবু সাদ্দ নামায পড়ছিলেন। তিনি আমাকে বসে থাকার জন্য ইংগিত করলেন। আমি অমনি বসে পড়লাম। অতপর তিনি নামায শেষ করে ঘরের একটি কক্ষের দিকে ইশারা করে বললেন, তুমি কি ঐ কক্ষটি দেখছ? আমি বললাম, জ্বি হ্যাঁ, তখন তিনি বললেন, এ কক্ষে আমাদের বংশের এক যুবক থাকত। সে ছিল সদ্য বিবাহিত দম্পতি। তিনি আরও বলেন, উক্ত যুবকটিসহ আমরা রাসূল (স)-এর সাথে খন্দকের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলাম। যুবকটি দ্বিপ্রহরে রাসূল (স)-এর কাছে হতে অনুমতি নিয়ে বাড়িতে চলে যেত। একদিন সে তাঁর কাছে অনুমতি চাইল। তখন রাসূল (স) তাকে বললেন, তুমি তোমার হাতিয়ারখানা সঙ্গে নিয়ে যাও। কেননা, আমি বনী কুরাইযার পক্ষ হতে তোমার উপর আক্রমণের আশংকা করি। সুতরাং লোকটি নিজের হাতিয়ারসমেত বাড়ির দিকে প্রত্যাবর্তন করল। সে এসে দেখতে পেল তার স্ত্রীর ঘরের উভয় দরজার মাঝখানে দণ্ডায়মান। তাকে এ অবস্থায় দেখে তার আত্মসন্ত্রমে আঘাত লাগল। ফলে সে তখনই তার দিকে বর্শা ছুরার জন্য উদ্যত হল। তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে তার স্ত্রী বলে উঠল, তুমি তোমার বর্শা গুটিয়ে না। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে দেখ, কিসে আমাকে বাইরে আসতে বাধ্য করেছে। লোকটি গৃহে প্রবেশ করেই দেখল, প্রকাণ্ড একটি সাপ বিছানার উপর জড়ো হয়ে রয়েছে। তখনই সে বর্শা দিয়ে সেটাকে আক্রমণ করল এবং বর্শার ফলকে সেটাকে বিধে ফেলল, অতপর ঘরের বাইরে এনে বর্শাটি মাটিতে গোড়ে রাখল। এ অবস্থায় সাপটি গিয়ে তার উপর আক্রমণ করল। এরপর জানা যায়নি তাদের উভয়ের মধ্যে আগে কে মৃত্যুবরণ করেছে। সে সাপ না যুবক। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর আমরা এসে রাসূল (স)-এর কাছে ঘটনাটি জানালাম এবং আরয় করলাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আল্লাহর কাছে তার জন্য দোআ করুন, যেন তিনি তাকে আমাদের জন্য জীবিত করে দেন। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের কামনা কর। অতপর তিনি বললেন, এ সমস্ত গৃহে কিছু আওয়ামের থাকে। অতএব, যখনই তোমরা তাদেরকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাও, তখনই তাদেরকে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ কর। এতে যদি চলে যায়, তবে উত্তম, অন্যথায় তাদেরকে মেরে ফেল। কেননা, সেটা কাফের। অতপর রাসূল (স) লোকদেরকে সন্মোদন করে বললেন, যাও তোমরা তোমাদের সাথীকে দাফন কর। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, মদীনায় বহু জ্বিন আছে। তাদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেছে। সুতরাং যদি তোমরা তাদের কোন একটিকে ঘরের মধ্যে দেখতে পাও, তখন তিন দিন পর্যন্ত ঘর ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দাও। আর এরপরও যদি দেখতে পাও, তাকে মেরে ফেল। কেননা, সেটা শয়তান। -(মুসলিম)

### গিরগিট হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর অগ্নিকুণ্ডে ফুঁক দিয়েছিল

হাদীস : ৩৮২৫ ॥ হযরত উমে শারীক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) গিরগিট মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, এটা হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর বিরুদ্ধে আগুনে ফুঁক দিয়েছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

### কালসাপ দেখলে মেরে ফেলতে হয়

হাদীস : ৩৮২৬ ॥ হযরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) কালসাপ মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তাকে ছোট ফাসেক বলে অভিহিত করেছেন। -(মুসলিম)

### গিরগিট প্রথম আঘাতে মারতে হয়

হাদীস : ৩৮২৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গিরগিট প্রথম আঘাতে বধ করবে, তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে। আর দ্বিতীয় আঘাতে মারলে তার চেয়ে কম এবং তৃতীয় আঘাতে মারলে তার অপেক্ষা কম লেখা হবে। -(মুসলিম)

### একটি পিপিলিকা দংশন করার কারণে সমস্ত বস্তি জ্বালিয়ে দিল

হাদীস : ৩৮২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদিন কোন একজন নবীকে একটি পিপিলিকা দংশন করেছিল। ফলে তাঁর নির্দেশে পিপিলিকার গোটা বস্তিটাই আগুনে জ্বলিয়ে দেয়া হল। তখন আব্দুল্লাহ তায়ালা তাকে ওহীর মাধ্যমে বললেন, মাত্র একটি পিপিলিকাই তোমাকে দংশন করেছিল, আর তুমি তাদের এমন একটি সম্প্রদায়কে জ্বালিয়ে দিলে যারা সর্বক্ষণ আব্দুল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### তরল ঘিয়ে ইঁদুর মরলে ফেলে দেবে

হাদীস : ৩৮২৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঘিয়ের মধ্যে ইঁদুর পড়ে গেলে যদি সেটা জমাট হয়, তখন ইঁদুর ও তার আশেপাশে ঘি ফেলে দাও। আর যদি তা তরল হয়, তখন তার কাছেও যেও না। -(আহমদ ও আবু দাউদ, আর দারেমী অত্র হাদীসটি হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

#### হোবারার গোশত খাওয়া যার হাফে-৫২৮ (৬৬০)

হাদীস : ৩৮৩০ ॥ হযরত সাফীনা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-এর সাথে হোবারার গোশত খেয়েছি। -(আবু দাউদ)

হাফে-৫৬০

#### জাফালাল দুধ ও গোশত খাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৮৩১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) জাফালাল গোশত খেতে এবং তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন। -(তিরমিযী, আর আবু দাউদের বর্ণনার মধ্যে আছে, তিনি জাফালাল সওয়ার হতেও নিষেধ করেছেন।)

#### গোসাপের গোশত খাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৮৩২ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে শিবল (রা) কর্তৃক বর্ণিত, যে রাসূল (স) গোসাপের গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ)

#### বিড়াল খাওয়া এবং তার মূল্য ভোগ করা হারাম

হাদীস : ৩৮৩৩ ॥ হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বিড়াল খেতে এবং তার মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

হাফে-৫৬২

#### খচ্চরের গোশত খাওয়া হারাম

হাদীস : ৩৮৩৪ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) খায়বর যুদ্ধের দিন গৃহপালিত গাধা, খচ্চরের গোশত প্রত্যেক তীক্ষ্ণ দন্তবান হিংস্র জানোয়ার এবং পাঞ্জাবিশিষ্ট শিকারী পাখী খাওয়া হারাম করেছেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)

#### ঘোড়া, গাধা ও খচ্চর খাওয়া না জায়েয

হাদীস : ৩৮৩৫ ॥ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত রাসূল (স) গোড়া, খচ্চর ও গাদার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

হাফে-৫৬৩

#### চুক্তিপত্রে আবদ্ধ জাতির মালপত্র অন্যায়ভাবে

#### ভোগ করা যাবে না

হাদীস : ৩৮৩৬ ॥ হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, খায়বর যুদ্ধে দিন আমি রাসূল (স)-এর সাথে শরীক ছিলাম। ইহুদিরা এসে এ অভিযোগ করল যে, লোকেরা তাদের ফলফলাদির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। তখন রাসূল (স) ঘোষণা করলেন, সাবধান! সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ এমন লোকদের মাল-সম্পদ ন্যায় অধিকার ছাড়া হালাল নয়। -(আবু দাউদ)

হাফে-৫৬৪

#### মাছ ও টিডির রক্ত হালাল

হাদীস : ৩৮৩৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দু প্রকারের মৃত এবং দু প্রকারের রক্ত আমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। সে মৃত দুটি হল, মাছ ও টিডি। আর দু প্রকারের রক্ত হল যকৃৎ ও গ্ৰীহা। -(আহমদ ও ইবনে মাজাহ ও দারা কুতনী)

## সমুদ্রের মাছ খাওয়া জায়েয

হাদীস : ৩৮৩৮ ॥ হযরত আবু যুবায়র হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে মাছটিকে সমুদ্র তীরের দিকে নিষ্ক্ষেপ করে এবং তা হতে পানি সরে যায়, তা তোমরা খাবে। আর যে মাছ পানিতে মরে ভেসে ওঠে তা খাবে না। - (আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইমাম মুহিউসসুনাহ বলেন, অধিকাংশের মতে এ হাদীসটি জাবের (রা) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত।)

যহুদী - ৬৬৫

## সকল প্রাণী হালাল নয়

হাদীস : ৩৮৩৯ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (স)-কে টিড্ডি খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, আল্লাহর এমন বহু জাতি সৃষ্ট জীব আছে, যা আমি খেয়ে না এবং হারামও বলি না। - (আবু দাউদ। মুহিউসসুনাহ বলেছেন, এ হাদীসটি দুর্বল।)

যহুদী - ৬৬৬

## মোরগকে গালি দেয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৮৪০ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালিদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মোরগকে গালি দিতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, সেটা নামাযের জন্য আযান দেয়। - (শরহে সুন্নাহ)

## মোরগ নামাযের জন্য জাগিয়ে দেয়

হাদীস : ৩৮৪১ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালিদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেননা, মোরগ মানুষদেরকে নামাযের জন্য সজাগ করে। - (আবু দাউদ)

## সাপকে প্রথমে অনুরোধ করতে হয়

হাদীস : ৩৮৪২ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবুল লায়লা (র) আবু লায়লা (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের গৃহে সাপ দেখা যায়, তখন তাকে লক্ষ্য করে বল, আমরা তোমাকে হযরত নূহ (আ) এবং হযরত সোলায়মান ইবনে দাউদ (আ)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকারের প্রেক্ষিতে বলছি, আমাদেরকে কষ্ট দেবে না। আর যদি এরপরও ফিরে আসে, তখন তাকে মেরে ফেল। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

যহুদী - ৬৬৭

## সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে

হাদীস : ৩৮৪৩ ॥ হযরত ইকরামা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, রাবী বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি রাসূল (স) হতেই বর্ণনা করেছেন, তিনি সাপসমূহ মেরে ফেলার নির্দেশ দিতেন। তিনি আরও বলেছেন, প্রতিশোধ গ্রহণের ভয়ে যে ব্যক্তি তাদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। - (শরহে সুন্নাহ)

## সাপ আজীবন শত্রু কাজেই মেরে ফেলতে হবে

হাদীস : ৩৮৪৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন হতে আমরা সাপের সাথে লড়াই করা শুরু করেছি, সে হতে আমরা আর কখনও তাদের সাথে আপোষ করিনি। আর যে ব্যক্তি ভয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। - (আবু দাউদ)

## সাপ মেরে ফেলার নির্দেশ

হাদীস : ৩৮৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সমস্ত সাপ মেরে ফেল। যে ব্যক্তি প্রতিশোধ গ্রহণের আশংকা রাখে, সে আমার দলভুক্ত নয়। - (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

## জমজম কূপের সাপ মেরে ফেলা হয়েছিল

হাদীস : ৩৮৪৬ ॥ হযরত আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি আরব করলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা যমযম কূপটি পরিষ্কার করতে ইচ্ছা করি। কিন্তু কূপের মধ্যে জ্বিন অর্থাৎ ছোট ছোট সাপ আছে। রাসূল (স) সেগুলোকে মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন। - (আবু দাউদ)

যহুদী - ৬৬৮

## সাদা বর্ণের ছোট সাপ মারা নিষেধ

হাদীস : ৩৮৪৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, রূপার ছড়ির ন্যায় সাদা বর্ণের ছোট ছোট সাপ ছাড়া অন্যান্য সকল সাপ মেরে ফেল। - (আবু দাউদ)

## পাত্রে মাছি পড়লে সম্পূর্ণ মাছি ডুবিয়ে দিতে হবে

হাদীস : ৩৮৪৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কারও খাদ্যপাত্রে মাছি পড়ে, তখন গোটা মাছিটা তাতে ডুবিয়ে দেবে। কেননা, সেটার উভয় ডানার এক ডানায় থাকে রোগ জীবাণু এবং অপরটিতে থাকে নিরাময়। আর মাছি প্রথমে রোগ জীবাণুর ডানাটি ডোবায়। সুতরাং গোটা মাছিটি ডুবিয়ে দেবে। - (আবু দাউদ)



### মাছির এক ডানায় বিষ অন্য ডানায় ঔষধ

হাদীস : ৩৮৪৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, খাদ্যের মধ্যে মাছি পড়লে গোটা মাছিটিকে তার মধ্যে ভালোভাবে ডুবিয়ে পরে তাকে ফেলে দেবে। কেননা, সেটার এক ডানায় থাকে বিষ আর অপরটিকে থাকে নিরাময়। আর মাছি আগে প্রয়োগ করে বিষ এবং নিরাময়কে সরিয়ে রাখে। -(শরহে সুন্নাহ)

### চার প্রকারের জীব হত্যা করা নিষেধ

হাদীস : ৩৮৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) চার প্রকারের জীবকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ ও ছুরাদ। -(আবুদ দাউদ ও দারেমী)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### হারাম হালাল নির্ধারিত হয়েছে

হাদীস : ৩৮৫১ ॥ হযরত ইবনে আব্বাদ (রা) কর্তৃক, তিনি বলেন, জাহেলী যুগের লোকেরা কোন জিনিস খেত আবার কোন কোন জিনিস ঘৃণাবশত বর্জন করত। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবী পাঠালেন এবং অবতীর্ণ করলেন নিজের কিতাব তাতে তিনি হালালকে হালাল এবং হারামকে হারাম বলে ঘোষণা দিলেন। সুতরাং তিনি যা হালাল বলেছেন, তাকে হালাল আর যা হারাম করেছেন তাই হারাম। আর যে বস্তু সম্পর্কে নীরব রয়েছেন তা মাজনুনীয়। এ বলে তিনি তেলাওয়াত করলেন, অর্থ : বলে দিন, আমার কাছে যা কিছু ওহী করা হয়েছে তাতে লোকেরা আহার করে তার মধ্যে আমি কিছুই নিষিদ্ধ পাইনি, মৃত প্রবাহমান রক্ত ও শূকরের মাংস ছাড়া। -(আবু দাউদ)

#### গাধার মাংস খাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৮৫২ ॥ হযরত যাহেরুল আসরামী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি হাঁড়িতে গাধার মাংস জাল দিচ্ছিলাম, এমন সময় রাসূল (স)-এর ঘোষক ঘোষণা করলেন, রাসূল (স) তোমাদেরকে গাধার মাংস খেতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী)

#### জ্বিন জাতি তিন প্রকার

হাদীস : ৩৮৫৩ ॥ হযরত আবু সালাবা খোশানী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন, জ্বিন জাতি তিন প্রকার। এক প্রকার জ্বিন, তাদের ডানা আছে, তারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। দ্বিতীয় প্রকারের জ্বিন, তারা সাপ ও কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। আর তৃতীয় প্রকারের জ্বিন, কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থানও করে এবং সেখান হতে অন্যত্র চলেও যায়। -(শরহে সুন্নাহ)

### পঞ্চদশ অধ্যায়

#### আকীকার বর্ণনা

##### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### শিশু জন্মের সাথে সাথে আকীকা করতে হয়

হাদীস : ৩৮৫৪ ॥ হযরত সালমান ইবনে আমের দাবরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, শিশু জন্মের সাথে আকীকা জড়িত। সুতরাং তার পক্ষ হতে তোমার রক্ত প্রবাহিত কর। অর্থাৎ, পশু জবেহ কর এবং তার শরীর হতে কষ্ট দূর করে দাও। -(বোখারী)

#### শিশুদের তাহনীক করাতে হয়

হাদীস : ৩৮৫৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স)-এর কাছে নবজাত শিশুদেরকে আনা হত, তিনি তাদের কল্যাণের জন্য দোআ করতেন এবং তাদেরকে তাহনীক করতেন। -(মুসলিম)

#### আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়র মুহাজিরদের প্রথম শিশু

হাদীস : ৩৮৫৬ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (র) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি মক্কাতেই আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়রকে গর্ভে ধারণ করেন। তিনি আরো বলেন, কোবা অবস্থানকালেই তিনি ভূমিষ্ঠ হন। অতপর আমি তাকে নিয়ে রাসূল (স)-এর খেদমতে এলাম এবং তাকে তাঁর কোলে তুলে দিলাম। তিনি খেঁজুর চেয়ে নিলেন এবং তা চিবিয়ে তার মুখে রাখলেন এবং তার তালুতে লাগালেন। অতপর তার জন্য বরকতের দোআ করলেন। মুসলামনদের মধ্যে সে-ই প্রথম শিশু জন্মগ্রহণ করেছিল। -(বোখারী ও মুসলিম)

টীকা

হাদীসের নং : ৩৮৫৫ ॥ কোন ব্যক্তি খোরমা চিবিয়ে কিংবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোন বস্তুতে স্বীয় লালা মিশ্রিত করে নবজাত শিশুর মুখে অথবা মাথার তালুতে দেয়াকে তাহনীক বলে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ছেলের জন্য দুটি এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল জবেহ করবে

হাদীস : ৩৮৫৭ ॥ হযরত উম্মে কুরয (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমরা পাখীকে তাদের বাসায় অবস্থান করতে দাও। উম্মে কুরয বলেন, আমি তাকে এও বলতে শুনেছি যে ছেলের পক্ষ হতে দুটি বকরি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরি দিতে হয় এবং সেগুলো ছাগ বা ছাগী হওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। -(আবু দাউদ, তিরমিযী, আর নাসাঈ ছেলে পক্ষ হতে দুটি ছাগল এ বাক্য হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।)

শিশু জন্মালে আকীকা করতে হয়

হাদীস : ৩৮৫৮ ॥ হযরত হাসান বসরী (রা) হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শিশু আকীকার সাথে আবদ্ধ থাকে। জন্মের সপ্তম দিন আর পক্ষ হতে পশু জবেহ করবে এবং তার নাম রাখবে, তার মাথা মুড়াবে। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

চুলের ওজনে রৌপ্য দান করতে হয়

হাদীস : ৩৮৫৯ ॥ হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (রা) কর্তৃক বর্ণিত যে, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা) বলেছেন, রাসূল (স) হযরত হাসান (রা)-এর পক্ষ হতে একটি বকরী দিয়ে আকীকা করলেন এবং বললেন, হে ফাতেমা! তার মাথাটি মুড়িয়ে দাও আর চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা কর। আমরা তার চুলগুলো ওজন করলাম। সেটার ওজন এক দিরহাম বা তার চেয়ে কিছু কম ছিল। -(তিরমিযী)

প্রয়োজনে একটি পশু দিয়ে আকীকা করা যায়

হাদীস : ৩৮৬০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) হাসান ও হুসাইনের তরফ হতে এক একটি দুধা আকীকা করেছেন। -(আবু দাউদ, আর নাসাঈ বর্ণনা করেছেন দু দুটি বকরী।)

সন্তানের আকীকা হল পশু জবাই করা

হাদীস : ৩৮৬১ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআব তঁর পিতার মাধ্যমে তঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা অকু পছন্দ করেন না। যেন আকীকা শব্দটি ব্যবহার করাকে তিনি পছন্দ করেন নি। অতর্পূর্ণ তিনি বললেন, যার কোন সন্তান জন্মায়, আর সে তার পক্ষ হতে কোন পশু জবেহ করতে চায় তবে সে যেন অবশ্যই ছেলের পক্ষ হতে দুটি এবং মেয়ের পক্ষ হতে একটি বকরী জবেহ করে। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

সন্তান জন্মিলে কানে আযান দিতে হয়

হাদীস : ৩৮৬২ ॥ হযরত আবু রাফে (রা) হতে বর্ণিত, তিনি হাসান ইবনে আলীকে যখন হযরত ফাতেমা (রা) প্রসব করলেন, তখন আমি রাসূল (স)-কে তার কানে নামাযের আযানের ন্যায় আযান দিতে দেখেছি। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও সহীহ)

হাফেজ - ৬৪০

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শিশু জন্মের সাতদিনে আকীকা করা উচিত

হাদীস : ৩৮৬৩ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলা যুগে আমাদের কারও সন্তান জন্মা নিলে সে একটি বকরি জবেহ করত এবং সেটার রক্ত নিয়ে শিশুর মাথায় মালিশ করে দিত। কিন্তু ইসলামের আবির্ভাবের পর শিশু জন্মের সপ্তম দিন আমরা একটি বকরি জবেহ করে, তার মাথা কামিয়ে ফেলি এবং তার মাথায় জাফরান মেখে দিই। -(আবু দাউদ, আর ইমাম রাযীন অতিরিক্ত এ কথাটিও বর্ণনা করেছেন যে, সে দিন আমরা তার নামও রাখি।)

## ষোড়শ অধ্যায়

### খাদ্য পর্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রোটের সামনের দিক হতে খাওয়া উচিত

হাদীস : ৩৮৬৪ ॥ হযরত ওমর ইবনে আবু সালাম (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একজন লোক হিসেবে রাসূল (স)-এর তত্ত্বাবধানে ছিলাম। আমার হাত খাওয়ার পাত্রের চারদিকে পৌঁছাত। তখন রাসূল (স) আমাকে বললেন, বিসমিল্লাহ বলে ডান হাতে খাও এবং নিজের সামনে হতে খাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

### বিসমিল্লাহ না বললে তা হয় শয়তানে খাদ্য

হাদীস : ৩৮৬৫ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, শয়তান সে খাদ্যকে নিজের জন্য হালাল করে নেয়, যদি না সেটাকে বিসমিল্লাহ বলা হয়। -(মুসলিম)

### খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বললে শয়তান দূরে চলে যায়

হাদীস : ৩৮৬৬ ॥ হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে ও খাওয়ার সময় আল্লাহকে স্মরণ করে, তখন শয়তান বলে, এ ঘরে তোমাদের জন্য রাত যাপনের সুযোগ নেই এবং খাদ্যও পাওয়া যাবে না। আর যখন দশে ঘরে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালে আল্লাহর নাম নেয় না, তখন শয়তান বলে তোমরা রাত্রি যাপনের স্থান পেয়েছ। আর যখন সে খাওয়ার সময় আল্লাহর নাম নেয় না তখন সে বলে, তোমরা রাত যাপন ও খাওয়া উভয়টি সুযোগ লাভ করেছে। -(মুসলিম)

### ডান হাত দিয়ে খানা খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন কিছু খায়, তখন সে যেন ডান হাতে খায়। আর যখন পান করে তখন যেন ডান হাতে পান করে। -(মুসলিম)

### বাম হাতে খাওয়া হারাম

হাদীস : ৩৮৬৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সাবধান! তোমাদের কেউ যেন বাম হাতে না খায় এবং সে হাতে পানও না করে। কেননা, শয়তান তার বাম হাতে খায় এবং সে হাতে পানও করে। -(মুসলিম)

### তিন আঙুলে খানা খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৬৯ ॥ হযরত কাব ইবনে মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) তিন আঙুলে খানা খেতেন এবং হাত মোছার পূর্বে আঙুল চেটে খেতেন। -(মুসলিম)

### খাদ্য পাত্র চেটে খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৭০ ॥ হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, যে রাসূল (স) আঙুলসমূহ ও খাদ্যপাত্র চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন খাদ্যের কোন অংশটির মধ্যে বরকত রয়েছে নিশ্চয়ই তোমরা তা অবগত নও। -(মুসলিম)

### আঙুল চেটে খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৭১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত যে, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ কিছু খায়, তখন সে যেন আঙুল চেটে খাওয়া অথবা অন্যের দ্বারা তা চেটে খাওয়ান ও হাত না মুছে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### প্রতিটি কাজের সাথে শয়তান উপস্থিত হয়

হাদীস : ৩৮৭২ ॥ হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, তোমাদের কারও প্রতিটি কাজের সময় শয়তান তার পাশে উপস্থিত হয়, এমন কি তার খাওয়ার সময়ও তার কাছে উপস্থিত হয়। সুতরাং যদি তোমাদের কারও লোকমা পড়ে যায়, সে যেন তা তুলে ময়লা পরিষ্কার করে সেটা খেয়ে নেয় এবং শয়তানের জন্য সেটা ছেড়ে না দেয়। আর খাওয়া শেষে যেন আঙুল চেটে নেয়। কেননা, সে জানে না যে, তার খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়েছে। -(মুসলিম)

### হেলান দিয়ে খানা খাওয়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩৮৭৩ ॥ হযরত আবু হোজায়ফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আমি হেলান দিয়ে খাই না। -(বোখারী)

### টেবিলে রেখে আহার করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৮৭৪ ॥ হযরত কাতাদাহ (র) হতে বর্ণিত, হযরত আনাস (রা) বলেছেন, রাসূল (স) কখনও টেবিলে রেখে আহার করেন নি এবং ছোট ছোট পেয়লাবিশিষ্ট খাঞ্চায়ও খানা খাননি। আর তাঁর জন্য কখনও চাপাতি রুটিও তৈরি করা হয় নি। কাতাদাহকে জিজ্ঞেস করা হল, তবে তাঁরা কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন, সাধারণ দস্তরখান বিছিয়ে আহার করতেন। -(বোখারী)

টীকা

হাদীসের নং : ৩৮৬৪ ॥ ওমর ইবনে আবু সালামা ছিলেন হুজুর (স) এর বৈপ্লবিক সন্তান। তাঁরই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়েছেন, খাওয়ার আদব হল পাত্রের এদিকে হাত না বাড়িয়ে নিজের কাছেই পাশ হাতে খাদ্য গ্রহণ করা।

### রাসূল (স) পাতলা রুটি দেখেন নি

হাদীস : ৩৮৭৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত পাতলা রুটি দেখেছেন বলে আমার জানা নেই, আর না তিনি কখনও স্বচক্ষে ভূনা বকরী দেখেছেন। -(বোখারী)

### রাসূল (স)-এর সামনে ময়দা ছিল না

হাদীস : ৩৮৭৬ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা যখন হতে রাসূল (স)-কে প্রেরণ করেছেন, তখন হতে ওফাত পর্যন্ত তিনি কখনও ময়দা দেখেন নি। তিনি আরও বলেছেন, রাসূল (স) মৃত্যু পর্যন্ত কখনও চালনি দেখেন নি। তখন সাহলকে জিজ্ঞেস করা হল, না ছেলে আপনারা যব কিভাবে খেতেন? তিনি বললেন, আমরা সেটাকে পিষে নিতাম এবং তাতে ফুঁ দিতাম, ফলে যা উড়ে যাওয়ার তা উড়ে যেত। আর যা অবশিষ্ট থাকত আমরা তা মখে নিতাম এবং এরপর তা খেতাম। -(বোখারী)

### খাদ্যের দোষ প্রকাশ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৮৭৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) কখনও কোন খাদ্যের দোষ প্রকাশ করেন নি। অবশ্য মনে চাইলে খেয়েছেন। আর অপছন্দ হলে পরিত্যাগ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মুমিন এক পাকস্থলীতে খায়

হাদীস : ৩৮৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন এক ব্যক্তি অধিক পরিমাণে খানা খেতেন, পরে সে ইসলাম গ্রহণ করল। তখন সে খেতে অল্প লাগল। ব্যাপারটি রাসূল (স)-কে জানালে তিনি বললেন, মুমিন খায় এক পাকস্থলীতে আর কাফের কায় সাত পাকস্থলীতে। -(বোখারী)

ইমাম মুসলিম আবু মূসা ও ইবনে ওমর (রা) হতে শুধু মাত্র রাসূল (স) বর্ণিত, বাণীটিই **ان المومن يأكل .. الخ** বর্ণনা করেছেন। তবে হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় আছে যে, এক কাফের রাসূল (স)-এর মেহমান হল। তিনি একটি বকরীর দুধ আনতে নির্দেশ দিলেন, দুধ দোহন করা হল এবং লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফেলল। অতপর আরেকটি বকরীর দুধ আনতে নির্দেশ দিলেন, বকরীর দুধ দোহন করা হল। এ দুধগুলোও সে পান করে ফেলল। এরপর তৃতীয় আরেকটি বকরী দোহন করা হল। এ দুধগুলোও সে পান করে ফেলল। এভাবে সে শেষ নাগাদ সাতটি বকরীর সবটুকু দুধ একাই পান করে ফেলল। পরদিন ভোরে লোকটি ইসলাম গ্রহণ করল। তখন রাসূল (স) তার একটি বকরী দোহন করার নির্দেশ দিলেন। দুধ দোহন করার হল। লোকটি সবটুকু দুধ পান করে ফেলল। অতপর আরেকটি বকরী দোহন করার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু সে এবার সবটুকু দুধ পান করতে পারল না। তখন রাসূল (স) বললেন, মুমিন এক পাকস্থলীতে পান করে। আর কাফের পান করে সাত পাকস্থলীতে।

### তিনজনের খাবার চারজনে খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, দুজনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট এবং তিনজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট। -(বোখারী ও মুসলিম)

### একজনের খাবার দুজনে খেতে হয়

হাদীস : ৩৮৮০ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, একজনের খাবার দুজনের জন্য যথেষ্ট; দুজনের খাবার চারজনের জন্য যথেষ্ট এবং চারজনের খাবার আটজনের জন্য যথেষ্ট। -(মুসলিম)

### তালবীনা রোগীর খাদ্য স্বরূপ

হাদীস : ৩৮৮১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তালবীনা পীড়িত ব্যক্তি অন্তরে প্রশান্তি আনে এবং দৃষ্টিভ্রান্ত কিছুটা লাঘব করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### কদু শরীরের জন্য উপযোগী

হাদীস : ৩৮৮২ ॥ হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন এক দর্জি রাসূল (স)-কে খাবার দাওয়াত করল, যা সে প্রস্তুত করেছিল। সুতরাং আমিও রাসূল (স)-এর সাথে গেলাম। সে যবের রুটি ও ঝোলবিশিষ্ট তরকারি উপস্থিত করল তার মধ্যে কিছু কদু ও গোশতের টুকরা। তখন আমি দেখলাম রাসূল (স) পেয়ালার আশপাশ হতে কদু খুঁজে নিচ্ছেন। ফলে সে দিন হতে আমি সর্বদা কদু খাওয়া পছন্দ করতে লাগলাম। -(বোখারী ও মুসলিম)

### গোশত খেয়ে অযু করতে

হাদীস : ৩৮৮৩ ॥ হযরত আমর ইবনে ইমাইয়া (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বকরীর গাঁজরের গোশত স্বহস্তে কেটে খেতে দেখেন। এমন সময় নামাযের জন্য আহ্বান করা হলে তিনি গোশতের টুকরো এবং যে চুরি কেটে খাচ্ছিলেন সেটা রেখে দিলেন এবং গিয়ে নামায আদায় করলেন। অথচ তিনি নূতনভাবে অযু করেন নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

## মধু স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী

হাদীস : ৩৮৮৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মিষ্টি ও মধু পছন্দ করতেন।

-(বোখারী)

## সিরকা উত্তম তরকারী

হাদীস : ৩৮৮৫ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) নিজ গৃহে তরকারি চাইলেন, তাঁরা বললেন, আমাদের কাছে সিরকা ছাড়া আর কিছুই নেই। তখন তিনি আঁ চেয়ে নিলেন এবং তা দিয়ে রুটি খেতে লাগলেন, আর বললেন, সিরকা উত্তম তরকারি, সিরকা উত্তম তরকারি। -(মুসলিম)

## ব্যাঙের ছাতা মান্না জাতীয় খাদ্য

হাদীস : ৩৮৮৬ ॥ হযরত সাঈদ ইবনে যায়দ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ব্যাঙের ছাতা মান্না জাতীয় এবং তার পানি চোখের জন্য ঔষধ। -(বোখারী আর মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, সে মান্না বিশেষ যা আদ্রাহ তায়াল্লা হযরত মুসা (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ করেছিলেন।

## কাঁকড়ি এক জাতীয় ফল

হাদীস : ৩৮৮৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কাঁকড়ির সাথে তাজা খেঁজুর খেতে দেখেছি। -(বোখারী ও মুসলিম)

## সব নবী-রাসূলগণই বকরী চরাতেন

হাদীস : ৩৮৮৮ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মারকয যাহরান নামক স্থানে ছিলাম, এ সময় বাবলা ফল চয়ন করছিলাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা শুধুমাত্র কালো কালোওলা চয়ন কর। কেননা, সেটাই উত্তম। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কি বকরী চরাতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ, এমন কোন নবীই নেই যিনি বকরী চরান নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

## তাড়াতাড়ি কিছু খাওয়া

হাদীস : ৩৮৮৯ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি উপুড়ে বসে খেঁজুর খাচ্ছিলেন। অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি তা হতে খুব তাড়াতাড়ি খাচ্ছিলেন। -(মুসলিম)

## সাথীর অনুমতি ছাড়া একসাথে দু খেঁজুর খাওয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৮৯০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, কাকেও নিজ সাথী ভাইদের অনুমতি ব্যতিরেকে দু খেঁজুর এক সাথে খেতে রাসূল (স) নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

## যে ঘরে খেঁজুর নেই সে গৃহবাসী অভুত

হাদীস : ৩৮৯১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সে গৃহবাসী অভুত নয়, যাদের কাছে খেঁজুর আছে। অপর এক এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, হে আয়েশা! যে ঘরে খেঁজুর নেই সে গৃহবাসী অভুত। এ কথাটি তিনি দু অথবা তিনবার বলেছেন। -(মুসলিম)

## আজওয়া খেঁজুর বিষ নাশক

হাদীস : ৩৮৯২ ॥ হযরত সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি ভোরে সাতটি আজওয়া খেঁজুর খাবে, সে দিন কোন বিষ ও জাদুটোনা তার ক্ষতি করতে পারবে না।

-(বোখারী ও মুসলিম)

## আজওয়া খেঁজুর রোগের ঔষধ

হাদীস : ৩৮৯৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, মদীনার উচ্চভূমির আজওয়া খেঁজুরের মধ্যে রোগের নিরাময় রয়েছে। আর ভোরে সেটা খাওয়া বিষের প্রতিষেধক। -(মুসলিম)

## নবী পরিবারের এক মাস পর্যন্ত চুলা জ্বলত না

হাদীস : ৩৮৯৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কখনো কখনো আমাদের উপর গোটা একটি মাস অতিবাহিত হত, তার মধ্যে আমরা আগুন জ্বালাতাম না, শুধু খোরমা ও পানি দিয়ে আমাদের গুজরান হত। তবে কোন সময়ে কিছু গোশত হাদিয়া স্বরূপ এসে পড়লে। -(বোখারী ও মুসলিম)

## নবী পরিবার এক নাগারে দুদিন পরিতৃপ্ত আহার করেন নি

হাদীস : ৩৮৯৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মুহাম্মদ (স)-এর পরিবার-পরিজন এক নাগাড়ে দু দিন আটার রুটি দিয়ে পরিতৃপ্ত হতে পারেন নি; বরং দু দিনের এক দিন খেঁজুর খেতেন। -(বোখারী মুসলিম)



### নবী পরিবার সব সময় খেঁজুর ও পানি খেতেন

হাদীস : ৩৮৯৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন অবস্থায় রাসূল (স)-এর ওফাত হয় যে, আমরা দু কাল বস্তু খেঁজুর ও পানি পেট পুরে খেতে পাচ্ছি নি। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স)-এর জীবন কষ্টে অতিবাহিত হয়েছে

হাদীস : ৩৮৯৭ ॥ হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা কি যা চাও তাই পানাহার করছ না, অথচ আমি তোমাদের রাসূল (স)-কে এমন অবস্থায় দেখেছি যে, নিম্নমানের খেঁজুরও এ পরিমাণ তাঁর জোটে নি, যা দিয়ে তার নিজ উদর পূরণ হতে পারে। -(মুসলিম)

### রাসূল (স) রসুন পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৩৮৯৮ ॥ হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জন্য যখনই কোন খাদ্য দ্রব্য আনা হত, তখন তা হতে নিজে খেয়ে অবশিষ্টটুকু আমার কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একদিন আমার কাছে এমন একটি পাত্র পাঠিয়ে দিলেন, যা হতে তিনি কিছুই খাননি। কেননা, তাতে রসুন ছিল, তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম ওটা কি হারাম? তিনি বললেন, না, তবে এর গন্ধের কারণে আমি রসুন পছন্দ করি না। আবু আইউব বললেন, আপনি যা অপছন্দ করেন আমিও তা অপছন্দ করি। -(মুসলিম)

### গন্ধ জাতীয় কিছু খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৮৯৯ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রসুন কিংবা পেয়াজ খায়, সে যেন আমাদের কাছে হতে সরে থাকে। অথবা বলেছেন, সে যেন আমাদের মসজিদে হতে দূর থাকে অথবা নিজ বাড়ী ঘরে বসে থাকে। এর সময় রাসূল (স)-এর খেদমতে রান্না করা একটি তরকারির পাতিল আনা হল। তিনি তাতে এক ধরনের গন্ধ অনুভব করলেন, তখন সেটা একজন সাহাবির সামনে এগিয়ে দিতে বললেন এবং সে সাহাবিকে বললেন, তুমি খেতে পার। কারণ, আমাকে যার সাথে গোপনে কথা বলতে হয়, তোমাকে তার সাথে কথা বলতে হয় না।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### খাদ্যদ্রব্য মেপে নিতে হয়

হাদীস : ৩৯০০ ॥ হযরত মেকদাম ইবনে মাদীকারাব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের খাদ্যদ্রব্যকে মেপে নাও, এতে তোমাদের জন্য বরকত দেয়া হবে। -(বোখারী)

### আহার করে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হয়

হাদীস : ৩৯০১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর সামনে থেকে যখন দস্তুরখান ওঠান হত, তখন তিনি এ দোআ পড়তেন, অর্থ, পাক-পবিত্র, বরকতময়, অনেক অনেক প্রশংসা আল্লাহর জন্য। হে পরওয়ারদেগার! তোমার নেয়ামত হতে মুখ থাকা যায় না। -(বোখারী)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### খানা খাওয়ার পূর্বে আল্লাহর নাম নিতে হয়

হাদীস : ৩৯০২ ॥ হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূল (স)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় খাবার আনা হল। আমি অদ্যাবধি তা হতে বেশি বরকতময় খানা দেখি না, প্রথম ভাগে যা আমরা খেয়েছিলাম। আর না অতি স্নগ্ধ বরকত যা তার শেষ ভাগে ছিল। আমরা আরম্ভ করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! এমনটা হল কেন? তিনি বললেন, আমরা যখন খাওয়া শুরু করি, তখন আল্লাহর নাম নিয়ে শুরু করেছিলাম। অতপর এক লোক খেতে বসেছে, সে আল্লাহর নাম নেয় নি, ফলে তার সাথে শয়তানও খানা খেয়েছে। -(শরহে সুন্নাহ) ১৫৮০

#### বিসমিল্লাহ বলে খানা শুরু করবে

হাদীস : ৩৯০৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানা খায় এবং আল্লাহর নাম নিতে ভুলে যায়, সে যেন বলে বিসমিল্লাহি আওয়লাহ ওয়া আখিরাহ। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

#### বিসমিল্লাহ ছাড়া খানা কেলে শয়তান শরীক হয়

হাদীস : ৩৯০৪ ॥ হযরত উমাইয়্যা ইবনে মাখশী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি বিসমিল্লাহ না পড়ে খানা খেল, অবশেষে মাত্র একটি গ্রাস অবশিষ্ট রইল, যখন সে সেটা মুখের কাছে তুলল, তখন সে বলে উঠল, বিসমিল্লাহি আওয়লাহ ওয়া আখিরাহ। তার অবস্থা দেখে রাসূল (স) হেসে উঠলেন, অতপর বললেন, এতক্ষণ পর্যন্ত শয়তান ঐ লোকটির সাথে খাচ্ছিল। আর যখনই সে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করল, তখন শয়তান তার পেটের মধ্যে যা কিছু ছিল বমি করে দিল। -(আবু দাউদ) ১৫৮১

## খানা খাওয়ার পরের দোআ

হাদীস : ৩৯০৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন খানাপিনা হতে অবসর হতেন, তখন এ দোআ পড়তেন। অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি আমাদেরকে খাওয়াচ্ছেন, পান করছেন এবং আমাদেরকে মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ) **হাদীস-৬৪৬**

## খানা খেয়ে শোকর করতে হয়

হাদীস : ৩৯০৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল, (স) বলেছেন, খানা খেয়ে শোকর আদায়কারী সংযমী রোযাদারের ন্যায় সওয়াবের অধিকারী হয়। -(তিরমিযী। আর ইবনে মাজাহ ও দারেমী হাদীসটি সেনান ইবনে সাল্লাহ-এর মাধ্যমে তার পিতা হতে বর্ণনা করছেন।

## খাওয়ার পূর্বে দোআ করতে হয়

হাদীস : ৩৯০৭ ॥ হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন কিছু খেতেন বা পান করতেন, তখন এ দোআ পড়তেন। অর্থ : সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর জন্য যিনি খাওয়াচ্ছেন ও পান করছেন অতি সহজে তার উদরস্থ করছেন এবং বের হবার ব্যবস্থা করেছেন। -(আবু দাউদ)

## খানার পূর্বে ও পরে অযু করা ভালো

হাদীস : ৩৯০৮ ॥ হযরত সালমান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি তাওরাতে পড়েছি, খাওয়ার পরে অযু করলে, খাদ্যের মধ্যে বরকত হাসিল হয়। এ কথাটি আমি কোন এক সময় রাসূল (স)-কে জানালাম, তখন তিনি বললেন, খানার বরকত খাওয়ার পূর্বে অযু করা এবং তার পরে অযু করা। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ) **হাদীস-৬৪৮**

## নামাজের জন্য অবশ্যই অযু করতে হয়

হাদীস : ৩৯০৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) শৌচাগার হতে বের হয়ে এলেন, এমন সময় তাঁর সামনে খানা উপস্থিত করা হল। তখন লোকেরা বলে উঠল, আমরা কি আপনার জন্য অযুর পানি আনব না? তিনি বললেন, যখন আমি নামাজের প্রত্নুতি নেব, তখনই অযু করার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ। আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করছেন।

## খাদ্যের বরকত মাঝখানে অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ৩৯১০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স)-এর সামনে এক পাত্র সারীদ আনা হল। তখন তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা এর পার্শ্ব হতে খাও, মধ্য হতে খেও না। কেননা, খাদ্যের বরকত মাঝখানেই অবতীর্ণ হয়। -(তিরমিযী ইবনে মাজাহ ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ। আর আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, রাসূল বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানা খায়, সে যেন পাত্রের উপরিভাগ হতে না খায়, বরং তার নিম্নভাগ হতে খায়। কেননা, বরকত উপরিভাগে অবতীর্ণ হয়।

## লোকদের পেছনে রেখে চলা উচিত নয়

হাদীস : ৩৯১১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-কে কখনো হেলান দিয়ে খানা খেতে দেখা যায়নি। আর তিনি দুজন লোককেও পেছনে রেখে চলেন নি। -(আবু দাউদ)

## খাদ্য খাওয়ার পর হাত মুছে ফেলা যায়

হাদীস : ৩৯১২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জাযআ (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর জন্য কিছু রুটি ও গোশত আনা হল, এ সময় তিনি মসজিদেই ছিলেন। তিনি তা খেলেন এবং তাঁর সাথে আমরাও খেলাম। অতপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং নামায পড়লেন। আর আমরাও তাঁর সাথে নামায আদায় করলাম। অথচ আমরা আমাদের হাতগুলো কাঁকরে মুছে নেয়া ছাড়া অধিক কিছু করি নি। -(ইবনে মাজাহ)

## রাসূল (স) পাঞ্জরের গোশত ভালোবাসতেন

হাদীস : ৩৯১৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর জন্য কিছু গোশত আনা হল এবং তাঁর সামনে পাঞ্জরের অংশটিই রাখা হল। তিনি তা খেতে খুব বেশি পছন্দ করতেন। তাই তিনি তা হতে দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খেলেন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

## গোশত ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৯১৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ছুরি দিয়ে গোশত কেটে না। কেননা, তা আজমীদের আচরণ; বরং তা দাঁত দিয়ে চিবিয়ে খাও। কারণ, এটা বেশি সুস্বাদু এবং হজমের দিক দিয়ে ভালো। -(আবু দাউদ ও বায়হাকী এবং তাঁরা উভয়েই বলেছেন যে, এ হাদীসটি সনদ সুদৃঢ় নয়।)

## সদ্য রোগমুক্ত অবস্থায় খেঁজুর খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৯১৫ ॥ হযরত উনু মুনিযির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) আমার ঘরে এলেন এবং তাঁর তার সঙ্গে ছিলেন আলী (রা)। আমাদের গৃহে খেঁজুর ছড়া ঝুলানো ছিল। রাসূল (স) তা হতে খেতে লাগলেন এবং তাঁর সাথে আলীও খেলেন। তখন রাসূল (স) আলীকে বললেন, হে আলী! তুমি থাম। কেননা, তুমি সদ্য রোগমুক্ত। উম্মুল মুনিযির বলেন অতপর আমি তাদের জন্য শালগম জাতীয় সবজি ও যব তৈরি করে দিলাম। তখন রাসূল (স) বললেন, হে আলী! এটা হতে খাও, এটা তোমার উপযোগী। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

## খাদ্য পাত্রের নিচের অংশ খাওয়া ভালো

হাদীস : ৩৯১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) খাদ্যপাত্রের তলচাট নীচে লেপে থাকা অংশ পছন্দ করতেন। -(তিরমিযী ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

## খাদ্যের পাত্র চেটে খেতে হয়

হাদীস : ৩৯১৭ ॥ হযরত নোবায়শা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি পেয়লাতে খায় এবং পরে তা চেটে দেয়, পাত্রটি তার জন্য মার্ককেন্দ্রত কামনা করে। -(আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি গরীব)

১৫২০ - ৬৪২

## খানা খেয়ে হাত ভালোভাবে ধুতে হয়

হাদীস : ৩৯১৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় রাত ঘাপন করে যে, তার হাতের মধ্যে খাদ্যের চিহ্ন থেকে যায়, সে সেটা ধৌত করে নি। পরে কোন কিছু তার অনিষ্ট করে, তবে সে যেন নিজেকেই দোষারোপ করে। -(তিরমিযী, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

## রাসূল (স) রুটি সারীদ পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৯১৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে রুটির সারীদ এবং হায়েসের সারীদ ছিল প্রিয় খাদ্য। -(আবু দাউদ) ১৫২০ - ৬৪৭

## জয়তুনের তেল খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৯২০ ॥ হযরত আবু উসায়দ আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা জয়তুনের তেল খাও এবং সেটা গায়ে মালিশ কর। কারণ এটা হল একটি কল্যাণময় বৃক্ষ হতে।

-(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী)

## সিরকা সালুন সমফুল্য

হাদীস : ৩৯২১ ॥ হযরত উনু হানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন, রাসূল (স) আমার কাছে এসে বললেন, তোমার কাছে খাওয়ার কিছু আছে কি? আমি বললাম, শুকনা রুটি ও সিরকা ছাড়া কিছুই নেই। তিনি বললেন, ওটাই নাও। বক্তৃত যে ঘরে সিরকা আছে, সে ঘর সালনফুল্য নয়।

-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব।)

## রাসূল (স) ও খেঁজুর খেলেন

হাদীস : ৩৯২২ ॥ হযরত ইউসুফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) বলেন, একবার আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, তিনি এক টুকরা যবের রুটি নিয়ে তার উপরে খেঁজুর রেখে বললেন, এটা খেঁজুর তার রুটিন সালন। এবং সেটা খেলেন। -(আবু দাউদ) ১৫২০ - ৬৪৬

## অসুখ হলে চিকিৎসকের কাছে যেতে হয়

হাদীস : ৩৯২৩ ॥ হযরত সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সময় আমি মারাত্মকভাবে পীড়িত হয়ে পড়লাম। রাসূল (স) আমার ষোড়শবর নিতে তাশরীফ আনলেন। তিনি নিজের হাতখানা আমার দুই স্তনের মাঝখানে রাখলেন তাতে আমি আমার কলিজায় শীতলতা অনুভব করলাম। অতপর তিনি বললেন, তুমি একজন হৃদ বেদনার রোগী। সুতরাং তুমি সর্কীফ গোত্রীয় হারিস ইবনে কালদার কাছে যাও সে একজন চিকিৎসক। সে যেন অবশ্যই মদীনার সাতটি আজওয়া খেঁজুর বীচিসহ পিষে তোমার মুখের মধ্যে ঢেলে দেয়। -(আবু দাউদ) ১৫২০ - ৬৪৭

## রাসূল (স) খরবুজা খেতে ভালোবাসতেন

হাদীস : ৩৯২৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) তাজা-পাকা খেঁজুর দিয়ে খরবুজা খেতে। -(তিরমিযী, আর আবু দাউদ এ কথাটি বর্ণিত করেছেন এবং তিনি বলতেন, 'এর খরবুজার শীতলতা তার খেঁজুরের উষ্ণতা এবং ওটার উষ্ণতা এর শীতলতা সংশোধন করে দেয়। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব)

## পুরাতন খেঁজুরে পোকা থাকে

হাদীস : ৩৯২৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর খেদমতে পুরাতন খেঁজুর পেশ করা হল। তিনি সেটা খুঁটতে এবং তা হতে পোকা বের করতে লাগলেন। -(আবু দাউদ)

## রাসূল (স) পনির খেতে ভালোবাসতেন

হাদীস : ৩৯২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, তারকের যুদ্ধের সময় রাসূল (স)-এর জন্য টুকরো পনির আনা হল। তখন তিনি ছুরি আনালেন এবং বিসমিল্লাহ বলে কাটলেন। -(আবু দাউদ)

## কোরআন ও হাদীসে যে বিষয়ে উল্লেখ নেই

## সে বিষয়ে নীরব থাকতে হবে

হাদীস : ৩৯২৭ ॥ হযরত সালামান ফারসী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে ঘি, পনির ও বন্য ঋাধা খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি বললেন, আল্লাহ তায়ালা তার কিতাবে যা কিছু হালাল বলেছেন তাই হালাল এবং তার কিতাবে যা কিছু হারাম বলেছেন, তা হারাম। আর যা হতে নীরব রয়েছেন তা মাজনীয়। -(ইবনে মাজাহ ও তিরমিযী ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান গরীব। তবে অধিক সহীহ কথা হল, সেটা মওকুফ।)

## ঘি দুধে মিশ্রিত আটার রুটি খুব পছন্দনীয়

হাদীস : ৩৯২৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঘি-দুধে মিশ্রিত চূপসা ভিজা ধবধবে সাদা উত্তম গমের আটার তৈরি রুটি আমার অত্যন্ত প্রিয়। এ কথা শুনে জনতার মধ্য হতে এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং রাসূল (স)-এর জন্য রুটি তৈরি করে তার খেদমতে নিয়ে এল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যে ঘি দিয়ে রুটি তৈরি করা হয়েছে তা কেমন ধরণের পাণ্ডে রাখা ছিল? সে বলল, ওই সাপের চামড়ার ঘলের মধ্যে। তখন তিনি বললেন, এটা তুলে নাও। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ এবং আবু দাউদ বলেছেন, হাদীসটি মুনকার।)

## কাঁচা রসুন খাওয়া নিষেধ হাফ-৬৫০

হাদীস : ৩৯২৯ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) রান্না করা ছাড়া রসুন খেতে নিষেধ করেছেন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

## রাসূল (স) পেঁয়াজ খেয়েছেন

হাদীস : ৩৯৩০ ॥ হযরত আবু যিয়াদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-কে পেঁয়াজ খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, রাসূল (স) সর্বশেষ খানা যা খেয়েছেন তার মধ্যে পেঁয়াজ ছিল। -(আবু দাউদ)

## রাসূল (স) মাখন ও খেঁজুর বেশি পছন্দ করতেন হাফ-৬৫০

হাদীস : ৩৯৩১ ॥ হযরত সোলামী গোত্রীয় বৃষের দু পুত্র বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে এলেন তখন আমরা মাখন ও খেঁজুর তার সামনে উপস্থিত করলাম। আসলে তিনি মাখন ও খেঁজুর খেতে বেশি পছন্দ করতেন।

-(আবু দাউদ)

## খানা সামনে হতে খাবে

হাদীস : ৩৯৩২ ॥ হযরত ইকরাশ ইবনে যুয়াইব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমাদের সামনে বৃহদাকারের একটি খাদ্যপাত্র আনা হল। পাত্রটি ছিল সারাদ ও গোশতের টুকরাবিশিষ্ট। আমি আমার হাত দিয়ে পাত্রের চার পাশ হতে নিতে লাগলাম। আর রাসূল (স) নিজের সামনে হতে খাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি বাম হাত দিয়ে আমার ডান হাত ধরে ফেললেন এবং বললেন, হে ইকরাশ! এক জায়গা হতে খাও, কেননা, এটা এক প্রকারের খাদ্য। অতপর আমাদের সামনে একখানি থালা আনা হল। তার মধ্যে ছিল বিভিন্ন প্রকারের খেঁজুর। তখন আমি কেবলমাত্র আমার সামনে হতে খেতে লাগলাম। তখন তিনি বললেন, হে ইকরাশ! থালার যে জায়গা হতে ইচ্ছা হয় খাও। কেননা, এটা এক প্রকারের নয়। অতপর আমাদের জন্য পানি আনা হল, তখন রাসূল (স) নিজের উভয় হাত ধুলেন এবং ভিজা হাত দিয়ে মুখমণ্ডল বাহুদ্বয় ও মাথা মুছে নিলেন এবং বললেন, হে ইকরাশ! এটা হল সে খাদ্যের অযু যাকে আন্তন পরিবর্তন করে দিয়েছে। -(তিরমিযী)

## ছন্ন হলে খানা খেতে হয়

হাদীস : ৩৯৩৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর পরিবারস্থ কারও জ্বর হলে তিনি হাসা প্রস্তুত করতে বলতেন এবং তা চেটে খেতে নির্দেশ দিতেন। তিনি বলতেন, এটা ক্ষিত্বাযুক্ত মনকে সুদৃঢ় করে এবং পীড়িতের অন্তর হতে রোগের ক্রেশকে দূর করে, যেমন ভোমাদের নারীদের কেউ পানি দিয়ে নিজের মুখমণ্ডল হতে ময়লা দূর করে থাকে। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান সহীহ)

### ব্যাক্তের ছাতা চোখের রোগের জন্য উপশম

হাদীস : ৩৯৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আজওয়া বেহেশতের ফল, তার মধ্যে বিষ প্রতিষেধকতা রয়েছে। আর ব্যাক্তের ছাতা মান্না জাতীয়, তার পানি চক্ষু রোগের জন্য উপশম।

—(তিরমিযী)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) পাজরের গোশত পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৯৩৫ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর সাথে মেহমান হলাম। তিনি লোকটিকে বকরির পাজরের গোশত তৈরি করতে বললেন, তা ভুনা হল। অতপর তিনি ছুরি নিয়ে ঐ স্থান হতে গোশত কেটে আমাকে দিতে লাগলেন। এমন সময় বেলাল (রা) এসে তাঁকে নামাযের সংবাদ দিলেন। তিনি বিরক্তির সাথে ছুরিখানা ফেলে দিলেন এবং বললেন, তাঁর কি হল? তার হস্তদ্বয়ে মাটি লাগুক। মুগীরা বলেন, তার গোফ বেশ হয়ে গিয়েছিল, তখন তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমার গোফ মিসওয়াকে রেখে কেটে দিব। অথবা বললেন, ওটা মিসওয়াকে রেখে কেটে নাও। —(তিরমিযী)

#### আল্লাহর নাম নিয়ে খানা খেতে হয়

হাদীস : ৩৯৩৬ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আমরা রাসূল (স)-এর সাথে কোন খাবার মজলিসে উপস্থিত হতাম, তখন তিনি শুরু করে তাতে হাত না রাখা পর্যন্ত আমরা আমাদের হাত রাখতাম না। একবার আমরা তার সঙ্গে এক খাওয়াতে উপস্থিত ছিলাম। সে সময় একটি মেয়ে এল যেন তাকে তাড়িয়ে আনা হয়েছে এবং সে খাদ্যের মধ্যে হাত রাখতে উদ্যত হল। তখন রাসূল (স) তার হাত ধরে ফেললেন। অতপর এক বেদুঈন এল। তাকেও যেন কে তাড়িয়ে এনেছে। তিনি তার হাতও ধরে ফেললেন। অতপর রাসূল (স) বললেন, নিশ্চয়ই শয়তান তখনই খানাকে হালাল মনে করে, যখন তাতে আল্লাহর নাম নেয়া না হয়। তাই সে প্রথমে ঐ মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল, যেন তারা দ্বারা হালাল করতে পারে। তাই আমি তার হাত ধরে ফেললাম। পরে সে ঐ বেদুঈনকে নিয়ে এসে হালাল করতে চেয়েছিল। তাই আমি তার হাতও ধরে ফেললাম। সে সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, ঐ মেয়েটির হাতের সাথে শয়তানের হাতটিও আমার মুঠাতে, রয়েছে। অন্য আরেক বর্ণনায় বর্ণিত আছে, অতপর তিনি বিসমিল্লাহ পড়ে খানা খেলেন। —(মুসলিম)

#### কোন কিছু বেশি খাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৩৯৩৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, এক সময় রাসূল (স) একটি গোলাম খরিদ করতে ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তার সামনে কিছু খেঁজুর ঢেলে দিলেন। সে অধিক পরিমাণে খেয়ে ফেলল। রাসূল (স) বললেন, বেশি খাওয়া অন্তত। অতএব, গোলামকে ফেরত দিতে নির্দেশ দিলেন। —(বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

#### লবণ খাদ্যের মধ্যে প্রিয় বস্তু

হাদীস : ৩৯৩৮ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের প্রধান সালন হল লবণ। —(ইবনে মাজাহ)

#### জুতা খুলে খানা খেতে হয়

হাদীস : ৩৯৩৯ ॥ হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন খানা হাজির করা হয়, তখন তোমরা জুতা খুলে নাও। কেননা, এতে পা আরামে থাকে।

#### খাদ্য ঢেকে রাখতে হয়

হাদীস : ৩৯৪০ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) হতে বর্ণিত, যখনই তার কাছে সারীদ আনা হত, তখন তার ধোয়া গরম বাষ্প নিঃশেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি তাকে ঢেকে রাখতে আদেশ করতেন এবং তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, এতে বিরাট বরকত রয়েছে। —(দারেমী হাদীস দুটি বর্ণনা করেছেন।)

#### খাদ্য পাত্র চেটে খেতে হয়

হাদীস : ৩৯৪১ ॥ হযরত নোবায়শা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন খায় এবং সেটা চেটে নেয়, তখন পাত্রটি তাকে লক্ষ্য করে বলে, আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন হতে মুক্ত রাখুন, যেমন তুমি আমাকে আমাকে শয়তান হতে মুক্ত রেখেছ। —(রাযীন)



## সপ্তদশ অধ্যায়

### অতিথি আপ্যায়ন প্রসঙ্গ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### আত্মীয়ের হক আদায় করতে হয়

হাদীস : ৩৯৪২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই মেহমানের ইজ্জত করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই ভালো কথা বলে, নতুবা যেন চুপ থাকে। অপর এক বর্ণনাতে আছে, প্রতিবেশীর স্থলে রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন অবশ্যই আত্মীয়ের হক আদায় করে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

#### মুসলমানের কাজ হল অতিথি আপ্যায়ন করা

হাদীস : ৩৯৪৩ ॥ হযরত আবু শুরাইহ আলকাবী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার অতিথিকে সম্মান করে। অতিথির জন্য উত্তর খানাপিনার ব্যবস্থা করবে এক দিন ও এক রাত। আর সাধারণভাবে অতিথ্যে হল তিন দিন। এর পর যা করবে তা হবে সদকা। আর মেহমানের জন্য জায়েয নয় এত সময় মেহমানের গৃহ অবস্থান করা যাতে তার কষ্ট হয়। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### মেহমানের হক আদায় করার নির্দেশ

হাদীস : ৩৯৪৪ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আমাদেরকে কোথাও পাঠালে আমরা যদি এমন এক জনপদে গিয়ে পৌঁছি, যারা আমাদের মেহমানদার করল না। এমতাবস্থায় আপনার অভিমত কি? তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, যদি তোমরা কোন জনপদে অবতরণ কর, আর তারা তোমাদের জন্য মেহমানদারী যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করে, তবে তা গ্রহণ কর, আর যদি তারা তা না করে, তবে তাদের কাছে হতে তাদের কর্তব্য পরিমাণ মেহমানের হক আদায় করে নেবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### দুধওয়ালা বকরী জবেহ করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৯৪৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক দিন বা রাতের বেলায় রাসূল (স) বের হয়ে হযরত আবু বকর ও ওমর (রা)-কে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন জিনিস তোমাদের উভয়কে এ মুহূর্তে ঘর হতে বের হতে বাধ্য করেছে? তাঁরা উভয়ে বললেন, ক্ষুধায় তাড়না। কখন রাসূল (স) বললেন, সে মহান সন্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, যে জিনিসে তোমাদের দু'জনকে বের করেছে, আমাকেও সে জিনিসে বের করেছে। আচ্ছা চল! অতপর তারা রাসূল (স)-এর সাথে চললেন এবং জনৈক আনসারীর বাড়িতে এলেন। তখন তিনি ঘরে ছিলেন না। যখনই আনসারীর স্ত্রী রাসূল (স)-কে দেখতে পেলেন, তখন তিনি তাঁকে খোশ আমদেদ জানালেন। রাসূল (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, অমুক কোথায়? সে বলল, তিনি আমাদের জন্য মিঠা পানি আনার জন্য গেছেন। ঠিক এমন সময় আনসারী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি রাসূল (স) ও তাঁর সঙ্গীদ্বয়কে দেখে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ, আজকের দিন আমার মত সম্মানিত মেহমানের সেওবাগ্য লাভকারী আর কেউ নেই। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা বলে তিনি বাগানে চলে গেলেন এবং মেহমানদের জন্য এমন একটি খেঁজুরের ছড়া নিয়ে এলেন, যার মধ্যে পাকা, শুকনা ও কাঁচা হরেক রকমের খেঁজুরের ছিল। অতপর আরম্ভ করলেন, অনুগ্রহপূর্বক আপনারা এটা হতে খেতে থাকুন এবং তিনি একখানা ছুরি হাতে নিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে রাসূল (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, সাবধান! দুধওয়ালা বকরী জবেহ করো না। অবশেষে তিনি তাঁদের জন্য একটি বকরী জবেহ করলেন। তাঁরা বকরীর গোশত ও খেঁজুরের ছড়া হতে খেলেন এবং পানি পান করলেন। যখন তাঁরা খাদ্য ও পানীয় দিয়ে পরিতৃপ্ত হলেন, তখন রাসূল (স) হযরত আবু বকর ও ওমরকে লক্ষ্য করে বললেন, সে মহান সন্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ, কিয়ামতের দিন নিশ্চয় তোমরা এ সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। ক্ষুধা তোমাদেরকে নিজ নিজ ঘর হতে বের করেছিল, অতপর গৃহে ফিরে যাবার পূর্বেই তোমরা এ সমস্ত নিয়ামত লাভ করলে। -(মুসলিম, আবু মাসউদ (রা) হতে ওলীমারূ অধ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে।)

টীকা

হাদীস নং : ৩৯৪৪ ॥ এটা সেই সকল যিহিদের বেলায় আরোপিত হবে, যারা মুসলমানদের মেহমানদারী করার চুক্তিতে আবদ্ধ। আর মুসলমানরাও সেই জনপদে যাবার পর ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে পড়েছে। অন্যথায় বলপূর্বক কাহারো মাল-সম্পদ নেয়া জায়েয নেই।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### মেহমানের আতিথ্য করা অবশ্য কর্তব্য

হাদীস : ৩৯৪৬ ॥ হযরত মিকদাম ইবনে মা'দীকারের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, যে কোন মুসলমান কোন কওমের মেহমান হয়, আর উক্ত মেহমান বঞ্চিত অবস্থায় ভোর করে, তখন প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হয়ে যায় তার সাহায্য করা। যাতে ডেস মেজবান ব্যক্তি মাল-সম্পদ হতে আতিথ্য পরিমাণ উসূল করে নিতে পারে। -(দারেমী ও আবু দাউদ। আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে, যে কোন লোক কোন কওমের অতিথি হয় এবং তারা তার মেহমানদারী না করে, তখন সে আতিথ্য পরিমাণ তাদের সম্পদ হতে নিতে পারবে।) **হাদীস - ৬৫৭**

### যে যেকোন ধরনের লোককে মেহমানদারী করতে হয়

হাদীস : ৩৯৪৭ ॥ হযরত আবু আহওয়াছ জুশামী তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? আমি যদি কোন ব্যক্তির কাছে গিয়ে উঠি এবং সে আমার আতিথ্য করল না ও মেহমানদারী করল না। অতপর সে কোন সময় আমার কাছে উঠল, তখন কি আমি তার মেহমানদারী করব, নাকি প্রতিশোধ গ্রহণ করব? তিনি বললেন, বরং তুমি তার মেহমানদারী কর। -(তিরমিযী)

### রাসূল (স) বরকত লাভে প্রতিযোগিতা করতেন

হাদীস : ৩৯৪৮ ॥ হযরত আনাস (রা) অথবা অন্য কারও কাছে বর্ণিত যে, একদিন রাসূল (স) সাদ ইবনে উবাদাহ (রা)-এর কাছে অনুমতি চাইলেন। অর্থাৎ, আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বললেন। উত্তরে সাদ ওয়াআলাইকুমুসসালামু ওয়ারাহমাতুল্লাহ বললেন। কিন্তু রাসূল (স) শুনলেন না এমন কি? রাসূল (স) তিনবার সালাম করলেন, এবং সাদও তিনবার জবাব দিলেন, কিন্তু তাঁকে সালামের জবাব শুনালেন না, ফলে রাসূল (স) প্রত্যাবর্তন করলেন। তখন হযরত সাদও তাঁর পেছনে ছুটে এসে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার পিতা-মাতা আপনার প্রতি উৎসর্গ হোক, আপনি যতবারই সালাম করেছেন, আমার উভয় কান তা শুনেছে, আর আমি তার জবাবও সাথে সাথে দিয়েছি, কিন্তু আমি স্বেচ্ছায় তা আপনাকে শোনাই নি, আমার ইচ্ছা ছিল যে, আপনার সালাম ও বারাকাত বেশি বেশি লাভ করি। অতপর সকলেই গৃহে প্রবেশ করলেন এবং হযরত সাদ তাঁর সামনে কিশমিশ পেশ করলেন। আল্লাহর নবী (স) সেটা খেলেন। খাওয়া শেষ করে তিনি বললেন, তোমাদের খাদ্য হতে নেককার লোকেরা আহার করুক। ফেরেশতাগণ তোমার জন্য ইস্তিগফার করুক এবং রোযাদারগণ তোমার কাছে ইফতার করুক। -শরহে সুন্নাহ)

### পরহেযগার লোকদের খানা খাওয়াতে হয়

হাদীস : ৩৯৪৯ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানদার ব্যক্তি ও ঈমানের দৃষ্টান্ত হল খুঁটিতে বাঁধা ঘোড়ার ন্যায়। তা চক্কর কাটতে থাকে। অবশেষে উক্ত খুঁটির দিকে ফিরে আসে। অনুরূপভাবে কোন মুমিন ভুলভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, আবার ঈমানের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। অতএব তোমাদের খানা-খাদ্য পরহেযগার লোকদেরকে খাওয়াও এবং তোমারা দান-খয়রারাত ঈমানদারদেরকে প্রদান কর। -(বায়হাকী শোআবুল ঈমানে এবং আবু নোআইম হিলয়া গ্রন্থে) **হাদীস - ৬৫৮**

### এক পাশ হতে খাদ্য খেতে হয়

হাদীস : ৩৯৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স)-এর একটি পাত্র ছিল, যা চার জন লোক ওঠাত। তার গাররানামে অভিহিত ছিল। যখন চাশতের সময় হ'ল এবং চাশতের নামায আদায় করলেন, তখন উক্ত পাত্রটি আনা হ'ল এবং তার মধ্যে সারীদ প্রস্তুত করা হয় এবং সাহাবাগণ সমবেতভাবে তার চারপাশে খেতে বসেন। লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে রাসূল (স) পা গুটিয়ে বসলেন। এক বেদুঈন বলে উঠল, এটা কেমন ধরনের বস? জবাবে রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, তিনি আমাকে অহংকারী নাকরমান বানান নি। অতপর তিনি লোকদেরকে বললেন, তোমরা প্রত্যেকে এর পাশ হতে খাও, আর এর মধ্যস্থল ছড়িয়ে রাখ। কেননা, সেখানে বরকত প্রদত্ত হয়। -(আবু দাউদ)

### এক সাথে খানা খাওয়া সওয়াব বেশি

হাদীস : ৩৯৫১ ॥ হযরত ওয়াহশী ইবনে হরব (রা) তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন, যে একদিন রাসূল (স) সাহাবীগণ আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা খানাপিনা করি বটে, কিন্তু আমরা পরিতৃপ্ত হই না। তিনি বললেন, সম্ভবত তোমরা পৃথক পৃথকভাবে খানা খাও। তারা বললেন, জি হ্যাঁ, অতপর তিনি বললেন, তোমরা সমবেতভাবে খানা খাবে এবং আল্লাহর নাম নিবে। এতে তোমাদের খানার মধ্যে বরকত আসবে। -(আবু দাউদ)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## তিনটি বিষয়ে কিয়ামতে প্রশ্ন করা হবে না

হাদীস : ৩৯৫২ ॥ হযরত আবু আসীব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাএর বেলায় রাসূল (স) আমার কাছে এলেন এবং আমাকে ডাকলেন। তখনই আমি বের হয়ে তাঁর কাছে এলাম। অতপর তিনি হযরত আবু বকর (রা)-এর কাছে গমন করলেন, তাঁকেও ডাকলেন এবং তিনি বের হয়ে এলেন। পরে হযরত ওমর (রা)-এর কাছে গমন করলেন, এবং তাকেও ডাকলেন। সুতরাং তিনিও বের হয়ে এলেন। এবার তিনি চললেন। অবশেষে জনৈক আনসারীর বাগানে মধ্যে প্রবেশ করলেন এবং বাগানের মালিককে বললেন, আমাদেরকে তাজা-পাকা খেঁজুর খাওয়াও। অমনি সে খেঁজুরের একটি ছড়া এনে রাখল। আর রাসূল (স) ও তাঁর সাথীরা খেলেন। অতপর তিনি ঠাণ্ডা পানি চাইলেন এবং পান করলেন। এর পর তিনি বললেন, নিশ্চয়ই কিয়ামতের দিন এ সমস্ত নিয়ামত সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ওমর (রা) খেঁজুরের ছড়াটি নিয়ে যমুনীর উপর আঘাত করলেন, এতে খেঁজুরগুলো রাসূল (স)-এর সামনে বিক্ষিপ্তভাবে ছিটিয়ে পড়ল, অতপর বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি কিয়ামতের দিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে তিনটি বিষয়ের জবাবদিহি করতে হবে না। এক. কাপড়ের সেই টুকরাটি যা দিয়ে মানুষ তার লজ্জাস্থান আবৃত করে। দুই. অথবা রুটির সে খণ্ডটি যা দিয়ে সে তার ক্ষুধা নিবারণ করে। তিন. এবং ঐ ছোট ঘরখানি যাতে অবস্থান করে গ্রীষ্ম ও শীত হতে আত্মরক্ষা করে।-(আহমদ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে মুরসাল হিসেবে)

## দস্তরখানা না ওঠানো পর্যন্ত খানসার মজলিশ হতে উঠবে না

হাদীস : ৩৯৫৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন দস্তরখানা বিছানো হয়, তখন তা তুলে নেয়া পর্যন্ত সে যেন নিজ হাতকে গুটিয়ে না নেয়, যদিও সে পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। আর যেন কোন ওয়র পেশ করে উঠে যায়। কেননা, তার সঙ্গীরা লজ্জিত করবে, ফলে সেও নিজের হাতখানা গুটিয়ে ফেলবে। অথচ তার আরো খাওয়া প্রয়োজন থাকতে পারে।-(ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে)

## সবার শেষে খানা শেষ করতে হয়

হাদীস : ৩৯৫৪ ॥ হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর জন্যে খাবার আনা হল, পরে আমাদের সামনেও উপস্থিত করা হল। তখন আমরা বললাম, আমাদের খাওয়ার চাহিদা নেই, রাসূল (স) বললেন, ক্ষুধা এবং মিথ্যা উভয়কে একত্রিত করো না।-(ইবনে মাজাহ)

## ক্ষুধা থাকলে খাওয়া উচিত

হাদীস : ৩৯৫৫ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর জন্যে খাবার আনা হল, পরে আমাদের সামনেও উপস্থিত করা হল। তখন আমরা বললাম, আমাদের খাওয়ার চাহিদা নেই, রাসূল (স) বললেন, ক্ষুধা এবং মিথ্যা উভয়কে একত্রিত করো না।-(ইবনে মাজাহ)

## একত্রে খানা খাওয়ান বরকত আছে।

হাদীস : ৩৯৫৬ ॥ হযরত ওমর ইবনুল খাতাব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা একত্রে খানা খাও, পৃথক পৃথক খেয়ো না। কেননা, জামাআতের সাথে খাওয়ার মধ্যে বরকত হয়ে থাকে।

হাদীস : ৩৯৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মেহমানের সঙ্গে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত বের হওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।-(ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী শোআবুল ইমানে আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে এবং তিনি বলেন, এর সনদ দুর্বল)

হাদীস : ৩৯৫৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স), যে গৃহে মেহমানদারী করা হয়, উটের চোঁটের গোশত কাটার উদ্দেশ্যে ছুরি যত দ্রুত অশ্রু হয়, যে গৃহে বরকত তার চেয়েও দ্রুত প্রবেশ করে।-(ইবনে মাজাহ)

## মেহমানকে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে হয়

হাদীস : ৩৯৫৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি মেহমানের সঙ্গে বাড়ীর দরজা পর্যন্ত বের হওয়া সুন্নতের অন্তর্ভুক্ত।-(ইবনে মাজাহ এবং বায়হাকী শোআবুল ইমানে আবু হুরায়রা ও ইবনে আব্বাস (রা) হতে এবং তিনি বলেন, এর সনদ দুর্বল)

## মেহমানের সমাদর করলে বরকত অবতীর্ণ হয়

হাদীস : ৩৯৫৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স), যে গৃহে মেহমানদারী করা হয়, উটের চোঁটের গোশত কাটার উদ্দেশ্যে ছুরি যত দ্রুত অশ্রু হয়, যে গৃহে বরকত তার চেয়েও দ্রুত প্রবেশ করে।-(ইবনে মাজাহ)

## অষ্টাদশ অধ্যায়

### মৃত জানোয়ারের গোশত খাওয়ার বিষয়

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### বাঁচার তাগিদে মৃত জানোয়ারের গোশত ভক্ষণ

হাদীস : ৩৯৫৯ ॥ হযরত আবু ওয়াকিদ লাইসী (রা) হতে বর্ণিত, একদিন এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা কখনও কখনও এমন এলাকায় পৌঁছি, যেখানে আমরা ভীষণ ক্ষুধায় ব্যাকুল হয়ে পড়ি। সুতরাং এমতাবস্থায় আমাদের পক্ষে কখন মৃত জানোয়ার খাওয়া হালাল হবে? তিনি বললেন, যখন তোমরা সকালে এক পেয়ালা এবং সন্ধ্যায় এক পেয়ালা দুধ না পাও অথবা সে ভূমিতে কোন তরি-তরকারিও না পাও, এ অবস্থার সম্মুখীন হলে মৃত খেতে পার।

-(দারেমী)

#### মৃত জানোয়ার খাওয়ার অনুমতি আছে

হাদীস : ৩৯৬০ ॥ হযরত ফুজায়উল আমেরী (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূল (স)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের পক্ষে মৃত খাওয়া কখন হালাল হবে? রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের খাদ্য কি পরিমাণ আছে? আমরা বললাম, আমার গাবুক ও সাবুহ করে থাকি। বর্ণনাকারী আবু নায়ীম বলেন, হযরত ওকবাহ আমাকে এর খাখায় বলেছেন, সকালে এক পেয়ালা এবং বিকেলে এক পেয়ালা দুধ। এ কথা শুনে রাসূল (স) বললেন, আমার পিতার কসম! এ খাদ্য তো ক্ষুধারই নামান্তর। ফলে তিনি এমতাবস্থায় তাদের জন্য মৃত খাওয়ার অনুমতি দিলেন।

হুইফ - ৬৬৫

-(আবু দাউদ)

## উনবিংশ অধ্যায়

### পানি পানের প্রতি গুরুত্বারোপ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### পানি বসেই পান করতে হয়

হাদীস : ৩৯৬১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) কাউকেও দাঁড়িয়ে পান করতে নিষেধ করেছেন।

-(মুসলিম)

#### রাসূল (স)-এর আদেশ দাঁড়িয়ে পানি পান করবে না

হাদীস : ৩৯৬২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন দাঁড়িয়ে পান না করে। সুতরাং যদি কেউ ভুলবশত এরূপ করে, সে যেন বমি করে ফেলে। -(মুসলিম)

#### পানি পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতে হয়

হাদীস : ৩৯৬৩ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) পান করতে তিনবার নিঃশ্বাস নিতেন। অর্থাৎ একবারে এক ঢোকে সবটুকু পান করতেন না। -(বোখারী ও মুসলিম অবশ্য মুসলিমের বর্ণনার মধ্যে আছে, এবং তিনি বললেন, এভাবে পান করা তৃপ্তিদায়ক, স্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও লঘুপাক।

#### মশকের মুখ হতে পানি পান করা নিষেধ

হাদীস : ৩৯৬৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মশকের মুখ হতে পান করতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### মশক উল্টিয়ে পানি পান করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৯৬৫ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদবী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মশক হতে এখতেনাছ করতে নিষেধ করেছেন। অপর এক বর্ণনার মধ্যে বর্ণিত আছে, এখতেনাছ হল মশক উল্টিয়ে ধরে তার মুখ হতে পানি পান করা। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) দাঁড়িয়ে জমজমের পানি পান করেছিলেন

হাদীস : ৩৯৬৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি এক বালতি যমযমের পানি নিয়ে রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তিনি তা দাঁড়িয়ে পান করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### পানি দাঁড়িয়ে পান করা যায়

হাদীস : ৩৯৬৭ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তিনি যোহরের নামায আদায় করলেন, অতপর জনগণের বিভিন্ন অভাব-অভিযোগ সমাধানের জন্য কুফার মসজিদের আড়িনায় বসলেন। এমন কি আছর নামাযের ওয়াস্ত হয়ে গেল। তারপর পানি আনা হল। তিনি তার কিছুটা পান করলেন এবং তার হস্তদ্বয় ও মুখ ধুলেন। বর্ণনাকারী তার মাথা ও পদদ্বয়ের কথাও উল্লেখ করেছেন। অতপর উঠে দাঁড়ালেন এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পাত্রের অবশিষ্ট পানি পান করলেন। পরে বললেন, লোকেরা দাঁড়িয়ে পানি পান করাকে মাকরুহ মনে করে, অথচ আমি যেরূপ করেছি, রাসূল (স) ও অনুরূপ করেছেন। -(বোখারী)

### রাসূল (স) বকরির দুধ পান করলেন

হাদীস : ৩৯৬৮ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) জনৈক আসারীর কাছে গেলেন। সঙ্গে তাঁর একজন সাহাবিও ছিলেন। রাসূল (স) সালাম করলেন এবং লোকটি সালামের জবাব দিল। এ সময় সে তার বাগানে পানি দিচ্ছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার কাছে রাতে মশকে রাখা বাসি পানি আছে কি? অন্যথায় আমরা মুখ লাগিয়ে পান করব। সে বলল, আমার কাছে মশকে রাখা পানি আছে। অতপর সে তার ঝুপড়িতে গেল এবং একটি পেয়ালায় পানি ঢালল, এরপর তাতে গৃহপালিত বকরি দোহন করল। পরে রাসূল (স) সেটা পান করলেন। সে আবার তাতে পানীয় নিলেন এবং রাসূল (স)-এর সাথে যে লোকটি ছিলেন তিনি তা পান করলেন। -(বোখারী)

### রোপ্যের পাত্র ব্যবহার করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৯৬৯ ॥ হযরত উনুে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি রোপ্য পাত্রে পান করে, বহুত সে তার পেটের মধ্যে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলল। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রেশমী বস্ত্র পরিধান করা নিষেধ

হাদীস : ৩৯৭০ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা মোটা কিংবা মিহি রেশমী বস্ত্র পরিধান করো না এবং সোনা ও রূপা পেয়ালাতে আর পান করো না। আর তার পাত্রে খাবে না। কেননা, এগুলো হল কাকেরদের জন্য দুনিয়াতে আর তোমাদের জন্য হল আখেরাতে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) ডান পাশের ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিলেন

হাদীস : ৩৯৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর জন্য একটি গৃহপালিত বকরির দুধ দোহন করা হল এবং সেটার দুধে হযরত আনাসের গৃহের কূপের পানি মেশানো হল। অতপর তা রাসূল (স)-এর খেদমতে পেশ করা হয়। তিনি তা পান করলেন। এ সময় তাঁর বাম পাশে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা) এবং তার ডানে ছিল এক বেদুঈন। তখন হযরত ওমর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অবশিষ্ট আবু বকরকে প্রদান করুন। কিন্তু তিনি তাঁর ডান পাশের সে বেদুঈনকে দিলেন। অতপর তিনি বললেন, ডান দিকের ব্যক্তিরই হক প্রথমে রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে, ডানে যারা রয়েছে, তারপর ডানে যারা রয়েছে তারা হকদার। সাবধান! ডান পাশ ওয়ালাদের অগ্রাধিকার দাও। -(বোখারী ও মুসলিম)

### ডান পাশের লোকের অগ্রাধিকার বেশি

হাদীস : ৩৯৭২ ॥ হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (স)-এর খেদমতে একটি পেয়ালা পেশ করা হল, তখন তিনি তা হতে কিছু পান করলেন। তার ডানে ছিল উপস্থিত জনতার মধ্যে সর্বাপেক্ষা ছোট একটি বালক। আর প্রবীণ ও বয়স্ক লোকজন ছিলেন তার বামে। তখন রাসূল (স) বালকটিকে বললেন, হে বৎস! তুমি কি আমাকে এ অনুমতি দেবে যে, আমি আমার অবশিষ্টটুকু এ সমস্ত প্রবীণদেরকে প্রদান করি? সে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার অবশিষ্টের ব্যাপারে আমি কাউকেও অগ্রাধিকার দেব না। তখন তিনি পেয়ালাটি বালকটিকে দিলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### বিশেষ সময়ে চলা অবস্থায় খাওয়া যায়

হাদীস : ৩৯৭৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর যমনায় চলা অবস্থায় খেতাম এবং দাঁড়ানো অবস্থায় পান করতাম। -(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও দারেমী। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান, সহীহ ও গরীব)



### রাসূল (স) দাঁড়ানো এবং বসা উভয় অবস্থায় পান করতেন

হাদীস : ৩৯৭৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআযব তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দাঁড়ানো এবং বসা উভয় অবস্থায় পান করতে দেখেছি। -(তিরমিযী)

### পাত্রের মধ্যে ফুঁক দেয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৯৭৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস ফেলতে এবং তার মধ্যে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### এক স্বাসে পানি পান করা উচিত নয়

হাদীস : ৩৯৭৬ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা উটের ন্যায় এক স্বাসে পান করবে না; বরং দুই কিংবা তিন স্বাসে পান করবে। আর যখন পান করবে শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়বে এবং যখন পেয়ালা মুখ হতে আলাদা করবে, তখন আলহামদুলিল্লাহ করবে। -(তিরমিযী) **ফাইজ-৫৬৬**

### পানীয় বস্তুতে ফুঁক দেয়া নিষেধ

হাদীস : ৩৯৭৭ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) পানীয় বস্তুতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। তখন জনৈক ব্যক্তি বলল, যদি আমি পানির মধ্যে খড়কুটা দেখতে পাই তখন কি করব? তিনি বললেন, তা ফেলে দাও। সে আবার বলল, এক নিঃশ্বাসে পান না করলে আমার তৃপ্তি হয় না। রাসূল (স) বললেন, এমতাবস্থায় পেয়ালাটি মুখ হতে পৃথক করে নিঃশ্বাস ত্যাগ কর। -(তিরমিযী ও দারেমী)

### পেয়ালায় ছিদ্র দিয়ে পান করা জায়েয নেই

হাদীস : ৩৯৭৮ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) পেয়ালায় ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ)

### রাসূল (স)-এর মুখ লাগানো অংশ কেটে রাখা হল

হাদীস : ৩৯৭৯ ॥ হযরত কাবশ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন রাসূল (স) আমার গৃহে এলেন এবং তিনি একটি লটকান মশক হতে দাঁড়ানো অবস্থায় পান করলেন। পরে আমি মশকের কাছে গিয়ে তার সে মুখখানা কেটে রেখে দিলাম। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান গরীব, সহীহ।)

### রাসূল (স)-ঠাঙা মিষ্টি পানি পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৯৮০ ॥ হযরত ইমাম যুহরী (র) ওরওয়া হতে বর্ণনা করেন যে, হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন, ঠাঙা মিষ্টি পানি রাসূল (স)-এর কাছে সর্বাধিক প্রিয় পানীয় ছিল। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, সহীহ ও নির্ভরযোগ্য কথা হল, এ হাদীসটি নবী (স) হতে যুহরী কর্তৃক মুরসাল হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ বর্ণনায় অন্য কোন সাহাবীর নাম উল্লেখ নেই।)

### খানা খেয়ে দোআ করতে হয়

হাদীস : ৩৯৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খানা খায়, তখন সে যেন এ দোআ পড়ে, “আল্লাহুমা বারাক লানা ওয়া আত্ম্যামানা খাইরাম মিনহু” অর্থ : হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এ খাদ্যে বরকত দাও এবং এটা অপেক্ষা উত্তম খাদ্য দান কর। আর যখন দুধ পান করবে, তখন যেন বলে- **اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه** অর্থ, হে আল্লাহ! এর মধ্যে আমাদের জন্য বরকত দাও এবং এটা আরো অধিক দান কর। এর চেয়ে উত্তম বস্তু দান কর, এ কথা বলা যাবে না। কেননা, দুধ ছাড়া অন্য কোন জিনিসই খাদ্য ও পানীয় উভয়ের জন্য যথেষ্ট নয়। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

### রাসূল (স) সুকইয়ার মিঠা পানি পছন্দ করতেন

হাদীস : ৩৯৮২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জন্য সুকইয়া হতে মিঠা পানি সংগ্রহ করা হত। কথিত আছে যে, সুকইয়া একটি ঝর্ণা বা কুপ। সেটার ও মদীনার মধ্যবর্তী ব্যবধান হল দু দিনের পথ। -(আবু দাউদ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### সোনা রূপার পাত্রে পান করা হারাম

হাদীস : ৩৯৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছে, যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে অথবা এমন পাত্রে পান করে যাতে সোনা-রূপার কিছু অংশ মিশ্রিত আছে, সে যেন নিজের পেটে জাহান্নামের আগুনের ঢোক গিলল। -(দারা কুতনী) **ফাইজ-৫৬৭**

## বিংশ অধ্যায় নাকী ও নাবীয সম্পর্কীয় বর্ণনা

### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### রাসূল (স) হরেক রকম পানীয় পান করতেন

হাদীস : ৩৯৮৪ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার এ পেয়ালা দিয়ে রাসূল (স)-কে হরেক প্রকারের পানীয় পান করাতাম, যেমন-মধু, নাবীয, পানি ও দুধ।-(মুসলিম)

#### রাসূল (স) নাবীয পান করতেন

হাদীস : ৩৯৮৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসূল (স)-এর জন্য চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করতাম। তার উপর হতে শক্ত করে বাঁধা হত এবং নীচেও একটি মুখ ছিল। আমরা সকাল বেলায় যে নাবীয বানাতাম, তিনি তা বিকালে পান করতেন এবং বিকালে যে নাবীয বানাতাম, তিনি তা সকালে পান করতেন।-(মুসলিম)

#### নাবীয সকলেই পান করতে পারে

হাদীস : ৩৯৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জন্য রাতের প্রথম ভাগে নাবীয তৈরি করা হত। তিনি তা পরবর্তী দিন সকালে এর পরের রাতে, দ্বিতীয় দিনে ও দ্বিতীয় রাতে এবং তৃতীয় দিন আসর পর্যন্ত পান করতেন। এরপরও যদি কিছু অবশিষ্ট থাকত, তখন তা চাকর-বাকরদেরকে পান করাতেন অথবা ফেলে দেয়ার জন্য নির্দেশ করতেন, তখন তা ফেলে দেয়া হত।-(মুসলিম)

#### পাথর নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হত

হাদীস : ৩৯৮৯ ॥ হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জন্য মশকে নাবীয প্রস্তুত করা হত। যদি তা সঞ্ছদ না হত, তখন পাথর নির্মিত পাত্রে নাবীয তৈরি করা হত।-(মুসলিম)

#### চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করা যায়

হাদীস : ৩৯৮৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) কদুর খোলস, সবুজ মটকা, আলকাতরা লাগান পাত্র এবং খেঁজুর বৃক্ষের মূলের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন এবং চামড়ার মশকে নাবীয প্রস্তুত করতে আদেশ করেছেন।-(মুসলিম)

#### নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক বস্তুই হারাম

হাদীস : ৩৯৮৯ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে কয়েক প্রকারের পাত্রের ব্যবহার নিষেধ করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে কোন পাত্র হারাম বস্তুকে হালাল এবং হালাল বস্তুকে হারামে পরিণত করতে পারে না। অবশ্য নেশা সৃষ্টিকারী প্রত্যেক জিনিসই হারাম। অন্য এক বর্ণনার মধ্যে আছে, আমি তোমাদেরকে চামড়ার মশক ছেড়ে অন্য পাত্রে পানীয় প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা প্রত্যেক প্রকারের পাত্রে পান করতে পার। তবে নেশা সৃষ্টিকারী কোন জিনিসই পান করবে না।-(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### মানুষ মদের নাম পরিবর্তন করে পান করবে

হাদীস : ৩৯৯০ ॥ হযরত আবু মালিক আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, নিশ্চয় আমার উম্মতের কিছু সংখ্যক লোক মদের নাম পরিবর্তন করে তা পান করবে।-(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### সবুজ মটকায় নাবীয তৈরি করা নিষেধ

হাদীস : ৩৯৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) সবুজ মটকায় নাবীয প্রস্তুত করতে নিষেধ করেছেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, তবে কি আমরা সাদা বর্ণের মটকায় পান করব? তিনি বললেন, না।-(বোখারী)

## একবিংশ অধ্যায়

### বাসন-কোসন ইত্যাদি ঢেকে রাখা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

##### বন্ধ মশক শয়তান শুকতে পারে না

হাদীস : ৩৯৯২ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন রাত্রের আঁধার নেমে আসে অথবা বলেছেন, সন্ধ্যা হয়, তখন তোমাদের শিশুদেরকে আবদ্ধ করে রাখ। কেননা, সে সময় শয়তান ছড়িয়ে পড়ে। তবে রাতের কিছু সময় অতিক্রম হয়ে গেলে তাদেরকে ছেড়ে দাও। এবং বিসমিল্লাহ বলে ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ কর। কারণ, শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না। আর বিসমিল্লাহ পড়ে তোমাদের মশকগুলোর মুখ বন্ধ কর এবং বিসমিল্লাহ বলে তোমাদের পাত্রগুলো ঢেকে রাখ। কোন কিছু আড়াআড়িভাবে হলেও পাত্রের উপর রেখে দাও। বাতিগুলো নিভিয়ে দাও।—(বোখারী ও মুসলিম, বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বলেছেন, পাত্রসমূহ ঢেকে রাখ। মশকগুলোর মুখ বেঁধে রাখ। গৃহের দরজাসমূহ বন্ধ রাখ এবং সন্ধ্যায় তোমাদের শিশুদেরকে ঘরের ভিতরে আবদ্ধ রাখ। কেননা, এ সময়ে জ্বিনেরা ছড়িয়ে পড়ে এবং ছিনিয়ে নেয়। অতঃপর তোমরা শয়নকালে বাতিগুলো নিভিয়ে ফেল। কেননা, ইঁদুরগুলো কখনও কখনও সলতে টেনে নিয়ে যায়। ফলে গৃহবাসীদেরকে পুড়িয়ে দেয়। মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা পাত্রসমূহ ঢেকে রাখবে, মশকের মুখ বেঁধে রাখবে। ঘরের দরজাসমূহ বন্ধ রাখবে, বাতি নিভিয়ে দেবে। কেননা, শয়তান বন্ধ মশক খুলতে পারে না, দরজা খুলতে পারে না এবং ঢাকা পাত্র উন্মুক্ত করতে পারে না। আর যদি তোমাদের কেউ একখানা কাঠি ছাড়া কিছু না পায় তবে বিসমিল্লাহ বলে তাই যেন আড়াআড়িভাবে পাত্রের উপর রেখে দেয়। কেননা, দুই ইঁদুর গৃহবাসীসহ ঘর পুড়িয়ে ফেলতে পারে।

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে, সূর্যাস্তের পর রাতের কিছু অংশ অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত তোমাদের জানোয়ার ও শিশুদেরকে ছড়িয়ে দিও না। কেননা, সূর্যাস্তের পর সন্ধ্যার আভা বিলীন হওয়া পর্যন্ত শয়তান ছড়িয়ে পড়ে।

মুসলিমের আরেক বর্ণনায় আছে রাসূল (স) বলেছেন, খাদ্য পাত্র ঢেকে রাখ এবং মশক বন্ধ রাখ। কেননা, বছরের এমন এক রাত আছে, যে রাতে বিভিন্ন প্রকারের বালামুছিবত নাযিল হয়। উক্ত বালার গতিবিধি এমন সব পাত্রের দিয়ে হয় যা ঢাকা নয় এবং এমন পান পাত্রের দিকে হয় যার মুখ বন্ধ নয়, তার মধ্যে প্রবেশ করে।

##### ঘুমোনের পর ঘরে আগুন রাখা ভালো নয়

হাদীস : ৩৯৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যখন তোমরা ঘুমিয়ে পড়, তখন তোমরা ঘরের মধ্যে আগুন রেখ না।—(বোখারী ও মুসলিম)

##### আগুন মানুষের দুশমন

হাদীস : ৩৯৯৪ ॥ হযরত আবু মুসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাতের বেলায় মদীনার একখানা ঘর আগুনে জ্বলে গেল। গৃহবাসীদের উপর এ বিপদ এসে পড়ল। পরে ব্যাপারটি রাসূল (সা)-কে জানানো হলে তিনি বললেন, মূলত এ আগুন তোমাদের দুশমনই। অতএব, যখন তোমরা রাতে ঘুমাবে, তখন তা নিভিয়ে দেবে।—(বোখারী ও মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

##### রাতে কুকুরের চিৎকার শুনে আগ্নাহর কাছে পানাহ চাইতে হয়

হাদীস : ৩৯৯৫ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যখন তোমরা রাতে কুকুরের চিৎকার এবং গাধার ডাক শুনে পাবে, তখন আগ্নাহর কাছে অভিশপ্ত শয়তান হতে পানাহ চাবে। কেননা, তারা এমন এমন কিছু দেখতে পায়, যা তোমরা দেখতে পাও না। আর রাতে যখন মানুষের চলাচল বন্ধ হয়ে যায় তখন তোমরাও বাইরে যাওয়া কমিয়ে ফেল। কেননা, মহাপরাক্রমশালী আগ্নাহ তার সৃষ্ট কিছু জীবকে রাত্রিকালে ছেড়ে দেন এবং তোমরা ঘরের দরজা বন্ধ করে রাখ, আর আগ্নাহর নাম স্মরণ কর। কারণ, শয়তান এমন দরজা খুলতে বন্ধ করা হয়। আর তোমরা ঘটি, মটকা ঢেকে রাখ, শূন্য পাত্র উপড় করে রাখ এবং মশকের মুখ বেঁধে রাখ।—(শরহে মুলাহ)

##### রাতে ঘুমোনের সময় বাতি নিভিয়ে রাখতে

হাদীস : ৩৯৯৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন একটি ইঁদুর জ্বলন্ত একটি সলতে টেনে আনল এবং রাসূল (স)-এর সামনে এ চাটাইয়ের উপর রেখে দিল, যার উপরে তিনি উপবিষ্ট ছিলেন। ফলে তার এক শিয়াম পরিমাণ জায়গা জ্বলে গেল। তখন তিনি বললেন, রাতে তোমরা ঘুমাতে তখন চেরাগ বাতি ইত্যাদি নিভিয়ে ফেলবে। কেননা, শয়তান জাতীয় অনিষ্টকারী প্রাণীকে উদ্ভুদ্ধ করে, ফলে তারা তোমাদের মধ্যে আগুন ধরিয়ে দেয়।—(আবু দাউদ)

## দ্বাবিংশ অধ্যায়

### পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে বর্ণনা

#### প্রথম পরিচ্ছদ

#### তৃতীয় বিছানা মেহমানের জন্য

হাদীস : ৩৯৯৭ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক বিছানা পুরুষের জন্য, আরেকখানা তার স্ত্রীর জন্য এবং তৃতীয় বিছানা মেহমানের জন্য। আর চতুর্থখানা শয়তানের জন্য। -(মুসলিম)

#### টাখনার নীচে কাপড় পরলে কিয়ামতে আল্লাহ দৃষ্টি দিবেন না

হাদীস : ৩৯৯৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত টাখনার নীচে ইয়ার বুলায়, আল্লাহ তায়াল্লা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### অহংকার করে টাখনার নীচে কাপড় পড়া জায়েয নেই

হাদীস : ৩৯৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত পরিধেয় কাপড় টাখনার নীচে বুলাবে, আল্লাহ তায়াল্লা কিয়ামতের দিন তার দিকে দৃষ্টি করবেন না। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### কাপড় মাটি দিয়ে হেঁচড়িয়ে চলা উচিত নয়

হাদীস : ৪০০০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, এক ব্যক্তি অহংকারবশত তার ইয়ার হেঁচড়িয়ে যাচ্ছিল, এমতাবস্থায় তাকে মাটিতে ধসিয়ে দেয়া হল। ফলে সে কিয়ামত পর্যন্ত যমীনের ভিতরে তলিয়ে যেতে থাকবে। -(বোখারী)

#### টাখনার নীচে কাপড় পরা হারাম

হাদীস : ৪০০১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, টাখনার নীচে ইয়ারের যে অংশ থাকবে, তা জাহান্নামে। অর্থাৎ শরীরের ঐ অংশ দোষে যাবে। অথবা ঐ সামান্য অংশের জন্য গোটা দেহই আগুন জ্বলবে। -(বোখারী)

#### রাসূল (স) হিবারা কাপড় পছন্দ করতেন

হাদীস : ৪০০২ ॥ হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) হিবারা কাপড় পরিধান করতে অধিক পছন্দ করতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রাসূল (স) রোম দেশীয় আটশাট জুঝা পড়তেন

হাদীস : ৪০০৩ ॥ হযরত মুগরী ইবনে শোবা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) রোম দেশীয় আট সাট আন্তিনবিশিষ্ট জুঝা পরিধান করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রাসূল (স) দুটি কাপড় ব্যবহার করতেন

হাদীস : ৪০০৪ ॥ হযরত আবু বুরদা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, হযরত আয়েশা (রা) একখানা তালিযুক্ত চাদর ও একখানা মোটা কাপড়ের ইয়ার আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন, রাসূল (স) এ দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রাসূল (স) চামড়ার তৈরি বিছানায় শয়ন করতেন

হাদীস : ৪০০৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) যে বিছানায় শয়ন করতেন, তা ছিল চামড়ার তৈরি। আর ভিতরে ভর্তি ছিল খেজুর গাছের আঁশ।

#### রাসূল (স) খেজুরের আঁশের বালিশ ব্যবহার করতেন

হাদীস : ৪০০৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) যে গিন্দা বা বালিশে হেলান দিতেন, তা ছিল চামড়ার এবং ভিতরে ছিল আঁশ। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### চাদর দিয়ে মাথা ঢাকা যায়

হাদীস : ৪০০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন আমরা গ্রীষ্মের দুপুরে আমাদের ঘর বসে ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি আবু বকরকে বলে উঠল, ঐ যে রাসূল (স) চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে এ দিকে আগমন করছেন। -(বোখারী)

### লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রাখা হারাম

হাদীস : ৪০০৮ ॥ হযরত জাবির (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) কোন ব্যক্তিকে তার বাম হাতে খেতে, একখানা জুতা পরে চলাফেরা করতে ইশতেমালে ছায়া অবস্থায় চাদর পরিধান করতে এবং লজ্জাস্থান উন্মুক্ত রেখে একই কাপড়ে ইহতেবা করতে নিষেধ করেছেন। -(মুসলিম)

### পুরুষের জন্য রেশমী বস্ত্র হারাম

হাদীস : ৪০০৯ ॥ হযরত ওমর, আনাস, ইবনে যুযায়র ও আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করবে, সে পরকালে তা পরতে পারবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### দুনিয়ায় রেশমী বস্ত্র ব্যবহার করলে আখেরাতে পাবে না

হাদীস : ৪০১০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সে ব্যক্তিই দুনিয়াতে রেশমী পোশাক পরিধান করে থাকে, আখেরাতে যার ভাগে তা নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মিহি ও রেশমী কাপড় পড়া জায়েয নেই

হাদীস : ৪০১১ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) আমাদেরকে সোনা-রূপার পাত্রে পান করতে এবং তাতে আহার করতে ও মিহি মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করতে এবং তার উপরে বসতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স)-কে লাল রেশমী কাপড় হাদিয়া দেয়া হয়েছিল

হাদীস : ৪০১২ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূল (স)-কে একখানা লাল বর্ণের রেশমী চাদর হাদিয়া দেয়া হল। তিনি তা আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি তা পরিধান করলাম, তখন আমি তাঁর চেহারা যত্নে চিহ্ন দেখতে পেলাম। অতপর তিনি আমাকে বললেন, আমি ওটা তোমার নিকটে তোমার পরিধানের জন্য পাঠাই নি, বরং আমি সেটা তোমার কাছে এ উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছি যে, তুমি ওটাকে খণ্ড করে মহিলাদের জন্য উড়নি বানিয়ে তা তাদের দিয়ে দেবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) রেশমী কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪০১৩ ॥ হযরত ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) রেশমী কাপড় পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। তবে এ পরিমাণ জায়েয আছে, বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (স) মধ্যমা ও শাহাদত আঙ্গুলীদ্বয়কে একত্রে মিলিয়ে উপর দিকে উঠিয়ে ইশারা করলেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স) জুব্বার গলায় নকশা করা ছিল

হাদীস : ৪০১৪ ॥ হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন তিনি সূচীকর্ম খচিত এমন একটি জুব্বা বের করলেন, যা রেশমী দিয়ে নকশী করা ছিল এবং তার গলা ও বুকের পট্টিগুলো রেশমী দ্বারা জড়ান ছিল। এবং তিনি বলেন, এটা ছিল রাসূল (স)-এর জুব্বা। এতে হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিল, তাঁর ইস্তিকালের পর আমিই তা ইস্তগত করেছি। রাসূল (স) সেটা পরিধান করতেন, এখন আমরা তাকে ধুয়ে উক্ত পানি দিয়ে রোগীদের রোগমুক্তি কামনা করি। -(মুসলিম)

### দুজন সাহাবী রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি পেয়েছিলেন

হাদীস : ৪০১৫ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) হযরত যুযায়র ও আবদুর রহমান ইবনে আযুফ (রা)-কে তাঁদের উভয়ের চর্মরোগের কারণে রেশমী কাপড় পরিধানের অনুমতি দিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### কমলা রংয়ের কাপড় ভালো নয়

হাদীস : ৪০১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) আমার পরনে কমলা রংয়ের দুখানা কাপড় দেখতে পেলেন, তখন তিনি বললেন, মূলত এটা কাফেরদের পোশাক। কাজেই এটা পরিধান করবে না। অপর এক বর্ণনায় আছে, আমি বললাম, আমি কি ওটাকে ধুয়ে ফেলব? তিনি বললেন, বরং এ দুটিকে পুড়িয়ে ফেল। -(মুসলিম)

রাসূল (স)-এর আহলে বায়তের মানাকিব অধ্যায় হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত ছিল হাদীস অচিরেই আমরা বর্ণনা করব।

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### রাসূল (স)-এর কাছে প্রিয় ছিল কোর্তা

হাদীস : ৪০১৭ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর কাছে কোর্তাই ছিল সর্বাধিক প্রিয় লেবাস। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)



**জামার আন্তিন হাতের কজি পর্যন্ত হওয়া ভালো**

হাদীস : ৪০১৮ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জামার আন্তিন হাতের কবজী পর্যন্ত ছিল। - (তিরমিযী ও আবু দাউদ, তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব। **যাঃ ৫৮৫**)

**জামা ডান দিক হতে পরিধান করতে হয়**

হাদীস : ৪০১৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) যখনই জামা পরতেন, তখন ডান দিক হতে শুরু করতেন। - (তিরমিযী)

**মুমিনের ইয়ার পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত থাকবে**

হাদীস : ৪০২০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মুমিনের ইয়ার পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত থাকতে হবে, তবে তার নীচে টাখনা গিরার মধ্যবর্তী পর্যন্ত হওয়ার মধ্যে কোন দোষ নেই। কিন্তু টাখনার নীচে যা যাবে তা দোষেখ যাবে। এ কথাটি তিনি তিনবার বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকার বশত ইয়ার হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়াল্লা তার প্রতি দৃষ্টি করবেন না।

-(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

**ইয়ার মাটিতে হেঁচড়িয়ে চলা জায়েয নেই**

হাদীস : ৪০২১ ॥ হযরত সালাম (র) তাঁর পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঝুরাল ইয়ার, জামা ও পাগড়ির মধ্যে প্রযোজ্য। সুতরাং যে ব্যক্তি অহংকারবশত এর কোন একটিকে হেঁচড়িয়ে চলবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়াল্লা তার দিকে তাকাবেন না। - (আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

**সাহাবিদের টুপি ছিল চ্যাপ্টা ধরনের**

হাদীস : ৪০২২ ॥ হযরত আবু কাবশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল এর সাহাবীদের টুপি ছিল চ্যাপ্টা। - (তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি মুনকার) **যাঃ ৫৮৬**

**ইয়ার এক হাত পরিমাণ ঝুলিয়ে পরবে**

হাদীস : ৪০২৩ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যখন রাসূল (স) ইয়ার সম্পর্কে আলোচনা করলেন, তখন আমি আরয় করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! এ ব্যাপারে নারীর বিধান কি? তিনি বললেন, এক বিষত পরিমাণ ঝোলাতে পারবে। তখন উম্মে সালামা বললেন, এমতাবস্থায় তার অঙ্গ পা খুলে যাবে। তিনি বললেন, তবে এক হাত, তার অধিক যেন না হয়। - (মালিক, আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। আর তিরমিযী ও নাসাঈর এক বর্ণনাতে ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উম্মে সালামা বললেন, এমতাবস্থায় তাদের পা খুলে যাবে? রাসূল (স) বললেন, তবে তারা এক হাত পরিমাণ ঝুলাবে। এর অধিক যেন না হয়।

**রাসূল (স)-এর পিঠে মোহরে নবুয়ত ছিল**

হাদীস : ৪০২৪ ॥ হযরত মুয়াবিয়া কোররা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমি মোযাইনা গোত্রের একদল লোকের সাথে রাসূল (স)-এর খেদমতে এলাম। তারা রাসূল (স)-এর হাতে বায়আত করল। সে সময় রাসূল (স)-এর জামার বোতাম খোলা ছিল। তখন আমি আমার হাতখানা তাঁর জামার ভিতরে ঢোকালাম এবং মোহরে নবুয়তটি স্পর্শ করলাম। - (আবু দাউদ)

**সাদা কাপড় পবিত্রতার চিহ্ন স্বরূপ**

হাদীস : ৪০২৫ ॥ হযরত সামুরা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা অতি পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয়। আর তোমাদের মৃতদেরকে সাদা কাপড়ে কাপন পরাও।

-(আহমদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

**পাগড়ি বেঁধে কাঁধের মধ্যে ঝুলিয়ে দিতে হয়**

হাদীস : ৪০২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখনই পাগড়ি বাঁধতেন, তখন শামলা উভয় কাঁধের মধ্যে দিয়ে ঝুলিয়ে দিতেন।

-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গরীব)

**মাথায় পাগড়ি বাঁধা সুনতে রাসূল**

হাদীস : ৪০২৭ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূল (স) আমার মাথার পাগড়ি বেঁধে দিলেন এবং তার এক দিক আমার সামনে অপর দিকে আমার পেছনে ঝুলিয়ে দিলেন।

**যাঃ ৫৮৭**

-(আবু দাউদ)

### টুপি ও পর পাগড়ি বাঁধতে হয়

হাদীস : ৪০২৮ ॥ হযরত রোকানা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হল টুপি উত্থানে পাগড়ি বাঁধা। -(তিরমিযী ও নাসাঈ) **হৃদে-৬৭২**

### স্বর্ণ ও রেশম জ্বীলোকেরা ব্যবহার করতে পারে

হাদীস : ৪০২৯ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, স্বর্ণ ও রেশমের ব্যবহার আমার উম্মতের নারীদের জন্য হালাল এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

### রাসূল (স) নতুন কাপড় পরিধান করে দোআ করতেন

হাদীস : ৪০৩০ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) যখনই কোন নতুন কাপড় পরিধান করতেন, তখন তার নাম-পাগড়ি, জামা, চাদর ইত্যাদি উল্লেখ করে এ দোআ পড়তেন, আল্লাহুমা লাকাল হামদু কামা কাশাওতানীহি, আসআলুকা খাইরাহ ওয়া খাইরা মা ছুনিআ লাহ, ওয়া আউযু বিকা মিন শাররিহী ও শাররে মা ছুনিয়া লাহ। অর্থ : হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমারই। তুমিই এ কাপড়খানি আমাকে পরিধান করিয়েছে। আমি তোমার কাছে এর কল্যাণ কামনা করছি, এবং যে উদ্দেশ্যে এর প্রস্তুত করা হয়েছে তারও কল্যাণ কামনা করছি এবং এর অনিষ্ট হতে পানাহ চাই এবং যে উদ্দেশ্যে ওটা প্রস্তুত করা হয়েছে তার অনিষ্ট হতেও পানাহ চাই।

-(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

### খানা খেয়ে আল্লাহর শোকর করতে হয়

হাদীস : ৪০৩১ ॥ হযরত মুআয ইবনে আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি খানা খাওয়ার পর এ দোআ আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আতআমানী হাযাততোআমা ওয়া রাযাকানীহি মিন গাইরি হাওলিম মিনী ওয়াল কুআতিন পড়ে, তার অতীতে সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়। অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আমাকে এ খাদ্য খাইয়েছেন এবং আমার শক্তি-সামর্থ্য ব্যতিরেকেই তিনি তা আমাকে দান করেছেন। -(তিরমিযী, আবু দাউদ অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে এ দোআ পড়ে, তার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যায়।)

### ধনীদের সান্নিধ্য হতে বেঁচে থাকার নির্দেশ

হাদীস : ৪০৩২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে লক্ষ্য করে বলেছেন, হে আয়েশা! যদি তুমি আমার সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা রাখ, তবে দুনিয়ার সম্পদের এ পরিমাণই নিজের জন্য যথেষ্ট মনে কর, যে পরিমাণ একজন মুসাফিরের পাথেয় হিসেবে যথেষ্ট হয় এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সাহচর্য হতে বেঁচে থাক, আর তালি না লাগানো পর্যন্ত কোন কাপড়কে পুরাতন ধারণা করো না। -(তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব। কেননা, এ হাদীসটি সালেহ ইবনে হাসসান ছাড়া অন্য কোন সূত্রে অবহিত হই নি। এবং মুহাম্মদ ইবনে ইসমালী বুখারী বলেছেন, সালেহ ইবনে হাসসান মুনকারুল হাদীস।

**হৃদে-৬৭২**

### সাদাসিধা জীবন যাপন ইমানের অঙ্গ

হাদীস : ৪০৩৩ ॥ হযরত আবু উমামা আয়াস ইবনে সালাবা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা কি গুনছ না? তোমরা কি গুনছ না? সাদাসিধা জীবনযাপন করাই ইমানের অঙ্গ। -(আবু দাউদ)

### দুনিয়ায় সুনামের পোশাক পড়া উচিত নয়

হাদীস : ৪০৩৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সুনামের পোশাক পরিধান করবে, আল্লাহ তায়ালা কিয়ামতের দিন তাকে অপমানের পোশাক পরাবেন। -(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের অনুকরণ করবে সে তাদের দলভুক্ত

হাদীস : ৪০৩৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

### সৌন্দর্যের পোশাক পরিহার করা ভালো

হাদীস : ৪০৩৬ ॥ হযরত সুওয়াহিদ ইবনে ওহাব (র) রাসূল (স)-এর একজন সাহাবির পুত্রের সূত্রে তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সৌন্দর্যের লেবাস পরিহার করে, অপর এক বর্ণনায় আছে, বিনয়বশত আল্লাহ তায়ালা তাকে মর্যাদার পোশাক পরিধান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিবাহ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে রাজকীয় মুকুট পরিধান করাবেন। -(আবু দাউদ, ইমাম তিরমিযী লেবাস সংক্রান্ত হাদীসটি অত্রসূত্রে হযরত মুআয ইবনে আনাস হতে বর্ণনা করেছেন।)

**হৃদে-৬৭৬**

## নিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশ পায়

হাদীস : ৪০৩৭ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআব তাঁর পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা এটা পছন্দ করেন যে, তিনি যে নেয়ামত বান্দাকে দান করেছেন, তার নিদর্শন যেন তার উপর প্রকাশ পায়। - (তিরমিযী)

## কাপড় পরিষ্কার রাখতে হবে

হাদীস : ৪০৩৮ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন একদিন রাসূল (স) আমাদের কাছে বেড়াতে এলেন এবং এক ব্যক্তিকে দেখলেন, যার চুলগুলো ছিল এলোমেলা এবং বিক্ষিপ্ত। তখন তিনি বললেন, এ লোকটি কি এমন কোন জিনিসই পায়নি যা দিয়ে সে নিজের মাথার চুলগুলো পরিপাটি করে নিতে পারে? আরেক ব্যক্তিকে দেখলেন, তার পরনের ছিল ময়লা জামা। তার সম্পর্কে বললেন, এ লোকটি কি এমন কিছু পায় নি, যা দিয়ে সে নিজের কাপড় ধুয়ে নিতে পারে? - (আহমদ নাসাঈ)

## অত্যধিক কৃপণতা করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪০৩৯ ॥ হযরত আবুল আহওয়াস (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর কাছে এলাম, সে সময় আমার পরনে ছিল মামুলী ধরনের কাপড়। তখন তিনি আমাকে বললেন, তোমার মাল-সম্পদ আছে কি? আমি বললাম হ্যাঁ, আছে। এবার জিজ্ঞেস করলেন, কি মাল আছে? আমি বললাম, সব রকম মাল আছে-আল্লাহ তায়ালা যখন তোমাকে মাল-সম্পদ দান করেছেন, কাজেই আল্লাহর প্রদত্ত নিয়ামত ও তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মধ্যে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত। - (আহমদ ও নাসাঈ) আর এটা শরহে সুন্নাহ মাসাবীর শব্দে বর্ণিত হয়েছে।)

## লাল বর্ণ রাসূল (স) পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৪০৪০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন এক ব্যক্তি লাল বর্ণের দু খানা কাপড় পরে যাবার কালে রাসূল (স)-কে সালাম করল, তিনি তার সালামের জবাব দিলেন না।

হাদীস : ৪০৪০

- (তিরমিযী ও আবু দাউদ)

## রাসূল (স) হলুদ বর্ণের কাপড় পরিধান করেননি

হাদীস : ৪০৪১ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আমি অত্যধিক লাল বর্ণের গদির উপর সওয়ার হই না, হলুদ রংয়ের কাপড় পরিধান করি না এবং রেশমযুক্ত জামাও পরিধান করি না। তিনি আরও বলেন, জেনে রাখ! পুরুষদের আভর হল যাতে খোশবু আছে রং নেই, পক্ষান্তরে নারীদের আভর হল যাতে রং আছে, কিন্তু সুগন্ধি বিচ্ছুরিত হয় না। - (আবু দাউদ)

## রাসূল (স) দশটি কাজ নিষেধ করেছেন

হাদীস : ৪০৪২ ॥ হযরত আবু রায়হানা কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) দশটি কাজ নিষেধ করেছেন। ১. দাঁতকে ধারালো করা। ২. শরীরে উলকি লাগানো। ৩. সৌন্দর্যের জন্য মুখের পশম গুঠান। ৪. কাপড়ের আবরণ ছাড়া দুজন পুরুষের একই চাদরের নীচে শয়ন করা। ৫. কাপড়ের আবরণ ছাড়া দুজন মহিলার একই চাদরে শয়ন করা। ৬. আজমীদের ন্যায় জামার নীচে রেশম ব্যবহার করা। ৭. অথবা আজমীদের ন্যায় জামার কাঁধে রেশম ব্যবহার করা। ৮. ছিনতাই করা। ৯. চিতার চামড়ার গদির উপর সওয়ার হওয়া এবং ১০. শাসক ছাড়া অন্য কারো পক্ষে সীলযুক্ত আংটি ব্যবহার করা। - (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

## সোনার আংটি ব্যবহার করা নিষেধ

হাদীস : ৪০৪৩ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) আমাকে সোনার আংটি, রেশমের জামা পরিধান এবং গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। - (তিরমিযী) আবু দাউদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। আবু দাউদের অপর এক বর্ণনায় আছে, এবং তিনি বলেন, আমাকে উরজুয়ানী (অত্যধিক লাল বর্ণের) গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।

## চিতা বাঘের চামড়া গদিতে থাকা নিষেধ

হাদীস : ৪০৪৪ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা রেশমী কাপড় এবং চিতা বাঘের গদির উপর সওয়ার হয়ো না। - (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

## লাল বর্ণের জিন ব্যবহার করা নিষেধ

হাদীস : ৪০৪৫ ॥ হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) লাল বর্ণের জিন বা গদি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। - (শরহে সুন্নাহ)

### সবুজ বর্ণ রাসূল (স) পছন্দ করতেন

হাদীস : ৪০৪৬ ॥ হযরত আবু রিমসা তাইমী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর কাছে এলাম, তখন তিনি সবুজ বর্ণের দুখানা কাপড় পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। সে সময় তাঁর চুলে বার্ধক্যের আলামত প্রকাশ পাচ্ছিল। তবে তাঁর বার্ধক্যের চিহ্ন লাল আভায়। -(তিরমিযী আর আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, তিনি ছিলেন বাবড়ি চুল বিশিষ্ট এবং তা ছিল মেহেদীতে রঞ্জিত।)

### রাসূল (স) কাতারী কাপড় পড়ে নামায পড়তেন

হাদীস : ৪০৪৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, এক সময় রাসূল (স) অসুস্থ ছিলেন। তখন তিনি উসামার উপর ভর দিয়ে বের হয়ে এলেন। সে সময় তাঁর গায়ে একখানা কাতারী চাদর ছিল, যা তিনি উভয় কাঁধের জড়িয়ে পরেছিলেন এবং তিনি লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন। -(শরহে সুন্নাহ)

### রাসূল (স)-এর দু'খানা মোটা কাতারী কাপড়ও ছিল

হাদীস : ৪০৪৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর ব্যবহার দুখানা কাতারী মোটা কাপড় ছিল। যখন তিনি বসতেন, এবং ঘর্মান্ত হতেন, তখন কাপড় দুখানা তাঁর উপরে ভারী হয়ে যেত। সিরিয়া হতে জনৈক ইহুদীর কিছু কাপড় এল। তখন আমি বললাম, যদি আপনি কাকেও তার কাছে পাঠিয়ে দুখানা কাপড় খরিদ করে নিতেন সচ্ছলতা সাপেক্ষে মূল্য পরিশোধের শর্তে, তবে কতই না ভালো হত। অতপর রাসূল (স) এক ব্যক্তি তার কাছে পাঠালেন। তখন সে বলল, আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি, তুমি আমার মালটি আত্মসাৎ করতে চাচ্ছ। তখন রাসূল (স) বললেন, সে ইহুদীটি মিথ্যা বলেছেন। সে নিশ্চতভাবে জানে যে, আমি তাদের সকলের চেয়ে অধিক খোদাতীরা ও পরহেযগার এবং আমানত পরিশোধকারী। -(তিরমিযী ও নাসাই)

### রাসূল (স) গোলাপী রং পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৪০৪৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূল (স) আমাকে এমন অবস্থায় দেখতে পেলেন যে, তখন আমার পরনে ছিল উচ্ছুরে রঞ্জিত গোলাপী রংয়ের একখানা কাপড়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি? তাঁর এ প্রশ্ন হতে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি ওটাকে অপছন্দ করেছেন। সুতরাং আমি তখনই চলে এলাম এবং কাপড়খানাকে জ্বালিয়ে ফেললাম। তখন রাসূল (স) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার কাপড়খানা কি করেছে? আমি বললাম, সেটাকে জ্বালিয়ে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, তুমি কেন তা তোমার পরিবারস্থ কোন মহিলাকে পরিধান করালে না? কেননা, ওটা মহিলাদের ব্যবহারে কোন দোষ নেই। -(আবু দাউদ)

হাদীস - ৪০৪৬

### রাসূল (স) খচ্চরের পিঠে বসে ভাষণ দিলেন

হাদীস : ৪০৫০ ॥ হযরত হেলাল ইবনে আমের (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি রাসূল (স)-কে মিনায় একটি খচ্চরের উপরে বসে খোতবা দান করতে দেখেছি। সে সময় তাঁর গায়ে ছিল লাল বর্ণের চাদর আর হযরত আলী (রা) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে তাঁর বক্তব্য শুনছিলেন। -(আবু দাউদ)

### পশমের দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় পরিধান করা নিষেধ

হাদীস : ৪০৫১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স)-এর জন্য একখানা কালো বর্ণের চাদর তৈরি করা হল। তিনি সেটা পরিধান করলেন। যখন তিনি তাতে ঘর্মান্ত হয়ে উঠলেন, এবং পশমের দুর্গন্ধ পেলেন, তখন সেটাকে খুলে ফেললেন। -(আবু দাউদ)

### ঝালর বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা যায়

হাদীস : ৪০৫২ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একবার আমি রাসূল (স)-এর কাছে আসলাম, সে সময় তিনি একখানা চাদর দিয়ে এহতাব অবস্থায় উপবিষ্ট ছিলেন এবং তার ঝালর তাঁর পদদ্বয়ের উপর পড়েছিল।

হাদীস - ৪০৫১

-(আবু দাউদ)

### শরীর দেখা যায় এমন কাপড় পড়া নিষেধ

হাদীস : ৪০৫৩ ॥ হযরত দাহইয়া ইবনে খালীফা (রা) হতে বর্ণিত, এক সময় রাসূল (স)-এর কাছে কতকগুলো কিবতি মিসরীয় কাপড় আনা হল। তিনি তা হতে একখানা কিবতি কাপড় আমাদের প্রদান করে বললেন, এটাকে দু খণ্ড করে নাও। একখণ্ড কেটে জামা তৈরি কর এবং অপর খণ্ডটি উড়নি হিসেবে ব্যবহারের জন্য তোমার স্ত্রীকে প্রদান কর। যখন তিনি ফিরে যেতে লাগলেন, তখন রাসূল (স) বললেন, তোমার স্ত্রীকে এ নির্দেশও দিবে যেন সে তার নীচে অন্য আরেকখানা কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীর দেখা না যায়। -(আবু দাউদ)

হাদীস - ৪০৫২



## কাপড় দিয়ে এক প্যাচ দিলে চলে

হাদীস : ৪০৫৪ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) তাঁর কাছে এলেন। সে সময় তিনি ওড়না পরিহিতা অবস্থায় ছিলেন। তখন তিনি বললেন, কাপড় দিয়ে এক প্যাচই যথেষ্ট, দুই প্যাচ দেয়ার প্রয়োজন নেই।

হাদীস - ৮৭১

-(আবু দাউদ)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ইয়ার দু পায়ের নলা পর্যন্ত পরতে হয়

হাদীস : ৪০৫৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন আমি রাসূল (স)-এর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম। সে সময় আমার ইয়ার খুলান ছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন, হে আবদুল্লাহ! তোমার ইয়ার উঠিয়ে নাও। তখনই আমি তা ওঠাতে লাগলাম। অতপর বললেন, আরো ওঠাও, সুতরাং আমি আরও ওঠালাম। এরপর হতে আমি সর্বদা তা উপরে বাঁধতে তৎপর থাকতাম। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করল, কতটুকু উপরে ওঠাতে হবে। তিনি বললেন, দু পায়ের অর্থ নালা পর্যন্ত। -(মুসলিম)

## হযরত আবু বকর (রা)-এর জন্য ক্ষমা করা হল

হাদীস : ৪০৫৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি অহংকারবশত কাপড় হেঁচড়িয়ে চলে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তায়াল্লা তার দিকে দয়ার দৃষ্টিতে তাকাবেন না। তখন হযরত আবু বকর (রা) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার অসাধনতাবশত অনেক সময় আমার ইয়ার টাখনার নীচে খুলে যায়, তখন রাসূল (স) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, যারা অহংকারবশত কাপড় বোলায় আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত নন। -(বোখারী)

## ইয়ারের পিছন দিক উঠিয়ে পরতে হয়

হাদীস : ৪০৫৭ ॥ হযরত ইকরামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে এভাবে ইয়ার পরিধান করতে দেখেছি যে, তিনি তাঁর ইয়ারের সামনের অংশ পায়ের পাতার উপর খুলিয়ে রেখেছেন এবং পেছনের অংশ উপরে উঠিয়ে রেখেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এভাবে ইয়ার পরেছেন কেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে এভাবে ইয়ার পরিধান করতে দেখেছি। -(আবু দাউদ)

## পাগড়ি ফেরেশতাদের প্রতীক

হাদীস : ৪০৫৮ ॥ হযরত উবাদা ইবনে সামেত (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা পাগড়ি বাঁধবে। কেননা, সেটা ফেরেশতাদের প্রতীক। আর এর পেছনে পিঠের উপর ছেড়ে দাও। -(রায়হানী শোআবুল ইমানে)

## পাতলা কাপড় পরিধান করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪০৫৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন আমার ভগ্নী আসমা বিনতে আবু বকর (রা) পাতলা কাপড় পরিহিত অবস্থায় রাসূল (স)-এর কাছে গেলেন। রাসূল (স) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে আসমা! মহিলা যখন বালেগ হয়, তখন তার শরীরের কোন অঙ্গ দেখা যাওয়া উচিত নয়, তবে শুধুমাত্র এটা এবং এটা এ বলে তিনি তাঁর মুখ এবং তাঁর দু হাতের হাতলির দিকে ইংগিত করলেন। -(আবু দাউদ)

## নতুন কাপড় পরিধান করে দোআ করতে হয়

হাদীস : ৪০৬০ ॥ আবু মতর হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত আলী (রা) তিন দিরহামের একখানা কাপড় খরিদ করলেন। যখন তিনি তা পরিধান করলেন, তখন দোআটি পড়লেন, আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী রাযাকানীমিনার রিয়াশে মা আতাজাম্মালু বিহী ফিল্লাসি ওয়া উয়ারী বিহী আওরাতী। অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে পোশাক দান করেছেন, আমি এটা দিয়ে লোক সমাজে নিজের সৌন্দর্য প্রকাশ করার প্রয়াস পাব এবং আমার সত্তর আবৃত করব। অতপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে এরূপ বলতে শুনেছি। -(আহমদ)

## রাসূল (স) নতুন কাপড় পরিধান করে দোআ করলেন

হাদীস : ৪০৬১ ॥ হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) নতুন কাপড় পরিধান করলেন এবং দোআ পড়লেন। 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাসানী মা উয়ারী বিহী আওরাতী ওয়া আতাজাম্মালু বিহী ফী হায়াতী।' অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাকে ঐ পোশাক পরিধান করিয়েছে, যা দিয়ে আমি সত্তর আবৃত করতে পারি এবং আমার সামাজিক জীবনকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পারি। অতপর তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরিধান করে উক্ত দোআটি পড়ে এবং ব্যবহৃত পুরাতন কাপড়খানি সদকা করে দেয়, সে জীবনে এবং মরণে আল্লাহর পাহারাতে আল্লাহর হেফযতে এবং আল্লাহর আচ্ছাদনে অবস্থান করে। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, উক্ত হাদীসটি গরীব।)



### মহিলাদের মোটা কাপড় পরিধান করতে হয়

হাদীস : ৪০৬২ ॥ হযরত আলকামা ইবনে আবু আরকামা তাঁর মাতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, একদিন হাফস বিনেত আবদুর রহমান একখানা খুব পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলেন। তখন হযরত আয়েশা (রা) উক্ত পাতলা ওড়নাখানা ছিড়ে ফেললেন এবং তাকে একখানা মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন।

-(মালিক)

### মহিলাদের কাপড় ধার দেয়া যায়

হাদীস : ৪০৬৩ ॥ হযরত আবদুল ওয়াহেদ ইবন আয়মান (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি এক সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি পাঁচ দিরহাম মূল্যের মোটা সূতার একটি কামিজ পরিধান করে আছেন। তিনি বললেন, আমার এ দাসীটিকে একটুকু চোখ তুলে দেখ, বাইরের তো প্রশ্নই ওঠে না। বাড়িতেও সে এর ব্যবহার করতে অস্বীকার করে। অথচ রাসূল (স)-এর যুগে আমার ঐ রকমই এটি কামিজ ছিল, মদীনার কোন মেয়েকেই যখন বিবাহ উপলক্ষে সাজানো হত, তখন লোক পাঠিয়ে আমার কাছে হতে তা আরিয়াত নিয়ে যেত। -(বোখারী)

### রাসূল (স) রেশমী কাপড় খুলে ফেললেন

হাদীস : ৪০৬৪ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন রাসূল (স) একটি রেশমী কাবা পরিধান করলেন, যা তাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছি। অতপর তিনি অতি সত্বর তা খুলে ফেললেন এবং হযরত ওমর (রা)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি এত জলদি ওটা খুলে ফেললেন। তিনি বললেন, এই মাত্র হযরত জিবরাঈল (আ) আমাকে ওটা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। পরে হযরত ওমর (রা) কেঁদে কেঁদে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি একটি জিনিস অপছন্দ করলেন আর সেটা আমাকে প্রদান করলেন। সুতরাং আমার অবস্থা কি হবে? তখন তিনি বললেন, মূলত আমি ওটা তোমাকে পরিধান করার উদ্দেশ্যে দিই নি; বরং তা তোমাকে দিয়েছি যাতে তুমি ওটা বিক্রয় করে উপকৃত হও। হযরত ওমর (রা) দু হাজার দিরহামের বিনিময়ে সেটা বিক্রয় করলেন।

-(মুসলিম)

### রেশমের কাপড়ের ঝালর দেয়া যায়

হাদীস : ৪০৬৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স) শুধু রেশমের তৈরি কাপড় পড়তে নিষেধ করেছেন, তবে রেশমের ঝালর অথবা কাপড়ে তানা হিসেবে ব্যবহারে কোন দোষ নেই।

-(আবু দাউদ)

### রেশমী কাপড় দিয়ে বর্ডার দেয়া যায়

হাদীস : ৪০৬৬ ॥ আবু রাজা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, একদিন হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) রেশমী বর্ডারের কাপড় পরিহিত অবস্থায় আমাদের সামনে এলেন এবং বললেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা যাকে কোন নিয়ামত দান করেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পছন্দ করেন যে, যেন তাঁর দেয়া সে নিয়ামতের নিদর্শন তাঁর বান্দাহর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। -(আহমদ)

### অপব্যয় ও অহংকার করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪০৬৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেছেন, মনে যা চায় তা খাও এবং যা ইচ্ছা হয় পরিধান কর, যে পর্যন্ত না তুমি দুটির মধ্যে পতিত হও। অপব্যয় ও অহংকার। অর্থাৎ খাওয়া ও পরার ব্যাপার প্রত্যেকের পৃথক স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু অপচয় কিংবা অপব্যয় আর অহংকার ও অহমিকা ও দু জিনিস হতে বেঁচে থাকবে। -(বোখারী, বোখারী অত্র হাদীসটি তাঁর কিতাবের শিরোনামে বর্ণনা করেছেন।)

### অপব্যয় ও অহংকার বিষয়ে কড়া হুঁশিয়ারী দেয়া হয়েছে

হাদীস : ৪০৬৮ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব (রা) তাঁর পিতা হতে এবং তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা খাও, পান কর, দান-সদকা কর এবং পরিধান কর যে পর্যন্ত না অপব্যয় ও অহংকারে পতিত হও। -(আহমদ, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ)

### রাসূল (স) সাদা কাপড় পরিধান করতে বলতেন

হাদীস : ৪০৬৯ ॥ হযরত আবুদদারদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন; রাসূল (স) বলেছেন, যা পরিধান করে তোমরা কবরে এবং মসজিদে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, তার মধ্যে সর্বোত্তম হল সাদা কাপড়। -(ইবনে মাজাহ)

FJ^! , , '

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

### আংটির ব্যবহারের গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### রূপার আংটি ব্যবহার

হাদীস : ৪০৭০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) স্বর্ণের আংটি তৈরি করালেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, তিনি তাকে ডান হাতে ব্যবহার করলেন। অতপর তাকে খুলে ফেলে দিলেন এবং পরে রূপার আংটি তৈরি করালেন। তাতে অঙ্কিত ছিল (আ=পৃঃ-৮৩০) মুহাম্মদুর রাসূল এবং বলেছেন, কেউ যেন তার আংটি আমার আংটির নকশার অনুরূপ অঙ্কিত না করে। রাসূল (স) যখন তা পড়তেন, তা নকশা হাতলীর ভিতরের দিকে রাখতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রাসূল (স)-এর আংটিতে আকিক পাথর ছিল

হাদীস : ৪০৭১ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) স্বীয় ডান হাতে রূপার আংটি পরিধান করেছেন। তার মধ্যে হাবশী তথা আকিক পাথরের নাগীনা সংযোজিত ছিল। আর তিনি উক্ত নাগীনাটি হাতলীর ভিতরের দিকেই রাখতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রাসূল (স) বাম হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলে আংটি ব্যবহার করতেন

হাদীস : ৪০৭২ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আংটি এ আঙ্গুলে পরিধান করতেন, এ বলে তিনি বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙ্গুলের দিকে ইথগিত করলেন। -(মুসলিম)

#### মাধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুলে আংটি পড়তে হয়

হাদীস : ৪০৭৩ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাকে মাধ্যমাও তর্জনী এ আঙ্গুলীদ্বয়ে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। অর্থাৎ এ দু আঙ্গুলে ব্যবহার না করা উত্তম। -(মুসলিম)

#### কোরআনের কোন অংশ রুকুর মধ্যে পাঠ করা নিষেধ

হাদীস : ৪০৭৪ ॥ হযরত আলী (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) রেশম ও হলুদ রঙের কাপড় পরিধান করতে ও স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে এবং কোরআনের কোন অংশ রুকুর মধ্যে পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। -(মুসলিম)

#### রাসূল (স) স্বর্ণের আংটি ফেলে দিলেন

হাদীস : ৪০৭৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) এক ব্যক্তির হাতে একটি স্বর্ণের আংটি দেখতে পেলেন। তখনই তিনি তার হাত হতে তা খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ কি এটা চায় যে, জুলন্ত অঙ্গার নিয়ে নিজ হাতে রাখবে? অতপর রাসূল (স) চলে গেলেন। লোকেরা তাকে বলল, তুমি তোমার আংটিটি তুলে নাও এবং তা হতে উপকৃত হও। তখন সে বলল, আল্লাহর কসম! আমি তা কখনো তুলে নেবে না যা স্বয়ং রাসূল (স) ফেলে দিয়েছেন। -(মুসলিম)

#### রাসূল (স)-এর আংটি ছিল সিলমোহর

হাদীস : ৪০৭৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, যখন রাসূল (স) পারস্যের রাজা কিসরা এবং সম্রাট কায়েসার এবং নাজাশীর কাছে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখতে ইচ্ছা করলেন, তখন তাঁকে বলা হল যে, তারা এমন লিপি গ্রহণ করে না যা মোহর বা সীলযুক্ত নয়। অতপর রাসূল (স) একটি আংটি তৈরি করালেন, তার গোল চাক্ষিকি ছিল রূপার। তাতে অঙ্কিত ছিল মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ! -(মুসলিম, আর বুখারীর বর্ণনায় আছে, আংটির লিখা তিন লাইনে ছিল। মুহাম্মদ এক লাইন, রাসূল এক লাইন এবং আল্লাহ এক লাইন।)

#### রাসূল (স)-এর আংটি নাম অংকিত ছিল

হাদীস : ৪০৭৭ ॥ হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স)-এর একটি রূপার আংটি ছিল এবং তার নাগীনা ছিল রূপার। -(বোখারী)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### ডান হাতে আংটি ব্যবহার করবে

হাদীস : ৪০৭৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) ডান হাতে আংটি ব্যবহার করতেন। -(ইবনে মাজাহ, আর হাদীস আবু দাউদ ও নাসাই হযরত আলী (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।)

রাসূল (স) কোন সময় বাম হাতে আংটি পরতেন

হাদীস : ৪০৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন. রাসূল (স) বাম হাতে আংটি পরতেন। - (আবু দাউদ)

## স্বর্ণ ও রেশমী বস্ত্র পুরুষের জন্য হারাম

হাদীস : ৪০৮০ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত যে, একদিন রাসূল (স) ডান হাতে রেশম এবং বাম হাতে স্বর্ণ নিয়ে বললেন, এ বস্তু দুটি আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য হারাম। -(আহমদ, আবু দাউদ ও নাসাই)

**পুরস্কারের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার হারাম**

হাদীস : ৪০৮১ ॥ হযরত মুয়াবিয়া (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) চিতা বাঘের চামড়ার তৈরি গদিতে সওয়ার হতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি পুরুষদেরকে স্বর্ণ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তবে কর্তিত মিহিন অংশ বিশেষ ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। - (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

সীসার আংটিতে মূর্তির গন্ধ পাওয়া যায়

হাদীস : ৪০৮২ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) কাসার তৈরি আংটি পরিহিত এক ব্যক্তিতে বললেন, কি ব্যাপার। আমি যে তোমার কাছে হতে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি তখন সে আংটিটি খুলে ফেলে দিল। অতপর সে লোহার তৈরি একটি আংটি পরিধান করে এল। এবার তিনি বললেন কি ব্যাপার! আমি যে তোমাকে দোষখীদের অলংকার পরিহিত অবস্থায় দেখছি। এবারও সে আংটিটি খুলে ফেলে দিল। অতপর সে বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! তবে আমি কিসের আংটি তৈরি করব? তিনি বললেন, রূপা দিয়ে। কিন্তু তাতে পরিমাণ যেন এক মিসকাল হতে কম হয়। –(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)। ইমাম মুহিউসসুনুহ বলেন, হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) কর্তৃক নারীদের মহর সংক্রান্ত অধ্যায় একটি সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে বলেছেন, স্ত্রীর মহর আদায়ের জন্য কোন জিনিস খোঁজ করে দেখ। যদি কিছুই না পাও, অন্তত লোহার একটি আংটি হলেও নিয়ে আস।

রাসূল (স) দশটি অভ্যাস পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৪০৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (রা) দশটি অভ্যাসকে অপছন্দ করতেন। ১. সুগন্ধি (জাফরান ইত্যাদি দিয়ে প্রস্তুতকৃত) হলুদ রং ২. সাদা চুল উঠিয়ে অথবা কালো খেজাব লাগিয়ে বার্বাক্য পরিবর্তন করা। ৩. ইয়ার ঝুলিয়ে পরা। ৪. স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা। ৫. পরপুরুষের সামনে নিজের সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করা। ৬. গুটি খেলা করা। ৭. সূরায়ে ফালাক ও সূরায়ে নাস ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে মন্তর করা। ৮. জাহেলী পন্থায় শয়তানের নাম সম্বলিত তাবিজ গলায় বাঁধা। ৯. অপাত্রে বীর্ষ প্রবাহিত করা এবং ১০. শিশু সন্তানের অনিষ্ট করা (অর্থাৎ স্ত্রীর সাথে সহবাস করা যাতে সে পুনরায় গর্ভধারণ করে। ফলে দুগ্ধপোষ্য শিশুটির খাদ্য দুধ কমে যায়)। অবশ্য রাসূল (স) একে হারাম বলেন নি। —(আবু দাউদ নোসাইঈ)

বাজনাদার অলংকার পরিধান করা উচিত নয়

হাদীস : ৪০৮৪ ॥ হযরত ইবনে যুবায়র (রা) হতে বর্ণিত, একদিন তাদের আশীদকৃত এক দাসী যুবায়রের একটি কন্যাকে নিয়ে হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাবের কাছে গেল। সে সময় মেয়েটির পায়ে বাঁধা ছিল ঝুমঝুমি। তখন হযরত ওমর (রা) ঝুমঝুমিটি কেটে ফেললেন এবং বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, প্রত্যেক বাজনার সাথে শয়তান থাকে। -(আবু দাউদ) **১৬X!** , , +

যে ঘরে বাদ্যযন্ত্র থাকে সে ঘরে ফেরেশতা থাকে না

হাদীস : ৪০৮৫ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে হায়্যান আনসারীর আযাদকৃত দাসী বুনাহ হতে বর্ণিত, একদিন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে একটি ছোট মেয়ে আনা হল, তার পরনে ছিল খুমখুমি এবং তা বাজছিল। হযরত আয়েশা (রা) বললেন, তার খুমখুমিটি না কেটে ফেলা পর্যন্ত তুমি তাকে চুকিয়ে না। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে ঘরে বাদ্য থাকে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না। -(আবু দাউদ)

একজনের নাক স্বর্ণ দিয়ে তৈরি করার নির্দেশ দিলেন

হাদীস : ৪০৮৬ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে তারফা হতে বর্ণিত, কিলাবের যুদ্ধে তাঁর দাদা আরফাজা ইবনে আসআদের নাক কাটা গিয়েছিল। তিনি রূপার দিয়ে একটি নাক তৈরি করেছিলেন। ফলে তাতে দুর্গন্ধ দেখা দিল। অতপর রাসূল (স) তাঁকে স্বর্ণের নাক তৈরি করতে নির্দেশ করলেন। - (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

### স্বর্ণ বস্ত্র আঙনের সমতুল্য

হাদীস : ৪০৮৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি তার কোন প্রিয়জনকে আঙনের কড়া পরানো পছন্দ করে, সে যেন তাকে স্বর্ণের কড়া পরায়। এবং যে ব্যক্তি তার কোন প্রিয়জনকে আঙনের হার পরানো পছন্দ করে, সে যেন তাকে স্বর্ণের হার পরায়। আর যে ব্যক্তি তার কোন প্রিয়জনকে আঙনের বালা পরানো পছন্দ করে, সে যেন তাকে সোনার বালা পরায়। তবে তোমরা চান্দি ব্যবহার করতে পার, এতে বাঁধা নেই। -(আবু দাউদ)

### স্বর্ণের বস্ত্র পরিধান করলে কিয়ামতে আঙনে পোড়ানো হবে

হাদীস : ৪০৮৮ ॥ হযরত আসমা বিনতে ইয়াযিদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে নারী গলায় সোনার হার পরিধান করল, কিয়ামতের দিন তার গলায় অনুরূপ আঙনের হার পরিধান করানো হবে। আর যে নারী স্বীয় কানের মধ্যে সোনার বালি পরিধান করে, কিয়ামতেই দিন তার কানে সেটার অনুরূপ আঙনের বালি পরানো হবে।

হাদীস - ৪৪৮

-(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

### রূপার তৈরি অলংকার ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪০৮৯ ॥ হযরত হুযায়ফা (রা)-এর ভগ্নী হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) বলেছেন, হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমাদের জন্য এটা কি যথেষ্ট নয়, যে তোমরা কেবলমাত্র রূপা দিয়ে অলংকার তৈরি করবে? সাবধান! তোমাদের যে কোন মহিলা সোনার অলংকার প্রস্তুত করবে এবং তা বেগানা পুরুষের মধ্যে প্রকাশ করে বেড়াবে, তার জন্য তাকে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### দুনিয়ায় রেশমী পরিধান করলে আখেরাতে পাবে না

হাদীস : ৪০৯০ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) অলংকার ও রেশমী কাপড় ব্যবহারকারীদেরকে এ বলে নিষেধ করতেন যে, যদি তোমরা বেহেশতের অলংকার ও তার রেশম পরিধান করাকে পছন্দ কর, তবে এগুলো দুনিয়াতে পরিধান করো না। -(নাসাঈ)

### রাসূল (স) আংটি ফেললেন

হাদীস : ৪০৯১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) একটি আংটি প্রস্তুত করালেন, এবং সেটা পরলেন। পরে বললেন, এ আংটিটি আজ আমাকে তোমাদের হতে গাফেল করে রেখেছে। ফলে আমি কখনো আংটির দিকে তাকাই আবার কখনো তোমাদের দিকে তাকাই। অতপর তিনি আংটিটি খুলে ফেললেন।

-(নাসাঈ)

### স্বর্ণের বস্ত্র সবার জন্য হারাম

হাদীস : ৪০৯২ ॥ হযরত মালিক (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, শিশু ছেলেদের স্বর্ণের কোন কিছু পরিধান করানো আমি নাজায়েয মনে করি। কেননা, আমার কাছে এ হাদীস পৌঁছেছে যে, রাসূল (স) স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং আমি এটা বয়স্ক পুরুষ এবং বালক উভয়ের জন্য নাজায়েয মনে করি। (মুআত্তা মালিক)

## চতুর্বিংশ অধ্যায়

### পাদুকা সম্পর্কীয় বর্ণনা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

### রাসূল (স)-এর জুদায় পশম ছিল না

হাদীস : ৪০৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে এমন পাদুকা পরিধান করতে দেখেছি যাতে পশম ছিল না। -(বোখারী)

### দু ফিতা বিশিষ্ট জুতা রাসূল (স) পরিধান করতেন

হাদীস : ৪০৯৪ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) স্যাণ্ডেলে দুটি ফিতা ছিল। -(বোখারী)

### জুতা ব্যবহার করা বাহনের সমতুল্য

হাদীস : ৪০৯৫ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কোন এক যুদ্ধের বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, তোমরা জুতা বেশি বেশি ব্যবহার কর। কেননা, যে মানুষ জুতা ব্যবহার করে, সে যেন বাহনের উপরেই রয়েছে। -(মুসলিম)

**জুতা ডান পা দিয়ে পরতে হয়**

হাদীস : ৪০৯৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন জুতা পরিধান করবে, সে যেন ডান পা হতে শুরু করে, আর যখন কুলবে, তখন যেন বাম পা হতে শুরু করে। যাতে জুতা পরার সময় যেন ডান পা প্রথমে হয় আর খোলার সময় তা হয় শেষে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**উভয় পায়ে জুতা রাখতে হয়**

হাদীস : ৪০৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না চলে। হয়ত উভয় পা খালি রাখবে নতুবা উভয় পায়ে জুতা পরবে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**এক পায়ে জুতা পরিধান উচিত নয়**

হাদীস : ৪০৯৮ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কারও জুতার ফিতা ছিঁড়ে যায়, সে যেন একখানা জুতা পরে না চলে, যতক্ষণ না অপর জুতাখানার ফিতা ঠিক করে নেয়, এবং সে একখানা মোজা পরে যেন না চলে। আর সে যেন তার বাম হাতে না খায় এবং একখানা কাপড় দিয়ে এহতেবা অবস্থায় না বসে এবং কাপড়ে যেন গোটা শরীরকে জড়িয়ে না রাখে। -(মুসলিম)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ****রাসূল (স)-এর স্যাঙেলের ফিতা কিরূপ ছিল**

হাদীস : ৪০৯৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, রাসূল (স)-এর স্যাঙেলে দুই ফিতা ছিল এবং প্রত্যেকটি ফিতা ছিল দুই ফিতাবিশিষ্ট। -(তিরমিযী)

**দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করা উচিত নয়**

হাদীস : ৪১০০ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন। -(আবু দাউদ)

আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ হাদীসটি হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।

**কখনো একখানা জুতা পরিধান করা যায়**

হাদীস : ৪১০১ ॥ হযরত ইবনে মুহাম্মদ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূল (স) কখনও কখনও একখানা জুতা পরিধান করে চলেছেন। অপর এক বর্ণনায় আছে, হযরত আয়েশা (রা) নিজেই একখানা জুতা পরিহিত অবস্থায় চলেছেন। -(তিরমিযী)

ইমাম তিরমিযী বলেন, এ হাদীসটি হযরত আয়েশা (রা) হতে মওকুফ হিসেবে বর্ণিত, আর এটাই অধিক সহীহ।

**বসার সময় জুতা খুলে পাশে রাখবে**

হাদীস : ৪১০২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কেউ যখন বসে, তখন সুনত হল তার জুতা খুলে বসবে এবং নিজের এক পাশে তা রেখে দেবে। -(আবু দাউদ)

হাদীস - ৬৯০

**রাসূল (স)-এর মোজা ছিল সাদা**

হাদীস : ৪১০৩ ॥ হযরত ইবনে বুরায়দা (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেছেন, নাজ্জাশী রাসূল (স)-এর খেদমতে কালো দুখানা সাদাসিধা মোজা হাদিয়া দিয়েছিলেন। রাসূল (স) তা পরিধান করেছেন। -(ইবনে মাজাহ)

আর ইমাম তিরমিযী ইবনে বুরায়দা হতে তিনি তাঁর পিতা হতে অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন, অতপর তিনি অযু করেন এবং ঐ মোজাঘরের উপর মাসেহ করেন।

**পঞ্চবিংশ অধ্যায়****চুল আঁচড়ানো****প্রথম পরিচ্ছেদ****ঋতুবতী অবস্থায় অন্যান্য কাজ করতে পারে**

হাদীস : ৪১০৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি মাসিক ঋতু অবস্থায় রাসূল (স)-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। -(বোখারী ও মুসলিম)



## পাঁচটি জিনিস ফিতরাত

হাদীস : ৪১০৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাঁচটি জিনিসই ফিতরাত। ১. খতনা করা, ২. নাভির নিচের অবাস্তিত লোম পরিষ্কার করা, ৩. গোপ কাটা, ৪. নখ কাটা, ৫. বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা। -(বোখারী ও মুসলিম)

## প্রত্যেক কাজ মুশরিকদের বিপরীত করা উচিত

হাদীস : ৪১০৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা মুশরিক কাফেরদের বিপরীত কর। অর্থাৎ দাড়ি বাড়াও এবং গৌফ খাট করো। অপর এক বর্ণনায় আছে, গৌফ ছাট এবং দাড়ি লম্বা কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

## নাভির নীচের পশম চল্লিশ দিনের আগেই ফেলতে হয়

হাদীস : ৪১০৭ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের জন্য সময় নির্ধারণ করা হয়েছে গৌফ ছাটা, নখ কাটা এবং বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা আর নাভির নীচের লোম মুড়ানোর ব্যাপারে যেন আমরা চল্লিশ দিনের অধিক চাড়িয়ে না রাখি। -(মুসলিম)

## দাড়ি চুলে খেঁচাব লাগানো জায়েয আছে

হাদীস : ৪১০৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ইহুদী এবং নাসারাগণ দাড়ি চুলে খেঁচাব লাগায় না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত কর। -(বোখারী ও মুসলিম)

## চুলে কালো রং ব্যবহার করা উচিত নয়

হাদীস : ৪১০৯ ॥ হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর পিতা আবু কোহাফাকে রাসূল (স)-এর সামনে উপস্থিত করা হল। সে সময় তাঁর মাথার চুল ও দাড়ি সুগামার (কাশফুলের) মত একেবারে সাদা ছিল। তখন রাসূল (স) বললেন, কোন কিছু দিয়ে তার চুল ও দাড়ির গুহ্রতাকে পরিবর্তন করে দাও। তবে কালো রং ব্যবহার করো না। -(মুসলিম)

## রাসূল (স) পিছনের দিকে চুল ছেঁটে রাখতেন

হাদীস : ৪১১০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সমস্ত ব্যাপারে কোন নির্দেশ বা ওহী নাযিল হয়নি, সে সব বিষয়ে রাসূল (স) আহলে কিতাবদের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করাকে পছন্দ করতেন। তৎকালে আহলে কিতাবগণ তাদের মাথার চুলকে সোজা ছেড়ে রাখত। আর মুশরিকরা সিঁথি কেটে চুলগুলো দু ভাগ করে রাখত। রাসূল (স) এমনিই সোজাসুজি পিছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখতেন। অবশ্য পরে তিনি সিঁথি কেটেছেন।

-(বোখারী ও মুসলিম)

## মাথার চুল সমানভাবে রাখতে হবে

হাদীস : ৪১১১ ॥ নাফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে কাযা হতে নিষেধ করতে শুনেছি। নাফেকে জিজ্ঞেস করা হল, কাযা কি? তিনি বললেন, বালকদের মাথার চুল কতক মুড়িয়ে ফেলা এবং চুল রেখে দেয়া। -(বোখারী ও মুসলিম)

## চুলের কিছু অংশ মুড়ানো ভালো নয়

হাদীস : ৪১১২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) এমন একটি ছেলেকে দেখতে পেলেন, যার মাথার চুলের কিছু অংশ মুড়ানো হয়েছে আর কিছু অংশ রেখে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন এবং বললেন, পুরা মাথা মুড়িয়ে ফেল অথবা পুরা মাথায় চুল রেখে দাও। -(মুসলিম)

## নারীদের উচিত নয় পুরুষের বেশ ধারণ করা

হাদীস : ৪১১৩ ॥ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসূল (স) নারী সাদৃশ্যতা গ্রহণকারী পুরুষ এবং পুরুষ সাদৃশ্যতা গ্রহণকারী নারীদের উপর অভিসপাত করেছেন, এবং বলেছেন তাদেরকে তোমাদের ঘর হতে বের করে দাও। -(বোখারী)

## কোন পুরুষের উচিত নয় নারীর বেশ ধারণ করা

হাদীস : ৪১১৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহর লানত সে পুরুষদের উপর যারা নারী সাদৃশ্যতা ধারণ করে এবং সে সকল নারীদের উপর যারা পুরুষ সাদৃশ্যতা ধারণ করে। -(বোখারী)

### মাথায় কৃত্রিম চুল লাগানো জায়েয নেই

হাদীস : ৪১১৫ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, সে নারীর উপর আল্লাহর লানত যে অন্য নারীর মাথার কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে কিংবা নিজ মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করায় এবং যে অন্যের গায়ে উক্তি করে অথবা নিজের গায়ে উক্তি করায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

### শরীরে উক্তি মারাত্মক উচিত নয়

হাদীস : ৪১১৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা লানত করেন, এমন সব নারীর উপর যারা অপরের সঙ্গে উক্তি মারে এবং নিজের সঙ্গেও করায়। যারা চুল উপড়িয়ে ফেলে যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরা এবং তার ফাঁক বড় করে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বদলিয়ে দেয়। এ সময় জনৈক মহিলা ইবনে মাসউদের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আমি শুনতে পেলাম, আপনি নাকি এমন এমন নারীদের লানত করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি কেন তাদের উপর লানত করব না, যাদের উপর রাসূল (স) লানত করেছেন? আর যা আল্লাহর কিতাবেও রয়েছে। মহিলাটি বলল, আমি তো সারা কোরআন পড়েছি, কিন্তু তার মধ্যে কোথাও তো ওটা পেলাম না, যা আপনি বলছেন। তখন ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, যদি তুমি কোরআন পড়তে তাহলে তুমি অবশ্যই তা পেতে। আচ্ছা, তুমি কি এটা পড় নি? **ما اتكم الرسول فخذوه وما نهكم عنه فانتهوا**

অর্থ, রাসূল (স) তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা আঁকড়িয়ে ধর, আর যা হতে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। এটা শুনে মহিলাটি বলল, হ্যাঁ এটা তো পড়েছি। তখন ইবনে মাসউদ (রা) বললেন, আল্লাহর রাসূল এ সমস্ত কাজ হতেও নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### মানুষের বদ নজর লাগতে পারে

হাদীস : ৪১১৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বদ নজর লাগা সত্য এবং তিনি সঙ্গে উক্তি উৎকীর্ণ করতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী)

### চুল পরিপাটি করে রাখতে হয়

হাদীস : ৪১১৮ ॥ হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে চুল পরিপাটি করা অবস্থায় দেখেছি। -(বোখারী)

### জাফরান রং ব্যবহার করা উচিত নয়

হাদীস : ৪১১৯ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) পুরুষদেরকে জাফরানী রং ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

### খোশবু ব্যবহার করা ভালো

হাদীস : ৪১২০ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সর্বোত্তম খোশবু যা আমি পেতাম তা আমি রাসূল (স)-এর গায়ে লাগাতাম। এমন কি আমি তাঁর মাথায় ও দাড়িতে খোশবুর চমক দেখতে পেতাম।

-(বোখারী ও মুসলিম)

### ঘরে ধুনি ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪১২১ ॥ নাফে (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন হযরত ইবনে ওমর (রা) ঘরের মধ্যে ধুনি ব্যবহার করতেন তখন খোশবুদার কাঠের অবিমিশ্র ধুনি জ্বালাতেন আর কখনো তার সাথে কর্পূর ঢেলে দিতেন এবং বলতেন, রাসূল (স) এভাবে ধুনি ব্যবহার করতেন। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### গোঁফ ছাঁটা যায়

হাদীস : ৪১২২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) নিজের গোঁফ কাটতেন অথবা বলেছেন, তা ছাঁটতেন। আল্লাহর বন্ধু হযরত ইব্রাহিম (আ)ও এরূপ করতেন। -(তিরমিযী)

#### গোঁফ ছাঁটার প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে ৫৯১

হাদীস : ৪১২৩ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নিজের গোঁফ ছাঁটে না, সে আমাদের নয়। -(আহমদ, তিরমিযী ও নাসাঈ)

#### রাসূল (স) দাড়ি ছাঁটতেন

হাদীস : ৪১২৪ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তাঁর দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) তাঁর দাড়ি প্রস্থ এবং দৈর্ঘ্য হতে ছেঁটে নিতেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)

জান্না - ৫৯২

**খালুকা দ্বারা সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়েয নেই**

হাদীস : ৪১২৫ ॥ হযরত ইয়ালা ইবনে মুররাহ (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) তার শরীরে অথবা কাপড়ের উপর খালুকা জাফরান দিয়ে তৈরি সুগন্ধি দেখতে পেলেন। তখন বললেন, তোমার কি স্ত্রী আছে? সে বলল, না। তখন তিনি বললেন, ওটা ধুয়ে ফেল, আবারো ধুয়ে ফেল আবারো ধুয়ে ফেল। অতপর আর কখনও ওটা ব্যবহার করো না।

হাদীস — ৮৯৬

—(তিরমিযী ও নাসাঈ)

**খালুক রং শরীরে লাগালে নামায হবে না**

হাদীস : ৪১২৬ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে গায়ে খালুক রংয়ের সামান্য পরিমাণও লেগে আছে, আল্লাহ তায়াল্লা এমন ব্যক্তির নামায কবুল করেন না। —(আবু দাউদ) হাদীস — ৮৯৮

**কোনভাবে জাফরান রং ব্যবহার করা যাবে না**

হাদীস : ৪১২৭ ॥ হযরত আশ্বার ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি কোন এক সফর হতে নিজ পরিবারের মধ্যে ফিরে আসলাম। সফরকালে আমার উভয় হাত ফেটে গিয়েছিল। সুতরাং আমার পরিবারের লোকেরা সেখানে জাফরান মিশ্রিত খালুক লাগিয়ে দিয়েছিল। ভোর বেলা আমি রাসূল (স)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে সালাম করলাম, কিন্তু তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন না এবং বললেন, যাও। তোমার হাতে ওটা ধুয়ে ফেল।

—(আবু দাউদ)

**মহিলাদের সুগন্ধি হবে উজ্জ্বল বর্ণের গন্ধ থাকবে না**

হাদীস : ৪১২৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পুরুষদের সুগন্ধি হল, যার গন্ধ বিচ্ছুরিত হয় আর রং না ভাসে। আর মহিলাদের সুগন্ধি হল, যার রং উজ্জ্বল এবং গন্ধ বিচ্ছুরিত হয় না।

—(তিরমিযী ও নাসাঈ)

**মাথায় তেল ব্যবহার করা সুন্নতে রাসূল**

হাদীস : ৪১২৯ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মাথায় খুব বেশি তৈল ব্যবহার করতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন। আর প্রায়শ মাথার একখানা কাপড় রাখতেন। দেখতে তা প্রায় তেলীদের কাপড়ের ন্যায় মনে হত। —(শরহে সুন্নাহ) হাদীস — ৮৯৯

**রাসূল (স)-এর মাথায় জুলফি ছিল**

হাদীস : ৪১৩০ ॥ হযরত উম্মে হানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার নবী করীম আমাদের কাছে এলেন, এ সময় তার মাথায় চুলের চারটি জুলফি ছিল। —(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

**মাথার চুলে সিঁথি কাটতে হল**

হাদীস : ৪১৩১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি যখন রাসূল (স)-এর মাথায় সিঁথি কাটতাম, তখন আমি তাঁর মাথার মধ্যস্থল হতে সিঁথি কাটতাম এবং মাথার সামনের চুল উভয় চোখের মাঝামাঝি স্থান বরাবর হতে ছেঁটে দিতাম। —(আবু দাউদ)

**প্রতিদিন মাথা আঁচড়ানো উচিত নয়**

হাদীস : ৪১৩২ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মাথা আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন। তবে একদিন পর একদিন। —(তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

**অধ্যক্ষিক বিলাসিতা ভালো নয়**

হাদীস : ৪১৩৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন জনৈক ফাযালা ইবনে উবায়দা (রা)-কে বলল, ব্যাপার কি? আমি আপনাকে এ রকম এলোমেলো চুলে দেখছি কেন? উত্তরে ফাযালা বললেন, রাসূল (স) আমাদেরকে অত্যধিক বিলাসী হতে নিষেধ করেছেন। ঐ লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা! কি ব্যাপার? আমি আপনার পায়ে জুতা দেখতেছি না কেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূল (স) আমাদেরকে কখনো কখনো খালি পায়ে চলতে আদেশ করতেন। —(আবু দাউদ)

**চুলের যত্ন করতে হয়**

হাদীস : ৪১৩৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তির বাবরী চুল আছে, সে যেন তাকে সযত্নে রাখে। —(আবু দাউদ)

### খেযাব বার্ষিক্যকে পরিবর্তন করে

হাদীস : ৪১৩৫ ॥ হযরত আবু যর গেফারী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বার্ষিক্যকে পরিবর্তন করার জন্য সবচেয়ে উত্তম বস্তু হল মেহেদী ও কতম। - (তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈ)

### কালো খেযাব ব্যবহার করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪১৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, শেষ যমানার এমন এক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের বস্ত্রের ন্যায় এ কালো খেযাব ব্যবহার করবে, ফলে তারা বেহেশতের দ্রাণ পর্যন্তও পাবে না। - (আবু দাউদ ও নাসাঈ)

### চুল দাড়ি হলুদ রং করা যায়

হাদীস : ৪১৩৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) সিবতি চামড়ার তৈরি জুতা পরিধান করতেন এবং ওয়ারস্ ঘাস ও জাফরান দিয়ে নিজের দাড়িকে হলুদ রঙ্গে রঞ্জিত করতেন। হযরত ইবনে ওমর (রা)ও অনুরূপ করতেন। - (নাসাঈ)

### মেহেদীর খেযাব খুবই ভালো

হাদীস : ৪১৩৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) কাছে দিয়ে এমন এক ব্যক্তি অতিক্রম করল, যে মেহেদীর দিয়ে খেযাব লাগিয়েছিল, তাকে দেখে রাসূল (স) বললেন, এটা কতই না চমৎকার। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল সে মেহেদী ও কতম ঘাস উভয়টি দিয়ে খেযাব করেছিল। রাসূল (স) তাকে দেখে বললেন, একটা ওটার চাইতেও উত্তম। অতএব আরেক ব্যক্তি অতিক্রম করল, যে হলুদ রং দিয়ে খেযাব লাগিয়েছিল। রাসূল (স) তাকে দেখে বললেন, এটা সর্বাপেক্ষা উত্তম। - (আবু দাউদ)

### খেযাব লাগানোর অনুমতি আছে গ্রহণ - ৫৯১৬

হাদীস : ৪১৩৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা বার্ষিক্যকে পরিবর্তন করে দাও এবং ইহুদিদের সাদৃশ্য গ্রহণ করো না।

-(তিরমিযী আর নাসাঈ ইবনে ওমর ও যুযায়র হতে বর্ণনা করেছেন।)

### সাদা চুল ওঠানো উচিত নয়

হাদীস : ৪১৪০ ॥ হযরত আমর ইবনে শোআয়ব তাঁর পিতা হতে, তিনি তার দাদা হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা সাদা চুলগুলো উপড়িয়ে ফেল না। কেননা, এটা মুসলমানদের জন্য নূর। বস্তৃত ইসলামের মধ্যে থাকা অবস্থায় যে ব্যক্তির একটি পশম সাদা হবে, তার উসিলায় আল্লাহ তায়াল্লা তার জন্য একটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার একটি গুনাহ মুছে ফেলবেন এবং তার একটি মর্যাদা উন্নত করবেন। - (আবু দাউদ)

### ইসলামে থেকে বার্ষিক্যে পৌঁছা উত্তম

হাদীস : ৪১৪১ ॥ হযরত কাব ইবনে মুররাহ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে থেকে বৃদ্ধ দহয়েছে, তার এ বার্ষিক্য কিয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে। - (তিরমিযী ও নাসাঈ)

### রাসূল (স) ঘাড় পর্যন্ত চুল লম্বা করতেন

হাদীস : ৪১৪২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এবং রাসূল (স) একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তখন রাসূল (স)-এর মাথার চুল জুম্মার উপরে এবং ওয়াফরার নীচে ছিল। - (তিরমিযী)

### চুল লম্বা রাখা জায়েয নেই

হাদীস : ৪১৪৩ ॥ রাসূল (স)-এর সাহাবীদের মধ্যে ইবনে হানযালিয়া নামী একজন হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, খোরায়ম আসাদী লোকটি ভালো, তবে যদি তার মাথার চুল খুব লম্বা না হত এবং পরনের লুঙ্গি না ঝোলাত। পরে খোরায়মের কাছে রাসূল (স)-এর এ কথাগুলো পৌঁছলে তিনি ছুটি নিয়ে চুল দু কানের লতি পর্যন্ত কেটে ফেললেন এবং লুঙ্গিকে অর্ধ গোঁড়ালী পর্যন্ত উঠিয়ে নিলেন। - (আবু দাউদ) গ্রহণ - ৫৯১৭

### মাথার এক দিকে চুল লম্বা রাখা ঠিক নয়

হাদীস : ৪১৪৪ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার মাথার সামনের ভাগে একগুচ্ছ লম্বা চুল ছিল। আমার আশ্রা আমাকে বললেন, আমি সেটা কাটব না। কেননা, রাসূল (স) সেটা ধরে সোজা করতেন।

গ্রহণ - ৫৯১৮

-(আবু দাউদ)

### সন্তানদের মাথার চুল মুড়ানো যায়

হাদীস : ৪১৪৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) হতে বর্ণিত, হযরত জাফর (রা)-এর শাহাদতের খবর পৌঁছার পর রাসূল (স) জাফরের সন্তানদেরকে শোক প্রকাশের জন্য তিন দিন সময় দিলেন। অতপর তিনি তাদের কাছে এলেন এবং বললেন, আজকের পর হতে তোমরা আর আমার ভাইয়ের জন্য কান্নাকাটি করো না। তারপর তিনি বললেন, আমার ভাইয়ের সন্তানগুলোকে আমার কাছে ডেকে আন। সুতরাং আমাদেরকে আনা হল। যেন আমরা কতকগুলো পাখীর ছানা। অতপর বললেন, নাপিত ডেকে আন। তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন, অতপর সে আমাদের মাথা মুড়িয়ে দিল।  
-(আবু দাউদ ও নাসাই)

### মেয়েদের খতনা করতে হয়

হাদীস : ৪১৪৬ ॥ হযরত উম্মে আতিয়া আনসারী (রা) হতে বর্ণিত, জৈনক নারী মদীনায় খতনা করাত। রাসূল (স) তাকে বললেন, খতনা স্থানের মাংস খুব বেশি কেট না। কেননা, সেটা নারীর জন্য অত্যধিক তৃপ্তিদায়ক এবং স্বামীর কাছে খুবই প্রিয়। -(আবু দাউদ এবং আবু দাউদ বলেছেন, হাদীসটি যযীফ। এর বর্ণনাকারী অপরিচিত।)

### হযরত আয়েশা (রা) মেহেদীর খেয়াব ব্যবহার করেন নি

হাদীস : ৪১৪৭ ॥ কারীমা বিনতে হুমাম (র) হতে বর্ণিত, একদিন জৈনকা মহিলা মেহেদী দিয়ে খেয়াব লাগানো সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করল। উত্তরে তিনি বললেন, সেটা ব্যবহারে কোন দোষ নেই, তবে আমি ব্যক্তিগতভাবে এর ব্যবহারকে পছন্দ করি না। কেননা, আমার প্রিয় রাসূল (স) ওটার গন্ধ পছন্দ করতেন না।

২৫৬ - ৮৯৯

-(আবু দাউদ ও নাসাই)

### মহিলাদের হাতে মেহেদী দিতে হয়

হাদীস : ৪১৪৮ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন হিন্দা বিনতে উতবা বললেন, হে আল্লাহর নবী! আপনি আমাকে বায়আত করিয়ে নিন। তখন তিনি বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাকে বায়আত করাব না, যতক্ষণ না তুমি তোমার হাতলীদ্বয় পরিবর্তন করে নেবে। কেননা, তোমার হাতে তালুদ্বয়কে দেখতে যেন হিংস্র জন্তুর থাবার ন্যায় দেখাচ্ছে। -(আবু দাউদ)

২৫৬ - ৯০০

### মহিলাদের হাতে মেহেদী দিতে হয়

হাদীস : ৪১৪৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন এক মহিলা হাতে চিঠি নিয়ে পর্দার আড়াল হতে হাত বের করে রাসূল (স)-এর দিকে ইশারা করল। রাসূল (স) নিজের হাতখানা গুটিয়ে ফেললেন এবং বললেন, আমি বুঝতে পারলাম না এটা কি কোন পুরুষের হাত না কোন নারীর হাত? তখন মহিলাটি বলল, বরং এটা মহিলার হাত। তখন রাসূল (স) বললেন, যদি তুমি নারী হতে তাহলে অবশ্যই তুমি মেহেদী দিয়ে তোমার হাতের নখগুলো পরিবর্তন করে নিতে। -(আবু দাউদ)

### চোখের স্রব চুল উপড়ানো জায়েয নেই

হাদীস : ৪১৫০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সে নারীর উপর লানত যে, অন্যের মাথায় কৃত্রিম চুল মিশ্রিত করে এবং যে নিজের মাথায় কৃত্রিম চুল লাগায় এবং যে অন্য নারীর স্রব চুল উপড়ায় অথবা নিজের স্রব চুল উপড়ায়। আর যে নারী কোন ব্যাধি ছাড়া অপরের সঙ্গে উক্কি উক্কীর্ণ করে অথবা নিজের সঙ্গেও করায়। -(আবু দাউদ)

### পুরুষ নারীর পোশাক পরিধান করবে না

হাদীস : ৪১৫১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) এমন পুরুষের উপর লানত করেছেন যে নারীর পোশাক পরিধান করে এবং এমন নারী যে পুরুষের পোশাক পরিধান করে। -(আবু দাউদ)

### মহিলাগণ পুরুষের মত জুতা পরিধান করবে না

হাদীস : ৪১৫২ ॥ হযরত আবু মুলায়কা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন হযরত আয়েশা (রা)-কে বলা হল, এক মহিলা পুরুষের জুতা পরিধান করে। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, রাসূল (স) এমন সব মহিলাদের উপর লানত করেছেন, যারা পুরুষদের বেশ ধারণ করে। -(আবু দাউদ)

### রাসূল (স) সফর হতে ফিরে ফাতেমা (রা)-এর সাথে দেখা করতেন

হাদীস : ৪১৫৩ ॥ হযরত সওবান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর সাধারণ নিয়ম ছিল যে, যখন তিনি কোন সফরে বের হতেন, তখন ঘরের সকলের কাছে হতে বিদায় হয়ে সর্বশেষ বিদায় নিতেন হযরত ফাতেমা (রা) হতে। আর যখন তিনি ফিরে আসতেন, তখন সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ করতেন ফাতেমা (রা)-এর সাথে। যথারীতি একবার



তিনি এক অভিযান হতে আগমন করলেন এবং ফাতেমার ঘরের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলেন, একখানা চট অথবা পর্দা তার ঘরের দরজায় ঝুলান রয়েছে। আর হাসান ও হুসাইন তাঁদের উভয়ের হাতে পরিহিত রয়েছে রূপার দু'খানা বালা। এটা দেখে রাসূল (স) ঘরের দরজা পর্যন্ত এলেন বটে, কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলেন না। ফলে হযরত ফাতেমা (রা) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এগুলো দেকার কারণে রাসূল (স) গৃহে প্রবেশ করেন নি। অতপর হযরত ফাতেমা (রা) পর্দাখানা ছিড়ে ফেললেন। বালকদ্বয়ের হাত হতে বালা দুটি নিয়ে ভেঙ্গে ফেললেন। ভাঙ্গা বালা দুটি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাসূল (স)-এর কাছে চলে গেল। তখন রাসূল (স) বালা দুটি তাদের হাত হতে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, হে সাওবান! এ অলংকার দুটি নিয়ে যাও এবং অমুক পরিবারস্থ লোকদের দিয়ে এস। আর এরা হল আমার পরিজন। তারা পার্থিব জীবনে সুখ সম্ভার ভোগ করবে, আমি তা পছন্দ করি না। হে সাওবান! যাও, ফাতেমার জন্য আছরের একখানা হার এবং হাতীর দাঁতের তৈরী দু'খানা বালা খরিদ করে আন। -(আহমদ ও আবু দাউদ) ১৫২০-২০১

### চোখে সুরমা লাগাতে হয়

হাদীস : ৪১৫৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, আছে রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা ইসমিদ সুরমা লাগাও। কেননা, সেটা দৃষ্টিশক্তি প্রবল করে এবং পলকের চুল অধিক জন্মায়। বর্ণনাকারী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স) একটি সুরমাদানী ছিল, তিনি প্রত্যেক রাতে তা হতে প্রত্যেক রাতে চোখে তিনবার সুরমা শলাকা লাগাতেন। -(তিরমিযী)

### ফেরেশতাগণ সিদ্ধা লাগাতে বললেন

হাদীস : ৪১৫৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) রাতে শোয়ার পূর্বে প্রত্যেক চোখে তিন তিন শলাকা ইসমিদ সুরমা লাগাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, তিন আরো বলেছেন, যে সমস্ত জিনিস দিয়ে তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ কর তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম লাদুদ, ছাউত, শিংগা লাগানো এবং জোলাপ নেয়া। যে সকল সুরমা তোমরা ব্যবহার কর তার মধ্যে ইসমিদ হল সর্বোত্তম। তাতে চোখের দৃষ্টিশক্তি সতেজ হয় এবং চোখের পলকের চুল অধিক জন্মায়। আর শিংগা লাগানোর জন্য উত্তম দিন হল চাঁদের সতের, উনিশ ও একুশ তারিখ। আর রাসূল (স)-এর যখন মিরাজ হয়েছিল, তখন তিনি ফেরেশতাদের যে কোন দলের কাছে দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তারা প্রত্যেকই বলেছিলেন যে, আপনি অবশ্যই শিংগা লাগাবেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গুরীব)

### মহিলাদের গোসলখানায় পুরুষের প্রবেশ নিষেধ ১৫২০-২০২

হাদীস : ৪১৫৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) পুরুষদের এবং মহিলাদেরকে হাম্মামখানায় প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন। অবশ্য পরে কেবলমাত্র পুরুষদেরকে ইয়ারসমেত প্রবেশ করার অনুমতি দিয়েছেন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ) ১৫২০-২০৬

### মহিলাগণ নিজেদের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কাপড় খুলবে না

হাদীস : ৪১৫৭ ॥ হযরত মালীহা (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার হেমস অধিবাসিনী কয়েকজন মহিলা হযরত আয়েশা (রা)-এর খেদমতে উপস্থিত হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোথা হতে এসেছ? তারা বলল, সিরিয়া হতে। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, সম্ভবত তোমরা এ এলাকার অধিবাসিনী, যেখানের মহিলারা হাম্মামখানায় প্রবেশ করে? তারা বলল, হ্যাঁ। তখন হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, যে নারী তার স্বামীর ঘর ছাড়া অন্য কোথাও তার কাপড় খোলে, সে যেন তার ও তার প্রভুর মধ্যে পর্দা ছিড়ে ফেলল। অপর এক বর্ণনায় আছে, নিজ ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কাপড় খুললে সে যেন তার ও মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর মধ্যে পর্দা নষ্ট করে দিল। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

### গোসল খানায় উলঙ্গ হয়ে যাওয়া উচিত নয়

হাদীস : ৪১৫৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, অচিরেই আজমী দেশ তোমাদের দখলে আসবে, এবং সেখানে তোমরা এমন কিছু ঘর পাবে, যাকে হাম্মাম বলা হয়। সে সমস্ত হাম্মামে তোমাদের পুরুষেরা যেন ইয়ার পরিহিত অবস্থা ছাড়া প্রবেশ না করে, আর মহিলাদের তা হতে বিরত রাখতে। তবে রুগ্ন এবং হায়েয নেফাস হতে পবিত্রতা অর্জকারী মহিলাদের বাঁধা দেবে না। -(আবু দাউদ) ১৫২০-২০৭

### ইয়ার ছাড়া হাম্মাম খানায় প্রবেশ নিষেধ

হাদীস : ৪১৫৯ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ঈমান রাখে, সে যেন ইয়ার ছাড়া হাম্মামখানায় প্রবেশ না করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও কিয়ামতের দিনের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার স্ত্রীকে হাম্মামে প্রবেশ না করায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন এমন খাবার মজলিসে না বসে। যেখানে মদ পরিবেশন করা হয়। -(তিরমিযী ও নাসাঈ)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## রাসূল (স) কখনো মাথায় খেঁযাব লাগান নি

হাদীস : ৪১৬০ ॥ হযরত সাবিত (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আনাস (রা)-কে রাসূল (স)-এর খেঁযাব লাগানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন, যদি আমি তাঁর মাথার সাদা চুলগুলো গুণে দেখতে চাইতাম, তবে অনায়াসে গুনতে পারতাম। তিনি বলেন, সুতরাং তিনি খেঁযাব লাগান নি। অপর এক বর্ণনায় এ কথাটি বর্ণিত আছে, যে হযরত আবু বকর (রা) মেহদী ও কতম ঘাস মিশ্রিত খেঁযাব লাগিয়েছেন। আর হযরত ওমর (রা) নিরুট মেহেদীর খেঁযাব লাগিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

## হলুদ রং ব্যবহার করা উত্তম

হাদীস : ৪১৬১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি নিজের দাঁড়িকে হলুদ রং দিয়ে হলদে করতেন, এমন কি তাতে তাঁর কাপড় হলদে হয়ে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি হলুদ রং ব্যবহার করেন কেন? উত্তরে তিনি বললেন, আমি রাসূল (স)-কে এটা ব্যবহার করতে দেখেছি। বস্ত্রত তাঁর কাছে এ রংয়ের চেয়ে অন্য কোন রং অধিক প্রিয় ছিল না। তিনি তাঁর সমস্ত কাপড় এমন কি পাগড়ী এ রঙ্গে রঞ্জিত করতেন। -(আবু দাউদ ও নাসাঈ)

## রাসূল (স) চুলে মেহেদীর খেঁযাব দিতেন

হাদীস : ৪১৬২ ॥ হযরত ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি একবার হযরত উম্মে সালামা (রা)-এ কাছে গেলাম। তখন তিনি আমাদের সামনে রাসূল (স)-এর কয়েকটি চুল বের করে আনলেন যা মেহেদী দিয়ে খেঁযাব করা ছিল। -(বোখারী)

## রাসূল (স) হিজড়াদের পছন্দ করতেন না

হাদীস : ৪১৬৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-এর কাছে এক হিজড়াকে আনা হল, সে তার হাতে এবং পায়ে মেহেদী লাগিয়ে রেখেছিল। তখন রাসূল (স) জিজ্ঞেস করলেন, এর এ অবস্থা কেন? সাহাবিরা বললেন, সে নারীদের বেশ ধারণ করেছে। তখন তিনি তাকে শহর হতে বের করার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং তাকে শহরের বাইরে 'নাকী' নামক স্থানে নির্বাসিত করা হল। অতপর রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা কি তাকে কতল করে দিব? তিনি বললেন, নামাযী ব্যক্তিদেরকে কতল করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। -(আবু দাউদ)

## ছোট ছেয়ে-মেয়েদের স্নেহ করতে হয়

হাদীস : ৪১৬৪ ॥ হযরত ওয়ালিদ ইবনে ওকবা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) যখন মক্কা জয় করলেন, তখন মক্কাবাসীরা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে তাঁর খেদমতে আনতে শুরু করল আর তিনিও তাদের জন্য বরকতের দোআ করতেন এবং তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। ওয়ালিদ বলেন, আমাকেও তাঁর খেদমতে আনা হল, সে সময় আমার গায়ে খালুক সুগন্ধি মাখা ছিল। সে খালুক সুগন্ধির কারণে তিনি আমাকে স্পর্শ করেন নি। -(আবু দাউদ) [৮৭]!-\$

## চুল পরিপাটি করে রাখতে হয়

হাদীস : ৪১৬৫ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণিত, একদিন তিনি রাসূল (স)-কে বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার চুল ঘাড় পর্যন্ত পৌঁছেছে। সুতরাং আমি কি সেটাকে আঁচড়িয়ে রাখতে পারি? রাসূল (স) বললেন, ইয়া, এবং ওটাকে সযত্নে রাখ। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (স) হ্যাঁ এবং ওটাকে যত্ন কর বলার কারণে আবু কাতাদাহ দৈনিক দুবার তাতে তৈল মালিশ করতেন। -(মালিক)

## পুরুষের চুলে বেণী বাঁধা উচিত নয়

হাদীস : ৪১৬৬ ॥ হযরত হাজ্জাজ ইবনে হাসসান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা)-এর কাছে গেলাম। তখন আমার ভগ্নী মুগীরা বর্ণনা করেছেন যে, তুমি তখন ছোট বাচ্চা ছিলে। তোমার চুলের বেণী অথবা দুটি গুচ্ছ ছিল। তখন হযরত আনাস (রা) তোমার মাথার উপরে হাত ফিরিয়ে তোমার জন্য বরকতের দোআ করলেন এবং বললেন, এর এ বেণী দুটি কেটে ফেল অথবা বলেছেন, মুড়িয়ে ফেল। কেননা, এটা ইহুদীদের আচরণ। -(আবু দাউদ)

## মহিলাদের মাথার চুল কাটা যাবে না

হাদীস : ৪১৬৭ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) স্ত্রীলোকের মাথা মুড়িয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। -(নাসাঈ)

### পাকা চুল মর্যাদার প্রতীক

হাদীস : ৪১৬৮ ॥ হযরত ইবনে সাঈদ (র) হতে বর্ণিত, তিনি হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইব (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আল্লাহর বন্ধু হযরত ইব্রাহিম খলীল (আ)-ই প্রথম মানুষ যিনি মেহমানের আতিথেয়তা করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি খতনা করেছেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি গোঁফ কেটেছেন। আর তিনিই প্রথম মানুষ যিনি চুল সাদা হতে দেখেছেন। তখন তিনি বলে উঠলেন, হে প্রভু এটা কি? মহান কল্যাণময় আল্লাহ তায়ালা বললেন, হে ইব্রাহিম! এটা মর্যাদার প্রতীক। তখন ইব্রাহিম (আ) প্রার্থনা করলেন, হে প্রভু! আমার মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করে দাও। -(মালিক)

### এলোমেলো চুল শয়তানের লক্ষণ

হাদীস : ৪১৬৯ ॥ হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স) মসজিদে ছিলেন। এ সময় দাড়ি চুলে এলোমেলো এক ব্যক্তি আসল, তখন রাসূল (স) হাত দিয়ে তাদের প্রতি ইশারা করলেন যেন তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন যে, সে যেন তার চুল দাড়ি ঠিক করে আসে। লোকটি তাই করল। অতপর রাসূল (স)-এর খেদমতে ফিরে আসল। তখন তিনি বললেন, তোমাদের কেউ কেউ শয়তানের মত এলোমেলো চুলে আসতে, তা অপেক্ষা এখন যে অবস্থায় আছ এটা কি উত্তম নয়?-(মালিক)

### নিজের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার রাখতে হয়

হাদীস : ৪১৭০ ॥ হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা পবিত্র, তিনি পবিত্রতাকেই ভালোবাসেন। তিনি পরিচ্ছন্ন, তাই পরিচ্ছন্নতাকেই পছন্দ করেন। তিনি দয়ালু, তাই দয়া করাকে ভালোবাসেন। তিনি দাতা, তাই দানশীলতাকে পছন্দ করেন। সুতরাং তোমরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। রাবী বলেন, সম্ভবত ইবনে মুসাইয়াব বলেছেন, তোমাদের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ, ইহুদীদের মত রেখো না। বর্ণনাকারী বলেন, ইবনে মুসাইয়াবের বর্ণিত এ কথাগুলো আমি হযরত মুহাজির ইবনে মিসমারের কাছে বর্ণনা করলাম। তখন তিনি বললেন, অবিকল এ কথাগুলো আমাকে হযরত আমের ইবনে সাদ তাঁর পিতার মাধ্যমে রাসূল (স) হতে বর্ণনা করেছেন। তবে তিনি নিঃসন্দেহে বলেছেন, তোমরা নিজেদের আঙ্গিনাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখ। -(তিরমিযী)

খৃঃ ২০০

## ষড়বিংশ অধ্যায়

### জীব-জন্তুর ছবি সম্পর্কে বর্ণনা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### জিব্রাইল (আ) কুকুরের কারণে ফেরত গেলেন

হাদীস : ৪১৭১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হযরত মায়মুনা (রা) হতে বর্ণনা করেন, একদিন রাসূল (স) চিন্তিত অবস্থায় ভোর করলেন এবং বললেন, জিব্রাইল (আ) এ রাতে আমার সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন, কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নি। আল্লাহর কসম! তিনি তো কখনো আমার সাথে কথা দিয়ে খেলাফ করেন নি। অতপর তাঁর মনে পড়ল ঐ কুকুর ছানাটির কথা, যা তাঁর তাবুর নীচে ছিল। তখন তিনি তাকে সেখান হতে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। এরপর তাকে বের করে দেয়া হল। অতপর কুকুরটি যে জায়গায় বসা ছিল, তিনি সে জায়গায় কিছু পানি নিজ হাতে ছিটিয়ে দিলেন। পরে যখন বিকেল হল, হযরত জিব্রাইল (আ) তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তখন রাসূল (স) বললেন, গত রাতে আপনি আমার সাথে সাক্ষাৎ করার ওয়াদা করেছিলেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিন্তু আমরা এমন ঘরে প্রবেশ করি না যে ঘরে কুকুর বা ছবি থাকে। পরে দিন সকালে রাসূল (স) সমস্ত কুকুর মেরে ফেলার জন্য নির্দেশ দিলেন, এমন কি ছোট ছোট বাগানের কুকুরগুলোকেও মারার হুকুম দিলেন। তবে বড় বড় বাগানের কুকুরগুলোকে ছেড়ে দেন। -(মুসলিম)

#### কুকুর থাকলে সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না

হাদীস : ৪১৭২ ॥ হযরত আবু তালহা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না যে ঘরে কুকুর রয়েছে এবং সে ঘরেও না, যে ঘরে আছে প্রাণীর ছবি। -(বোখারী ও মুসলিম)

## কোন ঘরে প্রাণীর ছবি রাখা ঠিক নয়

হাদীস : ৪১৭৩ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) নিজ গৃহে প্রাণীর ছবিযুক্ত কোন জিনিসই রাখতেন না; বরং তা ভেঙ্গে চূরমার করে ফেলতেন। -(বোখারী)

## ছবিওয়ালার ঘরে রাসূল (স) প্রবেশ করলেন না

হাদীস : ৪১৭৪ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একবার তিনি একটি গদি খরিদ করলেন। তাতে প্রাণীর অনেকগুলো ছবি ছিল। যখন রাসূল (স) তা দেখলেন, দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ঘরের ভিতর প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় ঘৃণার ভাব দেখতে পেলাম। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, তখন আমি বললাম ইয়া রাসূলান্নাহ। আমি আদ্বাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করছি। বলুন তো আমি কি অপরাধ করেছি? তখন রাসূল (স) বললেন, এ সমস্ত ছবি যারা তৈরি করেছে, কিয়ামতের দিন তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এবং তাদেরকে বলা হবে, যা তোমরা বানিয়েছ তাতে জীবন দান কর, অতপর বললেন, ফেরেশতাগণ কখনো এমন ঘরে প্রবেশ করেন না, যে ঘরে প্রাণীর ছবি থাকে।

-(বোখারী ও মুসলিম)

## ঘরে ছবিযুক্ত পর্দা রাখা উচিত নয়

হাদীস : ৪১৭৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একবার তিনি ঘরের জানালায় একটি পর্দা ঝুলিয়েছিলেন। তাতে ছিল প্রাণীর প্রতিকৃতি। তখন রাসূল (স) পর্দাটি ছিড়ে ফেললেন। অতপর হযরত আয়েশা (রা) সে কাপড়ের খণ্ড দিয়ে দুটি বালিশ বানিয়ে নিলেন এবং তা ঘরের মধ্যেই ছিল। রাসূল (স) তাতে হেলান দিয়ে বসতেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

## রাসূল (স) নিজের ঘরের পর্দা ছিড়ে ফেললেন

হাদীস : ৪১৭৬ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, একবার রাসূল (স) কোন এক যুদ্ধে রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন। আর আমি একখানা কাপড় নিয়ে পর্দাস্বরূপ ঘরের দরজায় ঝুলিয়ে রেখেছিলাম। যখন তিনি সফর শেষে ঘরে ফিরে এলেন এবং পর্দাটি দেখলেন, তখন তিনি তাকে টেনে নিয়ে ছিড়ে ফেললেন। অতপর বললেন, নিশ্চয় আদ্বাহ তায়াল্লা আমাদেরকে এ আদেশ করেন নি যে, আমরা ইট এবং পাথরকেও যেন কাপড়-চোপড় পরিধান করাই।

-(বোখারী ও মুসলিম)

## আল্লাহর সৃষ্টির অনুরূপ করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪১৭৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব ভোগ করবে এমন সব লোকেরা যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যতা করে। -(বোখারী ও মুসলিম)

## আল্লাহর সৃষ্টির সাদৃশ্য করে কিছু বানানো জায়েয নেই।

হাদীস : ৪১৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তায়াল্লা বলেছেন, আমার সৃষ্টির মত করে যে ব্যক্তি সৃষ্টি করতে যায়, তার চাইতে বড় যালিম আর কে আছে? সুতরাং তারা একটি পিপড়া বা শস্যদানা কিংবা একটি যব সৃষ্টি করুক তো দেখি? -(বোখারী ও মুসলিম)

## ছবি প্রস্তুতকারীর শাস্তি হবে বেশি

হাদীস : ৪১৭৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আল্লাহ তায়াল্লাহর কাছে সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে ছবি প্রস্তুতকারীদের। -(বোখারী ও মুসলিম)

## প্রাণী ছাড়া ছবি অংকন করা যায়

হাদীস : ৪১৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক ছবি প্রস্তুতকারী জাহান্নামী। সে যতগুলো ছবি তৈরি করেছে সেগুলোর মধ্যে প্রাণ দান করা হবে এবং জাহান্নামে শাস্তি দেয়া হবে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, যদি তোমাকে একাঙাই ছবি তৈরি করতে হয়, তাহলে গাছ-গাছড়া এবং এমন জিনিসের ছবি তৈরি কর, যার মধ্যে প্রাণ নেই। -(বোখারী ও মুসলিম)

## মিথ্যা স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলা উচিত নয়

হাদীস : ৪১৮১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এমন স্বপ্নের কথা বলবে, যা সে দেখিনি, তাকে দুটি যবের বীজ গিট লাগানোর জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে কিছুতেই গিট লাগাতে পারবে না। আলোচনা কান পেতে শুনে অথচ তারা এ ব্যক্তির শোনাটা পছন্দ করে না অথবা তারা এ ব্যক্তি হতে দূরে থাকতে চায়, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিতে সীসা ঢেলে দেয়া হবে। আর যে লোক কোন প্রাণীর ছবি তৈরি করবে, তাকে শাস্তি দেয়া হবে এবং ঐগুলোতে প্রাণ দান করার জন্য বাধ্য করা হবে, অথচ সে কিছুতেই প্রাণ ফুঁকিতে পারবে না। -(বোখারী)

## দাবা খেলা হারাম

হাদীস : ৪১৮২ ॥ হযরত বুয়ায়দা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি দাবা খেলল, সে যেন তার হাতকে শূকরের রক্ত-মাংস দিয়ে রঞ্জিত করল। -(মুসলিম)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ঘরে ছবি থাকার কারণে জিবরাঈল প্রবেশ করেননি

হাদীস : ৪১৮৩ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত জিবরাঈল (আ) আমার কাছে এসে বললেন, আমি গত রাতে আপনার কাছে এলাম, কিন্তু ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে আমাকে যে জিনিসে বিরত রেখেছিল তা হল দরজার ছবিগুলো। এবং ঘরের দরজায় একখানা পর্দা ঝোলানো ছিল, তাতে ছিল অনেকগুলো প্রাণীর ছবি। আর ঘরের অভ্যন্তরে ছিল একটি কুকুর। সুতরাং ঐ সমস্ত প্রতিকৃতিগুলো মাথা কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, যারা ঘরের দরজায় রয়েছে। তা কাটা হলে তখন সেটা গাছ-কেটে ফেলার নির্দেশ দিন, যারা ঘরের দরজায় রয়েছে। তা কাটা হলে তখন সেটা গাছ-গাছড়ার আকৃতি হয়ে যাবে এবং পর্দাটি সম্পর্কে নির্দেশ দিন, ওটাকে কেটে দুটি গদি তৈরি করে নেবে, যা বিহানা এবং পায়ের নীচে থাকবে। আর কুকুরটি সম্পর্কে নির্দেশ দিন, যেন তাকে ঘর হতে অবশ্যই বের করে দেয়া হয়। সুতরাং রাসূল (স) তাই করলেন। -(তিরমিযী ও আবু দাউদ)

## তিন শ্রেণীর লোককে জাহান্নামে নেয়া হবে

হাদীস : ৪১৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন জাহান্নাম হতে এমন একটি ঘাড় বের হবে যার থাকবে দুটি চোখ যারা দেখবে এবং থাকবে দুটি কান যারা শুনবে এবং কথা বলার জন্য থাকবে বসনা। বলবে, আমাকে তিন শ্রেণীর লোকেরা দায়িত্ব দেয়া হয়েছে জাহান্নামে নেয়ার জন্য। ১. প্রত্যেক উদ্ধৃত যালিম ২. ঐ সকল লোক যারা আল্লাহর সাথে অন্যকে মানুদ হিসেবে ডাকে এবং, ৩. ছবি অংকনকারীদের জন্য। -(তিরমিযী)

## জুয়া খেলা হারাম

হাদীস : ৪১৮৫ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা মদ্যপান করা, জুয়া খেলা এবং ঢোল বাজানো হারাম করেছেন এবং বলেছেন, প্রত্যেক নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু হারাম। কেউ কেউ বলেছেন, কুবা অর্থ তবলা। -(আবু দাউদ)

## মদ, জুয়া ও কুবা হারাম

হাদীস : ৪১৮৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) মদ, জুয়া, কুবা ও গোবাইরা হতে নিষেধ করেছেন। গোবাইরা এক প্রকারের শরাব যা হাবশীরা বাজনা হতে প্রস্তুত করত। তা তাদের ভাষায় সুকরকাহ। -(আবু দাউদ)

## নারদ খেলা হারাম

হাদীস : ৪১৮৭ ॥ হযরত আবু মূসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নারদ খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাক্ষরমানী করল। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

## কবুতরের পেছনে দৌড়ান উচিত নয়

হাদীস : ৪১৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে কবুতরের পেছনে দৌড়াচ্ছে, তখন তিনি বললেন, এক শয়তান আরেক শয়তানের পেছনে ছুটছে। -(আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ ও বায়হাকী শোআবুল ইমানে।)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ছবি তৈরি করলে আল্লাহ কঠিন শাস্তি দেবেন

হাদীস : ৪১৮৯ ॥ হযরত ইবনে আবুল হাসান (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে ইবনে আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি, হস্তশিল্পী হল আমার পেশা। আমি এ সকল ছবি তৈরি করে থাকি। তখন হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আমি তোমাকে তাই বর্ণনা করব, যা আমি রাসূল (স) হতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করবে, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয়ই শাস্তি দেবেন। যে পর্যন্ত না সে তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকবে, অথচ সে কবিনকালেও তাতে প্রাণ দিতে পারবে না। এ কথা শুনে লোকটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভীষণভাবে হতাশ হয়ে পড়ল এবং তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাসে হয়ে উঠল। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বললেন, আফসোস তোমার প্রতি! যদি তুমি এ পেশা ছাড়া অন্য কিছু করতে না চাও, তাহলে এ সকল গাছ-গাছড়া এবং সব জিনিসের ছবি নির্মাণ কর যার মধ্যে প্রাণ নেই। -(বোখারী)



## কোনক্রমেই দাবা খেলা জায়েয নেই।

হাদীস : ৪১৯০ ॥ হযরত ইবনে শিহাব যুহরী অথবা হযরত আবু মুসা আশআরী (রা)-কে দাবা খেলা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হল তিনি বললেন, এটা বাতিল কাজ। আর আল্লাহ তায়ালা বাতিল কাজ পছন্দ করেন না। উপরোক্ত হাদীস চারটি বায়হাকী শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থ-১১৬

## বিড়াল কুকুর হতে ভিন্ন প্রাণী

হাদীস : ৪১৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) প্রায়শ এক আনসারীর ঘরে আসা-যাওয়া করতেন। অথচ তাদের নিকটেই অন্য আরেকটি ঘর আছে, তাতে সে গৃহবাসীর মনকেষ্ট হল। তখন তারা বলল, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনি অমুকের ঘরে আসেন, অথচ আমাদের ঘরে আসেন না। উত্তরে রাসূল (স) বললেন, যেহেতু তোমাদের ঘরে কুকুর আছে। তখন তারা বলল, তাদের ঘরে তো বিড়াল রয়েছে। তখন রাসূল (স) বললেন, বিড়াল তো একটি পশু মাত্র। -(দারা কুতনী) গ্রন্থ-১১৮

## কবরে ইবাদতগাহ বানানো জায়েয নেই

হাদীস : ৪১৯২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন রাসূল (স) অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তখন তাঁর ব্রীদার কেউ মারিয়া গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। হযরত উমে সালামা ও উমে হাবীবা (রা) হিজরত করে হাবশা দেশে গিয়েছিলেন, তারা ঐ গির্জার সৌন্দর্য এবং তাতে যে সকল ছবি ছিল দার বর্ণনা করলেন। এ কথা শুনে রাসূল (স) মাথা উঠিয়ে বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায়, যখন তাদের মধ্যে নেক বান্দাহ মারা যেত, তখন তারা ঐ ব্যক্তির কবরের উপর মসজিদ তৈরি করত। অতপর সেখানে তারা এ সকল ছবি বানানত, বস্তুত তারা আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। -(বোখারী ও মুসলিম)

## যে লোক কোন নবীকে হত্যা করেছে সে বেশি শাস্তি পাবে

হাদীস : ৪১৯৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন আযাব হবে সে ব্যক্তির, যে কোন নবীকে হত্যা করেছে অথবা কোন নবী যাকে হত্যা করেছে। অথবা যে ব্যক্তি তার পিতা বা মাতার মধ্যে কাকেও হত্যা করেছে। আর ছবি প্রস্তুতকারীদের এবং ঐ আলেম যে নিজের ইলম হতে উপকৃত হয় নি। গ্রন্থ-১২০

## দাবা খেলা এক প্রকারের জুয়া

হাদীস : ৪১৯৪ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলতেন, শতরঞ্জ (দাবা) খেলা হল আজমীদের জুয়া।

## পানী ব্যক্তি দাবা খেলায় লিপ্ত হয় গ্রন্থ-১২১

হাদীস : ৪১৯৫ ॥ হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (রা) হতে বর্ণিত, হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) বলেছেন, পানী ব্যক্তিই দাবা খাকে। গ্রন্থ-১২২

## সপ্তবিংশ অধ্যায়

## চিকিৎসা ও মন্ত্রের প্রতি গুরুত্ব

## প্রথম পরিচ্ছেদ

## সঠিক ঔষধে রোগ মুক্ত হয়ে যায়

হাদীস : ৪১৯৬ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, প্রত্যেক রোগের জন্য ঔষধ রয়েছে। সুতরাং সঠিক ঔষধ যখন রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন আল্লাহর হুকুমে রোগী রোগমুক্ত হয়ে যায়।

-(মুসলিম)

## প্রতিটি রোগের ঔষধ আছে

হাদীস : ৪১৯৭ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ নাযিল করেন নি, যার ঔষধ পয়দা করেন নি। -(বোখারী)

### তিন জিনিসের মধ্যে রোগের নিরাময় আছে

হাদীস : ৪১৯৮ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তিন জিনিসের মধ্যে রোগ নিরাময় রয়েছে, শিংগা লাগানো বা মধু পান করা অথবা তণ্ডুলা দিয়ে দাগ দেয়া। তবে আমি আমার উম্মতকে দাগ দেয়া হতে নিষেধ করছি।—(বোখারী)

### কতস্থানে দাগ দিলে আরোগ্য হয়

হাদীস : ৪১৯৯ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খন্দকের যুদ্ধে হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর শিরা রগে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তখন রাসূল (স) তাকে দাগিয়েছেন।—(মুসলিম)

### একবারে না সারলে দুবার দাগাতে হয়

হাদীস : ৪২০০ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন হযরত সাদ ইবনে মুআয (রা)-এর শিরারগে তীর বিদ্ধ হয়েছিল। তখন রাসূল (স) নিজ হাতে উক্ত স্থানটি তীরের ফলক দিয়ে দাগিয়েছেন, অতপর তাঁর হাত ফুলে গিয়েছিল, সুতরাং দ্বিতীয়বার তাকে দাগিয়েছেন।—(মুসলিম)

### অসুস্থ লোকের রগ কেটে দাগ লাগান হয়

হাদীস : ৪২০১ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর কাছে একজন চিকিৎসক পাঠালেন, সে তাঁর একটি রগ কেটে পরে তা দাগালেন।—(মুসলিম)

### কালজিরা খুব উপকারী ঔষধ

হাদীস : ৪২০২ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছেন, কালজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর সকল রোগের চিকিৎসা নিহিত আছে। ইবনে শিহাব (র) বলেছেন, সাম অর্থ মৃত্যু। আর হাব্বাতুস সাওদা, অর্থ শাওনীয বা কালজিরা।—(বোখারী ও মুসলিম)

### যে কোন রোগের জন্য মধু উত্তম ঔষধ

হাদীস : ৪২০৩ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমার ভাইয়ের পেট ছুটেছে। তখন তিনি বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে মধু পান করাল। সে আবার এসে বলল, আমি তাকে মধু পান করিয়েছি, এতে তার দান্ত আরো বেড়ে গেছে। এভাবে তিনি তাকে তিনবার বললেন, অতপর চতুর্থবার এসে একই অভিযোগ করল। এ বারও রাসূল (স) বললেন, তাকে মধু পান করাও। সে বলল, আমি অবশ্যই তাকে মধু পান করিয়েছি। কিন্তু তার দান্ত আরও বেড়ে গেছে। তখন রাসূল (স) বললেন, আল্লাহ তাঁর কলামে যা বলেছেন, তা সত্য, তোমার ভাইয়ের পেট মিথ্যা। অর্থাৎ পেটে এখনও দূষিত পদার্থ রয়েছে। অতপর তাতে মধু পান করাল এবং সে আরোগ্য লাভ করল।—(বোখারী ও মুসলিম)

### কোস্ত ব্যবহার করা উত্তম পন্থা

হাদীস : ৪২০৪ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা যে সব জিনিস দিয়ে চিকিৎসা কর, এর মধ্যে শিংগা লাগানো এবং কোস্ত বাহরী ব্যবহার করা সর্বোত্তম।—(বোখারী ও মুসলিম)

### শিশুদের উয়রা রোগের জন্য কোস্ত ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪২০৫ ॥ হযরত আনাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উয়রা রোগের জন্য তোমাদের শিশুদের জিহ্বার তালু দাবায়ে তাদেরকে কষ্ট দিও না; বরং তোমরা কোস্ত ব্যবহার কর।

—(বোখারী ও মুসলিম)

### বাচ্চাদের রোগের জন্য উদে হিন্দী ব্যবহার করা যায়

হাদীস : ৪২০৬ ॥ হযরত উম্মে কায়স (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কেন তোমরা শিশু-সন্তানদের তালু দাবিয়ে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ? অবশ্যই তোমরাও এ রোগের জন্য উদে হিন্দী ব্যবহার কর। কেননা, এতে সাত রকম রোগের নিরাময় নিহিত আছে। তার মধ্যে একটি হল পাজরের ব্যথা। বাচ্চাদের আল-জিব্বা ফোলায় ব্যথা হলে তা ঘষে পানির সাথে মিশ্রিত করে ফোঁটা ফোঁটা নাকের ভিতর দেবে। আর পাজরের ব্যথা হলে মুখ দিয়ে খাওয়াতে হবে।—(বোখারী)

### জ্বরের উৎপত্তি হয় জাহান্নামের তাপ হতে

হাদীস : ৪২০৭ ॥ হযরত আয়েশা (রা) ও রাফে ইবনে খাদীজ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, জ্বরের উৎপত্তি হয় জাহান্নামের তাপ হতে সুতরাং তোমরা পানি দিয়ে তা ঠাণ্ডা কর।—(বোখারী ও মুসলিম)

**অসুখের জন্য ঝাড় ফুঁক করা যায়**

হাদীস : ৪২০৮ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কারো উপর বদ-নজর লাগলে, কোন বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে এবং পাঁচরে খুজলি উঠলে রাসূল (স) ঝাড়-ফুঁক করতে অনুমতি দিয়েছেন। -(মুসলিম)

**বদ নজর লাগলে ঝাড় ফুঁকের নির্দেশ আছে**

হাদীস : ৪২০৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কারো উপর বদ নজর লাগলে রাসূল (স) ঝাড়ফুঁক করতে নির্দেশ দিয়েছেন। -(বোখারী ও মুসলিম)

**বদ নজর লাগলে চেহারা পরিবর্তন হয়**

হাদীস : ৪২১০ ॥ হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) তাঁর ঘরে একটি মেয়েকে দেখতে পেলেন, তার চেহারা বদ নজরের চিহ্ন ছিল। অর্থাৎ চেহারাটি হলুদ বর্ণ ধারণ করেছিল। তখন তিনি বললেন, এর জন্য ঝাড়ফুঁক কর, কেননা তার উপর নজর লেগেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**সাপ বিছুর দংশনে ঝাড় ফুঁক করা যায়**

হাদীস : ৪২১১ ॥ হযরত জাবের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) মস্তুর তথা ঝাড়ফুঁক করা হতে নিষেধ করেছেন। আমার ইবনে হাযমের বংশের কয়েকজন লোক এসে বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের কাছে এমন একটি মস্তুর আছে, যা দিয়ে আমরা বিছুর দংশনে ঝাড় ফুঁক করে থাকি। অথচ আপনি মস্তুর পড়া নিষেধ করেছেন। অতপর তারা মস্তুরটি রাসূল (স)-কে পড়ে ওদাল। তখন তিনি বললেন, আমি তো এর মধ্যে দোষের কিছু দেখছি না। অতএব তোমাদের যে কেউ নিজের কোন ভাইয়ের কোন উপকার করতে পারে, সে যেন অবশ্যই তার উপকার করে। -(মুসলিম)

**মস্তুর দিয়ে ঝাড় ফুঁক করা যায়**

হাদীস : ৪২১২ ॥ হযরত আবু কুইল ইবনে মালিক আশজাজী (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহেলী যুগে আমরা মস্তুর পড়ে ঝাড় ফুঁক করতাম। সুতরাং আমরা জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ সমস্ত মস্তুর সম্পর্কে আপনার মতামত কি? তখন তিনি বললেন, আচ্ছা তোমাদের মস্তুরগুলো আমাকে পড়ে শোনাও। মস্তুর দিয়ে ঝাড় ফুঁক করতে কোন আপত্তি নেই, যদি তার মধ্যে শেরেকী কিছু না থাকে। -(মুসলিম)

**মানুষের নজর লাগা একটি বাস্তব সত্য**

হাদীস : ৪২১৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত আছে, রাসূল (স) বলেছেন, নজর লাগা একটি বাস্তব সত্য। যদি কোন জিনিস তাকদীর পরিবর্তন করতে পারত, তবে বদ-নজরই তা করতে পারত। আর যদি তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোয়া পানি চাওয়া হয়, তবে অবশ্যই ধুয়ে দেবে। -(মুসলিম)

**দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ****রোগের জন্য ঔষধ ব্যবহার করা সম্পূর্ণ বৈধ**

হাদীস : ৪২১৪ ॥ হযরত উসামা ইবনে শারীক (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, সাহাবিরা জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি ঔষধপত্র ব্যবহার করব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর বান্দাগণ! চিকিৎসা কর। কেননা, বার্ষিক রোগ ছাড়া আল্লাহ তায়ালা এমন কোন রোগ সৃষ্টি করেন নি, যার ঔষধ সৃষ্টি করেন নি। -(আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

**রোগীদের পানাহারের জন্য জোহর-জবরদস্তি করা উচিত নয়**

হাদীস : ৪২১৫ ॥ হযরত ওকবা ইবনে আমের (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, তোমরা তোমাদের রোগীদেরকে পানাহারের জন্য জবরদস্তি করো না। কেননা, আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে খাওয়ান এবং পান করান। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ। তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)

**অগ্নি বাতের ঔষধ হল গরম লোহার ছেদ দেবে**

হাদীস : ৪২১৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, হযরত আসআদ ইবনে যোরারার গায়ে অগ্নি বাতের কারণে তণ্ড লোহা দিয়ে দাগিয়েছেন। -(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি গরীব)

**পাঁজরের ব্যথার জন্য কোস্ত ব্যবহার করা যায়**

হাদীস : ৪২১৭ ॥ হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল করীম (স) আমাদেরকে পাঁজরের ব্যথার চিকিৎসার কোস্ত বাহারী ও যয়তুনের তের ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন। -(তিরমিযী)

**পাঁজরের ব্যাথার জন্য জয়ত্বনের তেল ব্যবহার করতে হয়**

হাদীস : ৪২১৮ ॥ হযরত য়ায়দ ইবনে আরকাম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) পাঁজরের ব্যাথার রোগের চিকিৎসায় য়ায়তুন তেল এবং অরস ঘাস ব্যবহার করার উপদেশ দিতেন। -(তিরমিযী) **হৃদ্ব-১১৩**

**সানা খুব উত্তম ঔষধ**

হাদীস : ৪২১৯ ॥ হযরত আসমা বিনতে উমাস (রা) হতে বর্ণিত, আসে যে, রাসূল (স) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা জোলাবের জন্য কি জিনিস ব্যবহার কর? আসমা বললেন, শোবরম ব্যবহার করি। রাসূল (স) বললেন, ওটা তা অত্যধিক গরম ভীষণ গরম আসমা বলেন, পরে আমি সানা দিয়ে জোলাব দিই। তখন রাসূল (স) বললেন, যদি মৃত্যু হতে রক্ষার কোন ঔষধ থাকে, তবে সানা-এর মধ্যেই থাকত। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদিসটি হাসান ও গরীব) **হৃদ্ব-১১৭**

**প্রত্যেক রোগের নির্ধারিত ঔষধ আছে**

হাদীস : ৪২২০ ॥ হযরত আবুদ্বারদা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা রোগও নাযিল করেছেন এবং ঔষধও। আর প্রত্যেক রোগের ঔষধও নির্ধারিত করেছেন। সুতরাং তোমরা চিকিৎসা কর, কিন্তু হারাম বস্তু দিয়ে চিকিৎসা করবে না। -(আবু দাউদ) **হৃদ্ব-১১৮**

**হারাম জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে না**

হাদীস : ৪২২১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) হারাম ও নাপাক জিনিস দিয়ে চিকিৎসা করতে নিষেধ করেছেন। -(আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

**পায়ের কষ্টের জন্য মেহেদী লাগাতে হয়**

হাদীস : ৪২২২ ॥ হযরত রাসূল (স)-এর খাদেম সালমা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কেউ মাথা ব্যাথার অভিযোগ নিয়ে রাসূল (স)-এর কাছে এলে তিনি তাকে শিংগা লাগাতে নির্দেশ দিতেন। আর কেউ পায়ের কষ্টের অভিযোগ নিয়ে এলে তিনি সেখানে মেহেদী লাগানোর পরামর্শ দিতেন। -(আবু দাউদ)

**জখম হলে মেহেদী লাগানোর বিধান আছে**

হাদীস : ৪২২৩ ॥ রাসূল (স)-এর খাদেম হযরত সালমা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর শরীরে যখনই কোন আঘাত লাগত অথবা জখম হত, তখন তিনি আমাকে উক্ত স্থানে মেহেদী লাগিয়ে দিতে বলতেন।

-(তিরমিযী)

**শিংগা লাগালে দূষিত রক্ত বের হয়ে যায়**

হাদীস : ৪২২৪ ॥ হযরত আবু কাবশা আনমারী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) নিজের মাথায় এবং উভয় বাহুর মাঝখানে শিংগা লাগাতেন এবং তিনি আরও বলতেন, যে ব্যক্তি এসব স্থান হতে দূষিত রক্তগুলো বের করে দেয়, তবে তার জন্য অন্য কিছু দিয়ে কোন রোগের ঔষধ না করলেও কোন ক্ষতি হবে না। -(আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

**নিতম্ব ব্যথা হলে শিংগা লাগানো যায়**

হাদীস : ৪২২৫ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, একবার রাসূল (স) নিতম্ব ব্যথা হওয়ায় তিনি সেখানে শিংগা লাগিয়েছেন। -(আবু দাউদ)

**ফেরেশতারা রাসূল (স)-কে শিংগা লাগাতে বলেছেন**

হাদীস : ৪২২৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) তাঁর মেরাজের ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি ফেরেশতাদের যে কোন দলের কাছে দিয়ে অতিক্রমকালে তারা তাঁকে বলেছেন, আপনি আপনার উম্মতকে শিংগা লাগাবার আদেশ করুন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ, তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব)

**ব্যাঙ ঔষধে ব্যবহার করা যাবে না**

হাদীস : ৪২২৭ ॥ হযরত আবদুর রহমান ইবনে ওসমান (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একদিন এক চিকিৎসক রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করল, ব্যাঙ ঔষধের মধ্যে ব্যবহার করার হুকুম কি? তখন তিনি তাকে ব্যাঙ মারতে নিষেধ করলেন।

-(আবু দাউদ)

**শিংগা লাগানো জায়েয আছে**

হাদীস : ৪২২৮ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) ঘাড়ের দু পাশে উভয় রগে এবং উভয় বাহুর মাঝখানে শিংগা লাগাতেন। -(আবু দাউদ, আর তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এ বাক্যগুলো অতিরিক্ত বর্ণনা করেছেন এবং চাঁদের সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখেই শিংগা লাগাতেন।)

### সতের উনিশ একুশ তারিখে শিংগা লাগানো যায়

হাদীস : ৪২২৯ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) চাঁদের সতের, উনিশ এবং একুশ তারিখে শিংগা লাগানো পছন্দ করতেন। -(শরহে সুন্নাহ)

### সতের উনিশ একুশ তারিখে শিংগা লাগালে রোগ ভালো হয়

হাদীস : ৪২৩০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি সতের, উনিশ ও একুশ তারিখে শিংগা লাগাবে, সে সকল রোগ হতে নিরাময় থাকবে। -(আবু দাউদ)

### মঙ্গলবারে শিংগা লাগানো যাবে না

হাদীস : ৪২৩১ ॥ হযরত কাবশা বিনতে আবু বাকরাহ (রা) হতে বর্ণিত, তার পিতা নিজের পরিবারস্থ লোকদেরকে মঙ্গলবারে শিংগা লাগাতে নিষেধ করতেন এবং তিনি বলতেন, রাসূল (স) বলেছেন, মঙ্গলবার রক্ত চলাচলের দিন এবং সে দিনের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যাতে রক্ত বন্ধ হয় না। -(আবু দাউদ) ৫৫২০-১১২১

### বুধবার শনিবার শিংগা লাগানো নিষেধ

হাদীস : ৪২৩২ ॥ তাবেয়ী ইমাম যুহরী (র) হতে মুরসাল আকারে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি বুধ অথবা শনিবারে শিংগা লাগানোর কারণে শ্বেতকৃষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে, সে যেন নিজেকেই ধিক্কার দেয়। -(আহমদ ও আবু দাউদ এবং তিনি বলেন, হাদীসটি কেউ কেউ মারফু হিসেবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু তা সঠিক নয়।)

### শনিবারে শরীরে ঔষধ লাগানো উচিত নয়

হাদীস : ৪২৩৩ ॥ ইমাম যুহরী (র) হতে মুরসাল হিসেবে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি কেউ শনিবারে কিংবা বুধবারে শিংগা লাগায় অথবা শরীরের কোন অঙ্গে ঔষধ মালিশ করায় এবং এর কারণে শ্বেত-কৃষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়, তবে যেন সে নিজেকেই দোষারোপ করে। -(শরহে সুন্নাহ) ৫৫২০-১১২১

### শেরেকী মস্তুর দিয়ে ঝাড় ফুঁক নিষেধ

হাদীস : ৪২৩৪ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর স্ত্রী যয়নব হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, একদিন আবদুল্লাহ আমার গলায় একখানা তাগা দেখিয়ে জিঞ্জেস করলেন, এটা কি? আমি বললাম, এটি একটি তাগা, আমার জন্য ওটাতে মস্তুর পড়া হয়েছে। যয়নব বলেন, এটা শুনে তিনি তাগাটি ধরে ছিঁড়ে ফেললেন, অতপর বললেন, তোমরা আবদুল্লাহর পরিবারবর্গ! তোমরা শিরকের মুখাপেক্ষা নও। আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, ঝাড়ফুঁক তাবিজ ও জাদুটোনা শিরকী কাজ। তখন আমি বললাম, আপনি কেন এরূপ কথা বলছেন? একবার আমার চোখে ব্যথা হয়েছিল, যেন চোখটি বের হয়ে পড়বে। তখন আমি অমুক ইহুদীর কাছে যাওয়া আসা করতাম। যখন সে ইহুদী তাতে মস্তুর পড়ল, তখন তার ব্যথা চলে গেল। এ কথা শুনে আবদুল্লাহ বলল, এটা তো শয়তানের কাজ। সে নিজের হাতের দ্বারা তাতে আঘাত করছিল, আর যখন মস্তুর পড়া হয়, তখন সে বিরত হয়ে যায়। বস্তুর তোমার পক্ষে এভাবে বলাই যথেষ্ট ছিল যেভাবে রাসূল (স) বলেছেন, অর্থ : হে মানুষের রব! আপনি বিপদ দূর করে দিন এবং রোগ হতে নিরাময় দান করুন। আপনিই নিরাময়কারী। আপনার নিরাময় প্রদান ছাড়া আরোগ্য লাভ করা সম্ভব নয়। এমন নিরাময় দান করুন, যেন কোন রোগই অবশিষ্ট না থাকে। -(আবু দাউদ)

### নোশরা শয়তানের কাজ

হাদীস : ৪২৩৫ ॥ হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে নোশরাহ সম্পর্কে জিঞ্জেস করা হল, উত্তরে তিনি বললেন, ওটা তো শয়তানের কাজ। -(আবু দাউদ)

### বিষ নাশক অমৃত পান করা উচিত নয়

হাদীস : ৪২৩৬ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, আমি যা নিয়ে এসেছি তা সম্পর্কে অবহেলা করছি বলে প্রমাণিত হবে যদি আমি বিষনাশক অমৃত পান করি বা তাবিজ বুলিয়ে অথবা স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করি। -(আবু দাউদ) ৫৫২০-১১২২

### ঝাড়ফুঁক করলে আল্লাহর ওপর ভরসা কমে যায়

হাদীস : ৪২৩৭ ॥ হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি শরীর দাগায় অথবা ঝাড়ফুঁক করায়, সে আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল হতে দূরে সরে পড়েছে। -(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

### তাবিজ ব্যবহার করা উচিত নয়

হাদীস : ৪২৩৮ ॥ হযরত ঈসা ইবনে হামযা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উকাইমের কাছে গেলাম। তাঁর শরীরে লাল ফোঁকা পড়ে আছে আমি বললাম, আপনি তাবিজ ব্যবহার করবেন না? উত্তরে



তিনি বললেন, এটা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। কেননা, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এর কোন কিছু লটকায় তাকে সেটার প্রতি সোপর্দ করে দেয়া হয়। -(আবু দাউদ)

### বদ-নযর ও বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে ঝাড় ফুঁক করা যায়

হাদীস : ৪২৩৯ ॥ হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, বদ-নযর কিংবা কোন বিষাক্ত প্রাণীর দংশনের বেলায়ই ঝাড় ফুঁক রয়েছে। -(আহমদ তিরমিযী ও আবু দাউদ, আর ইবনে মাজাহ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন হযরত বুরায়দা (রা) হতে।)

### বিষাক্ত প্রাণী দংশন করলে ঝাড় ফুঁক করা যায়

হাদীস : ৪২৪০ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, বদ-নযর লাগা, বিষাক্ত প্রাণীর দংশন করা এবং রক্ত ঝিরাৱ জনাই রয়েছে ঝাড়ফুঁক। -(আবু দাউদ) ১১২৬

### ঝাড়-ফুঁক করা জায়েয আছে

হাদীস : ৪২৪১ ॥ হযরত আসমা বিনতে উমায়স (রা) হতে বর্ণিত, তিনি আরম্ভ করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! জাফর-এর সন্তানদের উপর দ্রুত বদ নজর লেগে থাকে। সুতরাং আমি কি তাদের জন্য ঝাড়-ফুঁক করাব? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কেননা, যদি কোন জিনিস তাকদীরের অগ্রগামী হতে পারত, তবে বদ-নজর এর অগ্রগামী হত।

-(আহমদ, তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)

### নামলা রোগের মস্তুর শেখা ভালো নয়

হাদীস : ৪২৪২ ॥ হযরত শিফা বিনতে আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হযরত হাফসা (রা)-এর কাছে বসে ছিলাম, এমন সময় রাসূল (স) সেখানে প্রবেশ করলেন এবং বললেন, তুমি যেভাবে হাফসাকে হস্তলিপি শিখিয়েছ, অনুরূপভাবে তাকে নামলা রোগের মস্তুর শেখাও না কেন? -(আবু দাউদ)

### বদ নযর খুবই খারাপ বিষয়

হাদীস : ৪২৪৩ ॥ হযরত সাহল ইবনে হুনাইফের পুত্র আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন আমার ইবনে রবীআ সাহল ইবনে হুনাইফকে গোসল করতে দেখলেন এবং বলে উঠলেন, আল্লাহর কসম! আজকার মত আমি কোনদিন দেখি নি এবং পর্দার আড়ালে রক্ষিত কোন চামড়াও এরূপ দেখে নি। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর হযরত সাহল সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন এবং তাঁকে রাসূল (স)-এর কাছে আনা হল। আরম্ভ করা হল, ইয়া রাসূল্লাহ! আপনি কি সাহল ইবনে হুনাইফের জন্য কোন ব্যবস্থা করতে পারেন? আল্লাহর কসম! সে তো তার মাথা ওঠাতে পারছে না। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি কাকেও তার সম্পর্কে অভিযুক্ত কর? লোকেরা বলল, আমরা আন্দের ইবনে রবীআর উপর সন্দেহ করি। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর রাসূল (স) আমাদেরকে ডেকে পাঠালেন এবং কঠোর ভাষায় তার নিন্দা করলেন এবং বললেন, তোমাদের কেউ তার আরেক ভাইকে কেন হত্যা করে? তুমি তার জন্য কল্যাণের দোআ করলেন না কেন? তুমি সাহলের জন্য ধুয়ে দাও। তখন আমার নিজের মুখমণ্ডল, দু হাত দু কনুই পর্যন্ত উভয় পা হাঁটু হতে আঙ্গুলীর পার্শ্ব এবং ইয়ারের ভিতরের অঙ্গ ধুয়ে পানিগুলো একটি পাত্রে নিলেন, অতপর সে পানি সাহলের উপর ঢেলে দেয়া হল। তাতে সাহল সুস্থ হয়ে লোকজনের সাথে হেঁটে এল, যেন তাঁর শরীর কোন কষ্ট রইল না। -(পরহে সুল্লাহ)

আর ইমাম মালেকের এক বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) আমাদেরকে বললেন, বদ নজর একটি সত্য ব্যাপার। সুতরাং তুমি সাহলের জন্য অয়ু কর। আমার তার জন্য অয়ু করলেন এবং পানিগুলো সাহলের গায়ে ঢেলে দিলেন।

### জ্বিনের আছর হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইবে

হাদীস : ৪২৪৪ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) জ্বিন এবং মানুষের চোখ হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাইতেন, মুআব্বাযাতাই (সূরা ফালাক ও নাস) নাযিল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। আর যখন উক্ত সূরা দুটি নাযিল হল, তখন তিনি উক্ত সূরা দুটি দিয়ে পানাহ চাইতে লাগলেন এবং অন্য কিছু দিয়ে পানাহ চাওয়া পরিহৃত্যাপ করলেন। -(তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ এবং তিরমিযী বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান ও গম্বীব)

### মুগাররেবুন অর্থ জ্বিনে আছর রাখা

হাদীস : ৪২৪৫ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) আমাকে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি মুগাররেবুন পরিলক্ষিত হয়? আমি জিজ্ঞেস করলাম, মুগাররেবুন কি? তিনি বললেন, মুগাররেবুন ঐ সমস্ত লোক যাদের মধ্যে জ্বিন অংশীদার হয়। -(আবু দাউদ)

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হাদিস خير ما تدأويتم তারাজ্জলের অধ্যায়ে উল্লেখ করা হয়েছে।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ পাকস্থলী দেহের হাউজ

হাদীস : ৪২৪৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, পাকস্থলী হল দেহের উপর কূপ। সমস্ত শিরা-উপশিরাগুলো সে হাউজের দিকেই প্রবাহিত হয়। সুতরাং যখন পাকস্থলী ভালো হয়, তখন শিরাগুলো সারা দেহে স্বাস্থ্যকর উপাদান সরবরাহ করে। আর যখন পাকস্থলী নষ্ট হয়ে যায়, তখন শিরাগুলোও দূষিত উপাদান সরবরাহ করে থাকে। [৷৳] !'-৪)

### বিচ্ছুতে দংশন করলে লবণ পানি দিয়ে ধুতে হয়

হাদীস : ৪২৪৭ ॥ হযরত আলী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন এক রাতে রাসূল (স) নামায পড়ছিলেন, এ অবস্থায় তিনি যমীনে তাঁর হাত রাখতেই একটি বিচ্ছু তাঁকে দংশন করে। তখনই তিনি জুতা দিয়ে বিচ্ছুটিকে মেরে ফেললেন। অতপর নামায শেষ করে বললেন, বিচ্ছুটির উপর আল্লাহর লানত হোক। সে নামাযী অনামাযী অথবা বলেছেন, নবী কিংবা অন্য কাউকেও ছাড়ে না। অতপর তিনি কিছু লবণ ও পানি চেয়ে নিলেন এবং তা একটি পায়ে মিশালেন, অতপর আঙ্গুলীর দংশিত স্থানে পানি লাগালেন। -(বায়হাকী হাদীস দুটি শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেছেন।)

### রাসূল (স)-এর পশম মোবারক ঔষধ সমতুল্য

হাদীস : ৪২৪৮ ॥ ওসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাওহাব (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পরিবারের লোকেরা পানির একটি পেয়ালা দিয়ে আমাকে হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর কাছে পাঠালেন। তখন নিয়ম ছিল, যদি কারো উপর বদ-নজর লাগত কিংবা অন্য কোন অসুখ হত, তখন হযরত উম্মে সালামার কাছে একটি টব পাঠিয়ে দিত। তিনি রাসূল (স)-এর কিছু পশম মোবারক বের করতেন, যা তিনি একটি রৌপ্য কৌটার মধ্যে রাখতেন। অতপর তিনি উক্ত পশম মোবারক পানির মধ্যে ডুবিয়ে দিতেন এবং সে পানিগুলো রোগীকে পান করাতেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি রূপার সেই নলটির মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম তাতে কয়েকটি লাল বর্ণের পশম রয়েছে। -(বোখারী)

### ব্যাঙের ছাতা মান্না সাদৃশ্য

হাদীস : ৪২৪৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, একবার রাসূল (স) কতিপয় সাহাবি তাঁকে বললেন, কামআত হল যমীনের বসন্ত। তখন রাসূল (স) বললেন, ব্যাঙের ছাতা তো মান্না সাদৃশ্য। এরপর পানি চক্ষু রোগের ঔষধবিশেষ। আর আজওয়া বেহেশতী ফল। ওটা বিষনাশক। হযরত আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি তিনটি অথবা পাঁচটি অথবা সাতটি ব্যাঙের ছাতা নিয়ে তার রস নিখড়িয়ে একটি শিশির মধ্যে রাখলাম। অতপর আমার একটি রাতকানা দাসীর চোখের মধ্যে সে পানি সুরমার সাথে ব্যবহার করলাম। এতে সে আরোগ্য লাভ করল।

-(তিরমিযী এবং তিনি বলেছেন, এ হাদীসটি হাসান)

### প্রতি মাসে তিন দিন সকালে মধু খেলে রোগ হবে না

হাদীস : ৪২৫০ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রতি মাসে তিন দিন ভোরে কিছু মধু চেটে খাবে, সে কোন বড় ধরনের বিপদে বা রোগে আক্রান্ত হবে না।

### মধু ও কোরআন হল নিরাময়কারী

হাদীস : ৪২৫১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নিরাময়কারী দুটি জিনিসকে তোমরা আঁকড়িয়ে ধর। তা হল মধু এবং কোরআন। -(ইবনে মাজাহ আর বায়হাকী উপরোক্ত হাদীস দুটি শোআবুল ইমানে বর্ণনা করেন এবং তিনি বলেন, এ শেখোক্ত হাদীসটি রাসূল (স)-এর বাণী নয়, বরং এটা ইবনে মাসউদ পর্যন্ত মওকুফ)

### মাখায় শিংগা লাগালে স্মরণ শক্তি লোপ পায়

হাদীস : ৪২৫২ ॥ হযরত আবু কাবশা আনমারী (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বিষমিশ্রিত বকরীর গোশত খাওয়ার কারণে তিনি নিজের মাথার তালুতে শিংগা লাগান। অন্য বর্ণনায় মামার (রা) বলেন, বিষের কোন প্রতিক্রিয়া না থাকা সত্ত্বেও আমি আমার মাথার তালুতে শিংগা লাগালাম। ফলে আমার স্মরণশক্তি লোপ পায়। এমন কি নামাযের মধ্যে আমাকে সূরা ফাতেহা বলে দিতে হত। -(রাযীন)

### খালি পেটে শিংগা লাগানো ভালো

হাদীস : ৪২৫৩ ॥ নাফে (র) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) আমাকে বললেন, হে নাফে! আমার শরীয়ে রক্ত টগবগ করছে, সুতরাং একজন যুবক শিংগাওয়ালা ডেকে আন। বালক কিংবা বৃদ্ধ ব্যক্তিকে বৃদ্ধ ব্যক্তিকে আনবে না। নাফে বলেন, অতপর হযরত ইবনে ওমর (রা) বললেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি,

তিনি বলেন, খালি পেটে শিংগা লাগানো শরীরের জন্য খুবই ফলপ্রসূ। তাতে জ্ঞান ও স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি করে। সুতরাং যে কেউ শিংগা লাগাতে চায়, সে যেন আল্লাহর নামে ভরসা করে বৃহস্পতিবারে শিংগা লাগায়। শুক্র, শনি ও রবিবারে যেন শিংগা না লাগায়। আবার সোম ও মঙ্গলবারে শিংগা লাগাবে, কিন্তু বুধবারে শিংগা লাগাবে না। কেননা, হয়রত আইউব (আ) বুধবারেই রোগাক্রান্ত হয়েছিলেন। আর কুঠ ও শ্বেত রোগ বুধবার দিনে অথবা রাতেই জন্ম লাভ করে। -(ইবনে মাজাহ)

### সতের তারিখে শিংগা লাগানো নিরাময় থাকবে

হাদীস : ৪২৫৪ ॥ হয়রত মালিক ইবনে ইয়াসার (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, কোন চান্দ্রমাসের সতের তারিখ মঙ্গলবারে শিংগা লাগানো গোটা বৎসরের রোগের জন্য চিকিৎসা। -(ইমাম আহমদ (রা)-এর শাগরেদ হরব ইবনে ইসমাইল কিরমানী বলেন, তবে এ হাদীসটির সনদ নির্ভরযোগ্য নয়, মুনতাকা কিতাবেও অনুরূপভাবে উল্লেখ রয়েছে। অবশ্য রাযীন অনুরূপ হয়রত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন।)

## অষ্টাবিংশ অধ্যায়

### শুভ ও অশুভ লক্ষণ

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### কোন কিছু অশুভ গণ্য করা উচিত নয়

হাদীস : ৪২৫৫ ॥ হয়রত আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, কোন কিছুকে অশুভ গণ্য করলেন না। অবশ্য শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা উত্তম। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, শুভ লক্ষণ কি? তিনি বললেন, তোমাদের কারও পক্ষে কোন ভালো কথা, যা সে শুনতে পায়। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### রোগের সংক্রামক বলতে কিছু নেই

হাদীস : ৪২৫৬ ॥ হয়রত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রোগে সংক্রামী হওয়া বলতে কিছুই নেই, কোন কিছুতে অশুভ নেই। পেঁচকের মধ্যে কু-লক্ষণ নেই এবং সফর মাসেও কোন অশুভ নেই। তবে কুষ্ঠরোগী হতে পলায়ন কর, যেমন তুমি বাঘ হতে পলায়ন করে থাক। -(বোখারী)

#### পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছু নেই

হাদীস : ৪২৫৭ ॥ হয়রত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রোগে সংক্রামী কিছু নেই, এবং সফর মাসেও অশুভ নেই। তখন এক বেদুঈন বলে উঠল, ইয়া রাসূল্লাহ! তাহলে উটের এ দশা কেন হয় যে, উটের পাল ময়দানে হরিণের মত বিচরণ করে, এমতাবস্থায় তাদের সাথে চর্ম রোগাক্রান্ত একটি উট এসে মিশলে এবং তাদেরকে চর্মরোগী বানিয়ে দিল। তখন রাসূল (স) বললেন, আচ্ছা তাহলে প্রথম উটটির চর্মরোগ কোথা হতে এল?-(বোখারী)

#### তারকার মধ্যে শুভ অশুভ কিছু নেই

হাদীস : ৪২৫৮ ॥ হয়রত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, রোগে সংক্রামক হওয়া বলতে কিছুই নেই। পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণে কিছুই নেই। তারকার দরুন বৃষ্টি হওয়া ভিত্তিহীন এবং সফর মাসে অশুভ নেই। -(মুসলিম)

#### রোগে ছোঁয়াচ লাগে না

হাদীস : ৪২৫৯ ॥ হয়রত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-কে বলতে শুনেছি, রোগে ছোঁয়াচ লাগা, সফর মাস অশুভ হওয়া বা ভূত-প্রেতের এর ধারণার কোন অস্তিত্ব নেই। -(মুসলিম)

#### কুষ্ঠ রোগ খুবই খারাপ

হাদীস : ৪২৬০ ॥ হয়রত আমির ইবনে শারীদ (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, সকীফ দলের মধ্যে একজন কুষ্ঠরোগী ছিল। তখন রাসূল (স) তার কাছে লোক পাঠিয়ে এ সংবাদ জানিয়ে দিলেন যে, আমি অবশ্যই তোমার বায়আত করে নিয়েছি, সুতরাং তুমি চলে যাও। -(মুসলিম)

#### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### শুভ লক্ষণ গ্রহণ করা যায়

হাদীস : ৪২৬১ ॥ হয়রত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) শুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন। আর কোন কিছু হতে অশুভ ধারণা গ্রহণ করতেন না এবং তিনি ভালো নামকে পছন্দ করতেন। -(শরহে সুন্নাহ)

## পাখি উড়িয়ে অশুভ নির্ণয় করা গোনাহের কাজ

হাদীস : ৪২৬২ ॥ হযরত কাতান ইবনে কাবীছা (রা) তাঁর পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (স) বলেছেন, পাখি উড়ান বা টিল ছোঁড়া বা কোন কিছুতে অশুভ লক্ষণ মান্য করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। -(আবু দাউদ) **১২১**

## অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শেরেকী কাজ

হাদীস : ৪২৬৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরকী কাজ। এ বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। আর আমাদের মধ্যে কেউ নেই যার মনে অশুভ লক্ষণের ধারণা উদ্ভেক না হয়, কিন্তু আল্লাহর উপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসা করলে তিনি তা দূরীভূত করে দেন।

-(আবু দাউদ ও তিরমিযী)

তিরমিযী বলেন, আমি শুনেছি, ইমাম বোখারী বলেছেন, হযরত সুলাইমান ইবনে হুরব বলেন, হাদীসের শেষাংশটি। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে কেউ নেই।...এর আমার মতে হযরত ইবনে মাসউদের নিজস্ব কথা।

## রাসূল (স) কুঠ রোগীর সাথে খেলেন

হাদীস : ৪২৬৪ ॥ হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) এক জুয়ামীর কুঠরোগীর হাত ধরে এবং তাকে নিজের খাদ্যপাত্রে খাওয়ার মধ্যে শরীক করে নিলেন, অতপর বললেন, তুমি খাও আল্লাহ তায়ালা তার উপর পূর্ণ ভরসা এবং তার উপর তাওয়াক্কুল সহকারে। -(ইবনে মাজাহ) **১২৬**

## রোগের মধ্যে সংক্রামক বলতে কিছু নেই

হাদীস : ৪২৬৫ ॥ হযরত সাদ ইবনে মালিক (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণের কিছুই নেই। রোগের মধ্যে সংক্রামক বলতে কিছুই নেই এবং কোন কিছুর মধ্যে অশুভ লক্ষণ নেই। তবে হ্যাঁ, যদি কোন কিছুতেই অমঙ্গল থাকে, তবে ঘর, ঘোড়া এবং নারীর মধ্যে থাকবে। -(আবু দাউদ)

## ঘর হতে বের হয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে হয়

হাদীস : ৪২৬৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) যখন কোন প্রয়োজনে ঘর হতে রওয়ানা, হতেন, তখন কারো মুখে ইয়া রাশেদু, ইয়া নাজীহ বা এ জাতীয় কোন শব্দ শুনা ভালোবাসতেন। -(তিরমিযী)

## নাম পছন্দ হলে রাসূল (স) খুশি হতেন

হাদীস : ৪২৬৭ ॥ হযরত বুরায়দা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) কোন কিছু দিয়ে অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করতেন না। তাঁর অভ্যাস ছিল, তিনি যখন কোথাও কোন কর্মচারী পাঠাতে ইচ্ছা করতেন, তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি তার নাম ভালো হত, তাতে তিনি খুশী হতেন এবং খুশীর রেখা তাঁর চেহারা মোবারকে ফুটে উঠত। আর যদি তার নাম মন্দ হত, তখন অসন্তুষ্টির চিহ্ন তাঁর চেহারা প্রকাশ পেত। আর যখন তিনি কোন লোকালয়ে প্রবেশ করতেন, তখন তার নাম জিজ্ঞেস করতেন। যদি তার নাম তাঁর পছন্দমত হত, তখন আনন্দিত হতেন, এবং খুশীর চিহ্ন তার চেহারার ফুটে উঠত। কিন্তু যদি তার নাম অপছন্দনীয় হত, তখন তার চিহ্নও তাঁর চেহারা পরিলক্ষিত হত।

-(আবু দাউদ)

## ঘর পরিবর্তন করা যায়

হাদীস : ৪২৬৮ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! প্রথমে আমরা এমন একখানা ঘরে বসবাস করছিলাম, যেখানে আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ বৃদ্ধি পেল। পরে আমরা সে ঘর পরিত্যাগ করে এমন এক ঘরে এসে উঠলাম, যেখানে আমাদের সংখ্যা ও সম্পদ হ্রাস পেল। তখন রাসূল (স) বললেন, তোমরা এ ঘর পরিত্যাগ কর। কেননা, এটা ভালো নয়। -(আবু দাউদ)

## অসুখের এলাকা ছেড়ে যাওয়া যায়

হাদীস : ৪২৬৯ ॥ ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বাহীর (র) বলেন, আমাকে এমন এক লোক বর্ণনা করেছেন, যিনি ফারওয়াহ ইবনে মোসাইককে বলতে শুনেছেন যে, আমি বললাম ইয়া রাসূল্লাহ! আমাদের কাছে আবইয়ান নামে একটা যমীন আছে, যেখানে আমরা কৃষিদ্রব্য ও খাদ্যপণ্য ইত্যাদি আমদানী-রফতানী করে থাকি। তবে সেখানে অসুখ-বিমুখ খুব একটা লেগে থাকে। তখন তিনি বললেন, তুমি ঐ স্থানটি ছেড়ে দাও। কেননা, অস্বাস্থ্যকর স্থানে বসবাস করা নিজেদেরকে বৈশ্বাস ধ্বংস করারই নামান্তর। -(আবু দাউদ) **১২৬**

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## অশুভ কিছু মনে করলে দোআ করতে হয়

হাদীস : ৪২৭০ ॥ হযরত উরওয়া ইবনে আমের (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স)-এর সামনে অশুভ লক্ষণ

সম্পর্কে আলোচনা করা হল। তখন তিনি বললেন, নেক ফাল গ্রহণ করাই উত্তম। কোন মুসলমানকে অন্তত লক্ষণ তার উদ্দেশ্য হতে ফিরিয়ে রাখতে পারে না। তবে হ্যাঁ, যদি তোমাদের কেউ মন্দ কিছু দেখতে পায় তবে এ দোআ পাঠ করবে-

اللهم لا يأتني بالحسنات الا انت الخ

অর্থাৎ হে আল্লাহ! ভালো কাজ আপনার দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং মন্দ আপনিই দূর করেন। আল্লাহ ছাড়া আমাদের কোন শক্তি-সামর্থ্য নেই। -(আবু দাউদ মুরসাল হিসেবে)

১৬৬ - ১৬৭

## উনত্রিশতম অধ্যায়

### জ্যোতিষীর গণনা সম্পর্কে বর্ণনা

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

#### গণক বলতে কিছু নেই

হাদীস : ৪২৭১ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কতিপয় লোক রাসূল (স)-কে জ্যোতিষীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল (স) তাদেরকে বললেন, গণক বলতে কিছুই নেই। তারা বল, ইয়া রাসূল্লাহ! তারা কোন কোন সময় এমন কথা বলে, যা সত্য ও সঠিক হয়ে থাকে। তখন রাসূল (স) বললেন, ঐ কথাটি সত্য যা জ্বিন শয়তান তড়িৎ গতিতে শুনে নেয়, অতপর মোরগের ডাক অর বন্ধুর কানে তা পৌঁছে দেয়। এর পর সে গণক ঐ কথাটি সত্য কথার সাথে শত শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রকাশ করে থাকে। -(বোখারী ও মুসলিম)

#### জিনেরা ফেরেশতাদের কথা শুনত

হাদীস : ৪২৭২ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-এর বলতে শুনেছি, ফেরেশতাদের এক দল মেঘের দেশে নেমে আসেন এবং আসমানের যা ফয়সালা হয়েছে পরস্পর তা আলোচনা করেন, সে সময় জ্বিন শয়তান কান লাগিয়ে রাখে। আর যখনই সে কোন কথা শুনে পায়, তখনই তা গণকদের কানে পৌঁছে দেয় এবং তারা নিজেদের পক্ষ হতে শত শত মিথ্যা তার সাথে মিশ্রিত করে প্রকাশ করে থাকে। -(বোখারী)

#### গণকের কথা বিশ্বাস করা জায়েয নেই

হাদীস : ৪২৭৩ ॥ হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হাকাম (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূল্লাহ! আমরা জাহেলিয়াতে যুগের অন্যান্য কাজের মধ্যে এটা করতাম যে, আমরা জ্যোতিষীদের কাছে যেতাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা কখনো গণকদের কাছে যেও না। বর্ণনাকারী বলেন, এটা এমন একটি ব্যাপার যে, তোমাদের কারো মনে এর উদ্বেক হয়ে থাকে, তবে এটা যেন তোমাদেরকে বিরত না রাখে। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরয করলাম, আমাদের কেউ রেখা টেনে ভাগ্য পরীক্ষার কাজ করে থাকে। তিনি বললেন, কোন একজন নবী রেখা টানার কাজ করতেন, সুতরাং যারা রেখা টানে সে নবীর রেখার সাথে মিলে যায়। তা জায়েয আছে। -(মুসলিম)

#### গণকের কথা বিশ্বাস করলে চল্লিশ দিনের নামায বাতিল

হাদীস : ৪২৭৪ ॥ হযরত হাফসা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না। -(মুসলিম)

#### নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে একথা কুফরী

হাদীস : ৪২৭৫ ॥ হযরত যায়দ ইবনে খালিদ জুহানী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হোদায়বিয়ায় রাসূল (স) রাতের বৃষ্টির পর ভোরে আমাদের ফজরের নামায পড়ালেন। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন, তোমরা কি জান? তোমাদের রব্ব কি বলেছেন। তারা বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তিনি বললেন, রব্ব বলেছেন, আমার বান্দাগণ অদ্য এমন অবস্থায় ভোর করেছে যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং কেউ আমাকে অস্বীকারকারী। সুতরাং যে বলেছে, আল্লাহর রহমত ও করুণায় আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে আমার প্রতি ঈমান পোষণকারী এবং তারকা বা নক্ষত্রে অস্বীকারকারী। আর যে বলেছে অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে আমার সাথে কুফরী করেছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস করেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)



### আল্লাহর রহমত বর্ষিত হলে একদল কাফের হয়

হাদীস : ৪২৭৬ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যখনই আল্লাহ তায়ালা আসমান হতে কোন বরকত নাযিল করেন, তখন এক দল লোক কাফেরে পরিণত হয়। বৃষ্টি তো আল্লাহই বর্ষণ করিয়ে থাকেন, অথচ এক দল লোক কাফেরে পরিণত হয়। বৃষ্টি তো আল্লাহই বর্ষণ করিয়ে থাকেন, অথচ এক শ্রেণীর লোক বলে যে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবেই বৃষ্টি হয়েছে। -(মুসলিম)

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

#### যাদু বিদ্যা শিক্ষা করা হারাম

হাদীস : ৪২৭৭ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি জ্যোতিষ বিদ্যার কিছু শিখল, সে যেন জাদুর কিছু অংশ হাসিল করল। সুতরাং সে যত বেশি জ্যোতিষবিদ্যা শিখল তত বেশি জাদুবিদ্যাই অর্জন করল। -(আহমদ, আবু দাউদ ও ইবনে মাজাহ)

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ

#### আল্লাহর আদেশে ফেরেশতাগণ ভীত হন

হাদীস : ৪২৭৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন জ্যোতিষীর কাছে যায় এবং সে যা কিছু বলে তা বিশ্বাস করে অথবা যে ব্যক্তি ঋতুমতী অবস্থায় নিজের জীবর সাথে সঙ্গম করে কিংবা যে ব্যক্তি জীবর পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে, সে ঐ জিনিস হতে সম্পর্কহীন হয়ে গেল, যা মুহাম্মদ (স)-এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। -(আহমদ ও আবু দাউদ)

#### আল্লাহর আদেশে ফেরেশতাগণ ভীত হন

হাদীস : ৪২৭৯ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আসমানে যখন কোন ফয়সালা করেন, তখন সে নির্দেশে ফেরেশতাগণ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় তাদের পাখাসমূহ নাড়তে থাকেন। আল্লাহ তায়ালা সে নির্দেশটি আওয়াজ সে শিকলের শব্দের মত যা কোন একটি সমতল পাথরের উপর টেনে নেয়া হলে তার সৃষ্টি হয়। অতপর যখন ফেরেশতাগণের অন্তর হতে সে ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন সাধারণ ফেরেশতা আল্লাহর নিকটতম ফেরেশতাকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের রব্ব কি নির্দেশ দিয়েছেন, তারা বলেন, আমাদের প্রভু যা বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক বলেছেন। এরপর বলেন, আল্লাহ তায়ালা হলেন সুমহান ও মর্যাদাসম্পন্ন।

আল্লাহর রাসূল আরো বলেছেন, আল্লাহর ফয়লাসাকৃত বিধান সম্পর্কে ফেরেশতাদের মধ্যে যে সব আলোচনা করা হতে থাকে, জ্বিন শয়তানের চোরা পথে একজন আরেকজনের উপর দাঁড়িয়ে শোনার চেষ্টা করে। বর্ণনাকারী হযরত সুফিয়ান নিজের হাতের আঙুলীগুলো ফাঁক করে শয়তান কিভাবে একজন আরেকজন হতে কিছু ফাঁক এবং কাছাকাছি দাঁড়ায় তা অনুশীলন করে দেখিয়েছেন। অতপর যে শয়তান প্রথমে কাছে হতে শোনতে পারে তার নিচের শয়তানকে বলে দেয় এবং সে তার নিচের গুয়লাকে, এভাবে সে শোনা কথাটি জাদুকর ও গণকের কাছে পৌঁছে দেয়। অনেক সময় অবস্থা এমন হয় যে ঐ শোনা কথাটি পৌঁছবার পূর্বেই আগুনের ফুলকি তাদের উপর নিক্ষেপ করা হয়। ফলে আর তা গণকদের কাছে পৌঁছতে পারে না। আবার কখনো তারকা নিক্ষেপ হওয়ার পূর্বে তা তাদের কাছে পৌঁছে দেয়। অতপর তারা উর্ধ্ব জগতে শোনা সে সত্য কথাটির সাথে নিজেদের মনগড়া শত শত মিথ্যার মিশ্রণ ঘটিয়ে মানুষের কাছে অলক কথা বলে। আর যখন তাকে বলা হয় যে, অমুক দিন তুমি আমাদেরকে এ কথা বলেছিলেন। তখন ঐ একটি কথা দিয়ে তার সত্যতা প্রমাণ করা হয়, যা উর্ধ্ব জগত হতে শ্রুত হয়েছিল। -(বোখারী)

#### কোন ব্যক্তির জন্ম মৃত্যু তারকার দ্বারা চিহ্নিত হয় না

হাদীস : ৪২৮০ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর জৈনক আনসারী সাহাবী আমাকে বর্ণনা করেছেন যে, এক রাতে তাঁরা রাসূল (স)-এর সাথে বসে ছিলেন। তখনই হঠাৎ একটি তারকা ছুটল এবং তা চারিদিকে আলোকিত হয়ে গেল। তখন রাসূল (স) তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা, এভাবে তারকা ছোটাতে জাহেলিয়াতের যুগে তোমরা কি বলতে? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তবে আমরা বলতাম, আজ কোন একজন বড় লোকের জন্ম হয়েছে অথবা কোন একজন বড় লোকের মৃত্যু হয়েছে। তখন রাসূল (স) বললেন, কোন ব্যক্তির জন্ম বা মৃত্যুর কারণে তারকা নিক্ষেপ করা হয় না। তবে প্রকৃত ব্যাপার হল, আমাদের প্রভু, যার নাম অতীব রব্বকতম, যখন কোন নির্দেশ দেন তখন সর্বপ্রথম আল্লাহর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন। অতপর তাদের নিকটবর্তী আসমানের ফেরেশতাগণ তাসবীহ পাঠ করেন, এভাবে তাসবীহ পাঠ করার সিলসিলা পর্যায়ক্রমে দুনিয়ার আকাশে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, অতপর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ

নিকটবর্তী আরশ বহনকারীদেরকে জিজ্ঞেস করেন, তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? তখন তারা আল্লাহ যা বলেছেন তা তাদেরকে বলে দেন এবং সাথে সাথে পরস্পরে জানা-জানির মধ্যে দুনিয়ার আকাশে অবস্থানরত ফেরেশতাগণ পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং চোরা পথে তাদের বন্ধুদের কাছে পৌঁছে দেয়। সুতরাং সে সমস্ত কথা তারা অবিকল বর্ণনা করে, তা সঠিক ও সত্য কিন্তু গণক ও জাদুকররা তার সাথে আরো অনেক মিশিয়ে প্রকাশ করে থাকে। -(মুসলিম)

### মানুষ আল্লাহর ওপর ভরসা কম করে

হাদীস : ৪২৮১ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যদি আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের হতে পাঁচটি বছর দৃষ্টি বন্ধ করে রাখেন, এবং তারপর তা বর্ষণ করেন, তবুও মানুষের একদল এ বলে আল্লাহকে অস্বীকার করবে যে, মেজদাহ নক্ষত্র কক্ষস্থানে পৌঁছানোর কারণে আমাদের উপর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছে।

২৫৬ - ৯৬৬

-(নাসাঈ)

### তারকাতুলো আকাশে শোভা বর্ধন করার জন্য

হাদীস : ৪২৮২ ॥ হযরত কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তায়ালা এসব নক্ষত্রগুলো তিন উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন। ১. আকাশের শোভা বৃদ্ধির জন্য। ২. জি-শয়তানদের বিতাড়িত করার জন্য এবং ৩. পথভোলা পথিকের দিক নির্ণয়ের জন্য। আর যে কেউ এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য বর্ণনা করে, সে মারাত্মক ভুল করল এবং নিজের ভাগ্য বরবাদ করল। আর এমন অসাধ্য সাধনের পেছনে পড়ল যে বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই। -(বোখারী, ইমাম বোখারী তালকি অর্থাৎ, সনদবিহীন অবস্থায় হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।)

আর ইমাম রাযীন বর্ণনা করেছেন, সে এমন একটি কাজের পেছনে কষ্ট করল যা তার কোন উপকারে আসবে না এবং সে বিষয়ে তার সামান্যটুকুও জ্ঞান নেই। আর যার তথ্য জানতে আল্লাহর নবীগণ ও ফেরেশতাকুল অক্ষম রয়েছেন। বর্ণনাকারী রাযী হতেও অনুরূপ বর্ণনা রয়েছে। অবশ্য তিনি অতিরিক্ত এটা বলেছেন, আল্লাহর কসম! আল্লাহ তায়ালা নক্ষত্রের মধ্যে না কারও হায়াত নির্ধারণ করে রেখেছেন না কারও রিয়িক আর না কারও মৃত্যু। বস্তুত এ সমস্ত লোকেরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে এবং নক্ষত্রসমূহকে কোন বস্তুর হওয়া না হওয়ার কারণ সাব্যস্ত করে।

### জাদুকর কাফের হয়ে যায়

হাদীস : ৪২৮৩ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি নক্ষত্র বিদ্যা বিষয়ে আল্লাহর বাতলানো উদ্দেশ্য ছাড়া কিছুও শিক্ষাগ্রহণ করেছে, সে বস্তুত জাদুবিদ্যার এক অংশ হাসিল করেছে। আর জ্যোতিষী হল প্রকৃতপক্ষে গণক, আর গণক হল জাদুকর। আর জাদুকর হল কাফের। -(রযীন)

## ত্রিশতম অধ্যায়

### স্বপ্নের প্রতি গুরুত্ব

#### প্রথম পরিচ্ছেদ

### শয়তান রাসূল (স)-এর রূপ ধারণ করতে পারে না

হাদীস : ৪২৮৪ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে সত্যই আমাকে দেখবে। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

### নবুয়্যতের কোন চিহ্ন অবশিষ্ট নেই

হাদীস : ৪২৮৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, নবুয়্যতের কোন চিহ্ন এখন আর অবশিষ্ট নেই। তবে শুধু সুসংবাদ বহনকারী রয়ে গেছে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, সুসংবাদ বহনকারী কি? তিনি বললেন, ভালো স্বপ্ন। -(বোখারী)

ইমাম মালিক হযরত আতা ইবনে ইয়াসার হতে আরো বর্ণিত বর্ণনা করেছেন, ঐ ভালো স্বপ্নটি কোন মুসলমান নিজের জন্য দেখে থাকে অথবা অন্য কেউ তার জন্য দেখে।

### উত্তম স্বপ্ন নবুয়্যতের অংশ

হাদীস : ৪২৮৬ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম স্বপ্ন নবুয়্যতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। -(বোখারী ও মুসলিম)

**রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখলে তা মিথ্যা নয়**

হাদীস : ৪২৮৭ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখেছে সে সত্যই দেখেছে। -(বোখারী ও মুসলিম)

**শয়তান রাসূল (স)-এর আকৃতি ধরতে পারে না**

হাদীস : ৪২৮৮ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে, সে অচিরেই জাহ্নত অবস্থায়ও আমাকে দেখবে। আর শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

-(বোখারী ও মুসলিম)

**উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে হয়**

হাদীস : ৪২৮৯ ॥ হযরত আবু কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, উত্তম স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে, আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে, কাজেই তোমাদের যে কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে, সে যেন তা শুধু এমন ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করে যাকে সে ভালোবাসে। আর যদি কেউ এমন স্বপ্ন দেখে, যা তার কাছে অপছন্দনীয়, তাহলে সে যেন তার ক্ষতি এবং শয়তানের অনিষ্ট হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চায় এবং তিনবার বাম দিকে থুথু ফেলে। আর স্বপ্নটি যেন কারো কাছে প্রকাশ না করে। এতে তার আর কোন ক্ষতি হবে না। -(বোখারী ও মুসলিম)

**খারাপ স্বপ্ন দেখলে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলবে**

হাদীস : ৪২৯০ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে যা সে খারাপ মনে করে, তখন সে যেন নিজের বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে। আর আল্লাহর কাছে তিনবার শয়তান হতে পানাহ চায় এবং স্বপ্ন দেখার সময় যে পাজরে শায়িত ছিল, সে পাজর যেন পরিবর্তন করে নেয়। -(মুসলিম)

**মুমিনদের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না**

হাদীস : ৪২৯১ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, যমানা নিকটবর্তী হলে মুমিনদের স্বপ্ন মিথ্যা হবে না। আর মুমিনদের স্বপ্ন নবুয়তের ছেচগ্নিশ ভাগের এক ভাগ। বস্তুত যে জিনিস নবুয়তের অংশ হয়, তা কখনো মিথ্যা হতে পারে না। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) বলেন, আমি এ কথা বলি যে, স্বপ্ন তিন প্রকার হয়ে থাকে। প্রথমত, মনের খেয়াল বা কল্পনা। দ্বিতীয়ত, শয়তানের পক্ষ হতে ভীতি প্রদর্শন। আর তৃতীয়ত, আল্লাহর পক্ষ হতে সুসংবাদ প্রদান। সুতরাং কেউ কোন অপছন্দনীয় স্বপ্ন দেখলে তা অন্যের কাছে যেন না বলে এবং তখনই উঠে যেন নামায পড়ে। ইবনে সীরীন আরও বলেন, রাসূল (স) স্বপ্নে শিকল পরা অবস্থায় দেখাকে অপছন্দ করতেন। অবশ্য শিকল পরা অবস্থা দেখাকে পছন্দ করতেন। আর বলা হয় যে, শিকল পরার অর্থ হল দ্বীনের উপর অবিচল থাকা।

-(বোখারী ও মুসলিম)

**শয়তান ঘুমের মধ্যে মানুষের সাথে তামাশা করে**

হাদীস : ৪২৯২ ॥ হযরত জাবির (রা) হতে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (স)-এর কাছে এসে বলল, আমি স্বপ্নে দেখছি, আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, তার কথা শুনে রাসূল (স) হাসলেন এবং বললেন, শয়তান যখন তোমাদের কারো সাথে ঘুমের মধ্যে তামাশা করে, তখন সেটা কোন মানুষের কাছে বর্ণনা করা উচিত নয়। -(মুসলিম)

**দুনিয়ায় মুসলমানদের মর্যাদা উচ্চ হবে**

হাদীস : ৪২৯৩ ॥ হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, ঘুমন্ত ব্যক্তি ঘুমের ঘোরে যেভাবে স্বপ্নে দেখে এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম। যেন আমি আমাদের সাহাবাগণ সমেত ওকবা ইবনে রাফে (রা)-এর গৃহে অবস্থিত। তখন আমাদের সামনে কিছু তাজা পাকা খেজুর রোতা ব হাজির করা হল। যাকে রোতা ব ইবনে তাব বলা হয়। এটা এক বিশেষ ধরনের খেজুরের নাম। সুতরাং আমি তা ভাবীর করেছি যে, দুনিয়াতে আমার ও আমার সঙ্গীদের মর্যাদা বলুন্দ হবে এবং আমাদের পরকাল হবে সুখময়। আর আমাদের দীন হল সর্বোত্তম ধর্ম। -(মুসলিম)

**রাসূল (স) মদীনা হিজরতের স্বপ্ন দেখেছিলেন**

হাদীস : ৪২৯৪ ॥ হযরত আবু মুসা আশআরী (রা) হতে বর্ণিত, একদিন রাসূল (স) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখছি, আমি মক্কা হতে এমন এক ভূ-খণ্ডের দিকে হিজরত করছি যেখানে খেজুর গাছ রয়েছে। আমার ধারণা হল যে, সেটা দিয়ে ইয়ামামা বা হিজরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু পরে প্রকাশ পেল, সেটা মদীনা মোনাওয়ারা, যার নাম ইয়াসরেব। আমি স্বপ্নে এটাও দেখতে পেলাম যে, আমি তলোয়ার নাড়াছি। এমন সময় তার মধ্যস্থান দিয়ে ভেঙ্গে গেল। আর তার ভাবীর গুহদ যুদ্ধে মুসলমানদের উপর নেমে আসা বিপর্যয়। অতপর আমি পুনরায় তলোয়ার নাড়া দিলাম, তখন দেখলাম তা পূর্বাপেক্ষা আরও উত্তম হয়ে গিয়েছে। সেটার ভাবীর যা আল্লাহ তায়ালা পরবর্তী সময়ে দান করেছেন মক্কা বিজয় এবং মুসলমানদের সম্মিলিত শক্তি। -(বোখারী ও মুসলিম)

### রাসূল (স)-কে স্বপ্নে সোনার বালা দেখানো হল

হাদীস : ৪২৯৫ ॥ হযরত আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, একদিন আমি ঘুমে ছিলাম। পৃথিবীর ধন-ভাণ্ডার আমার সামনে উপস্থিত করা হল। আর আমার হাতে দুটি সোনার বালা রাখা হল যা আমার নিকট বড় অস্বস্তিকর বোধ হল। এমতাবস্থায় আমাকে ওহীর মাধ্যমে জানানো হল যেন আমি বালা দুটিতে ফুঁক দেই। সুতরাং আমি ফুঁক দিলাম, সাথে সাথে উভয়টি উড়ে গেল। আমি দুটি বালার তাবীর করেছি, দুজন মিথ্যাবাদী দিয়ে, সে দুজনের মাঝখানে আমি রয়েছি। তাদের একজন সানআবাসী আর অপরজন ইয়ামামাবাসী। -(বোখারী ও মুসলিম)

### ভাল স্বপ্ন কল্যাণের চিহ্ন

হাদীস : ৪২৯৬ ॥ আনসারী মহিলা হযরত উম্মে আলা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে হযরত ওসমান ইবনে মাযউন (রা)-এর জন্য একটি প্রবাহমান পানির বর্ণা দেখতে পেলাম এবং উক্ত ঘটনাটি রাসূল (স)-এর নিকট বললাম। তখন তিনি বললেন, সেটা তার আমল। কিয়ামত পর্যন্ত ওটা তার জন্য জারী থাকবে। -(বোখারী)

### রাসূল (স) নিজের স্বপ্ন বর্ণনা করলেন

হাদীস : ৪২৯৭ ॥ হযরত সামুয়া ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স)-এর অভ্যাস ছিল তিনি ফজরের নামাযের শেষে প্রায়শ আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন এবং জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের কেউ আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? বর্ণনাকারী বলেন, আমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখে থাকলে সে তাঁর নিকট বলত। আর তিনি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তার তাবীর করতেন। যথারীতি একদিন সকালে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কেউ আজ রাতে কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? আমরা আরয় করলাম না। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমি দেখেছি, গত রাতে দু' ব্যক্তি আমার নিকট এল এবং তারা উভয়ে আমার হাত ধরে একটি পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে গেল। দেখলাম, এক ব্যক্তি বসে আছে আর অপর এক ব্যক্তি লোহার সাঁড়াশি হাতে দাঁড়ানো। সে সেটা উক্ত বস্তু ব্যক্তির গালের ভিতর ঢুকিয়ে দেয় এবং তা দিয়ে তার গাল চিরে গর্দানের পিন পর্যন্ত নিয়ে যায়। আর সে প্রথমে যেভাবে চিরে ছিল, পুনরায় তাই করে।

আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সামনের দিকে চললাম। অবশেষে আমরা এমন এক ব্যক্তির কাছে এসে পৌঁছলাম, যে ঘাড়ের উপর চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে, আর অপর এক ব্যক্তি একখানা ভারী পাথর নিয়ে তার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার আঘাতে শায়িত ব্যক্তির মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। যখনই সে পাথরটি পুনরায় তুলে আনতে যায়, সে ফিরে আসার পূর্বে ঐ ব্যক্তির মাথাটি পূর্বের ন্যায় ঠিক হয়ে যায় এবং পুনরায় সে তা দিয়ে তাকে আঘাত করে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হলাম।

অবশেষে একটি গর্তের নিকট এসে পৌঁছলাম যা তন্দুরের মত ছিল। তার উপরের অংশ ছিল সংকীর্ণ এবং ভেতরের অংশটি ছিল প্রশস্ত। তার তলদেশে আগণ প্রজ্জ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে প্রশস্ত। তার তলদেশে আগুণ প্রজ্জ্বলিত ছিল। আগুনের লেলিহান শিখা যখন উপরের দিকে উঠত, তখন তার ভিতরে যারা রয়েছে তারাও উপরে উঠে আসত এবং উক্ত গর্ত থেকে বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হত। আর যখন অগ্নিশিখা কিছুটা স্তিমিত হত তখন তারাও পুনরায় ভিতরের দিকে চলে যেত। তার মধ্যে রয়েছে কতিপয় উলঙ্গ নারী ও পুরুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এটা কি? তারা উভয়ে বলল, সামনে চলুন। সুতরাং আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হলাম এবং একটি রক্তের নহরের নিকট এসে পৌঁছলাম। দেখলাম, তার মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং নহরের তীরে একজন লোক দণ্ডায়মান।

আর তার সামনে রয়েছে প্রস্তরখণ্ড। নহরের ভিতরে লোকটি যখন সেটা থেকে বের হওয়ার উদ্দেশ্যে কিনারার দিকে অগ্রসর হতে চায়, তখন তীরে দাঁড়ানো লোকটি ঐ লোকটির মুখের উপর লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করে এবং সে লোকটিকে ঐ স্থানে ফিরিয়ে দেয় যেখানে সে ছিল। মোটকথা, লোকটি যখনই বের হয়ে আসার চেষ্টা করে, তখনই তার মুখের উপর পাথর মেলে সে যেখানে ছিল পুনরায় সেখানে ফিরিয়ে দেয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম এটা কি? সঙ্গীদ্বয় বললেন, সামনে চলুন। আমরা সামনে অগ্রসর হলাম শ্যাম সুশোভিত একটি বাগানে পৌঁছলাম। বাগানে ছিল একটি বিরাট বৃক্ষ। আর উক্ত বৃক্ষটির গোড়ায় উপবিষ্ট ছিলেন একজন বৃদ্ধ লোক এবং বিপুল সংখ্যক বালক। ঐ বৃক্ষটির সন্নিহিতে আরেক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার সামনে রয়েছে আগুন, যাকে সে প্রজ্জ্বলিত করছে।

এরপর আমার সঙ্গীদ্বয় আমাকে ঐ বৃক্ষের উপরে আরোহণ করাল এবং সেখানে তারা আমাকে বৃক্ষরাজির মাঝখানে এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করাল যে, এমন সুন্দর ও মনোরম ঘর আমি আর কখনো দেখিনি। তার মধ্যে ছিল কতিপয়

বৃদ্ধ, যুবক, নারী ও বালক। অনন্তর তারা উভয়ে আমাকে সে ঘর হতে বের করে বৃক্ষের আরও উপরে চড়াল এবং এমন একখানা গৃহে প্রবেশ করাল যা প্রথমটি হতে সমধিক সুন্দর ও উত্তম এতেও দেখলাম, কতিপয় বৃদ্ধ ও যুবক। অনন্তর আমি উক্ত সঙ্গীদ্বয়কে বললাম, আপনারা উভয়েই তো আমাকে আজ সারা রাত অনেক কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। এখন বলুন, আমি যা কিছু দেখেছি তার তাৎপর্য কি? তারা উভয়ে বলল, হ্যাঁ, আমরা তা জানাব। ঐ যে এক ব্যক্তিকে দেখেছেন, সাড়াশ দিয়ে যার গাল চেরা হচ্ছে, সে মিথ্যাবাদী, সে মিথ্যা বলত এবং তার নিকট হতে মিথ্যা রটনা হত। এমন কি, তা সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ত।

অতএব তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণ করা হতে থাকবে, যা করতে আপনি দেখেছেন। আর যে ব্যক্তির মস্তক পাথর মেরে ঘায়েল করতে দেখেছেন, সে ঐ ব্যক্তি আব্দুল্লাহ তায়াল্লা যাকে কোরআন শিক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু সে কোরআন হতে গাফেল হয়ে রাতে ঘুমাত এবং দিনেও তার নির্দেশ মোতাবেক আমল করত না। সুতরাং তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত ঐ আচরণই করা হবে, যা আপনি দেখেছেন। আর আগুনের তন্দুরে যাদেরকে দেখেছেন, তারা হল যেনাকারী নারী ও পুরুষ। আর ঐ ব্যক্তি যাকে রক্তের নহরে দেখেছেন, তিনি হলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ)। তাঁর চারপাশে শিশুরা হল মানুষের সন্তানাদি। আর যে লোকটিকে অগ্নিকুণ্ডে প্রজ্জ্বলিত করতে দেখেছেন, সে হল দোষখের দারোগা মালেক। আর প্রথম যে ঘরটিতে আপনি প্রথমে প্রবেশ করেছিলেন, তা বেহেশতের মধ্যে সর্বসাধারণ মুমিনদের গৃহ। আর এ ঘর যা পরে দেখেছিলেন, তা শহীদদের ঘর। আর আমি হলাম জিব্রাইল এবং ইনি হলেন মিকীঈল। এবার আপনি মাথাটি উপরের দিকে তুলে দেখুন। তখন আমি মাথাটি তুলে দেখলাম, যেন আমার মাথার উপরে মেঘমালার মত কোন একটি জিনিস রয়েছে।

অপর এক বর্ণনায় আছে, একের পর এক স্তবকবিশিষ্ট সাদা মেঘের মত কোন জিনিস রয়েছে। তাঁরা বলল, ওটা আপনারই বাসস্থান। আমি বললাম, আমাকে সুযোগ দিন আমি আমার ঘরে প্রবেশ করি। তাঁরা বললেন, এখনও আপনার হায়াত বাকি আছে, যা আপনি এখনো পূর্ণ করেন নি। আপনার যখন নির্দিষ্ট হায়াত পূর্ণ হবে, তখন আপনি আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করবেন। -(বোখারী আর মদীনায় রাসূল (স)-এর স্বপ্ন এ বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীসটি হারমিল মদীনা অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে)

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### জ্ঞানী লোকের কাছে স্বপ্নের কথা বলা যায়

হাদীস : ৪২৯৮ ॥ হযরত আবু রাযীন উকায়লী (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, মুমিনের স্বপ্ন নবুয়তের ছয়চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। আর স্বপ্ন অন্যকে বলার পূর্ব পর্যন্ত উদ্ভূত পাখীর পায়ের মধ্যে ঝুলতে থাকে। আর যখনই তা কারো নিকট বর্ণনা করা হয়, তখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা রাসূল (স) এটাও বলেছেন, যে কোন বন্ধু অথবা জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথাটি প্রকাশ করো না। -(তিরমিযী, আর আবু দাউদের বর্ণনায় আছে, রাসূল (স) বলেছেন, স্বপ্নের তাবীর না দেওয়া পর্যন্ত পাখীর পায়ের ঝুলতে থাকে। আর যখনই ওটার তাবীর দেওয়া হয়, তখন তা বাস্তবায়িত হয়ে যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা রাসূল (স) এ কথাও বলেছেন যে, কোন বন্ধু অথবা কোন জ্ঞানী অর্থাৎ তাবীর সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যতীত অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথা বর্ণনা করো না।

### সাদা কাপড় স্বপ্নে দেখা মুক্তির লক্ষণ

হাদীস : ৪২৯৯ ॥ হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূল (স)-কে ওয়ারাকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। হযরত খাদীজা (রা) রাসূল (স)-এর সামনে বলেছিলেন, ওয়ারাকা তো আপনাকে সত্যবাদী বলে স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু আপনার নবুয়ত প্রকাশের পূর্বেই তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন। তখন রাসূল (স) বললেন, ওয়ারাকাকে স্বপ্নে আমাকে দেখানো হয়েছে, তার গায়ে সাদা কাপড় রয়েছে। যদি সে জাহান্নামী হত তাহলে তার গায়ে অন্য ধরনের কাপড় হত। -(আহমদ ও তিরমিযী) যাহু২০ — ৯৬৪

### স্বপ্নে রাসূল (স)-এর কপালে সিঁজদা করা

হাদীস : ৪৩০০ ॥ হযরত ইবনে খোযায়মা ইবনে সাবিত (রা) তাঁর চাচা আবু খোযায়মা (রা) হতে বর্ণনা করেন, যে ঘুমন্ত ব্যক্তি যেভাবে স্বপ্ন দেখে, তিনি অনুরূপ স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তিনি রাসূল (স)-এর কপালে সিঁজদা করছেন। তাঁকে স্বপ্নের কথাটি বর্ণনা করা হলে, তিনি বললেন, তুমি তোমার স্বপ্নটিকে বাস্তবায়ন কর, এ বলে তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন, অতপর তিনি রাসূল (স)-এর কপালে সিঁজদা করলেন। -(শরহে সুন্নাহ এর হাদীস প্রসঙ্গে আবু বাকরাহ বর্ণিত হাদীস, যে আসমান হতে একটি পাল্লা অবতীর্ণ হয়েছে, আবু বকর ও ওমর (রা)-এর মনাকিবে বর্ণিত হবে)



## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নিকট অপবাদ হচ্ছে নিজের চোখকে নতুন বস্তু দেখান

হাদীস : ৪৩০১ ॥ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (স) বলেছেন, সবচেয়ে নিকটতম অপবাদ হল, কাউকে ও নিজ চক্ষুদ্বয়কে এমন জিনিস দেখানো যা তারা দেখেনি। -(বোখারী)

## ভোর রাতের স্বপ্ন সত্যি হয়

হাদীস : ৪৩০২ ॥ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (স) বলেছেন, ভোর রাতের স্বপ্ন হল সবচেয়ে অধিক সত্য। -(তিরমিযী ও দারেমী) **৫৫৬-২৬৫**

## রাসূল (স) সাহাবাদের স্বপ্নের কথা শোনাতেন

হাদীস : ৪৩০৩ ॥ হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, অধিকাংশ সময় রাসূল (স) তাঁর সাহাবিদেরকে জিজ্ঞেস করতেন তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি? যে ব্যক্তি কোন কিছু স্বপ্নে দেখত আল্লাহ পাক তাওফীক দিলে সে তা রাসূল (স)-এর কাছে বর্ণনা করত। একদিন সকালে তিনি আমাদেরকে বললেন, আজ রাতে দু'জন আগন্তুক আমার কাছে এসেছিল। তারা আমাকে ওঠাল এবং বলল, আমাদের সাথে চলুন। আমি তাদের সাথে চললাম। অতপর প্রথম পরিচ্ছেদে যে একটি লম্বা হাদীস বর্ণিত হয়েছে, তার অনুরূপ বিস্তারিত ঘটনাটি তিনি বর্ণনা করেছেন। অবশ্য অত্র হাদীসে এমন কিছু কথা বর্ণিত আছে, যা পূর্বে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। আর তাহল-

সামনে আমার একটি ঘন সুন্নিবিশ্ট বাগানে এসে উপনীত হলাম। বাগানটি বসন্তের হরেক রকম ফুলে সুশোভিত ছিল। হঠাৎ বাগানের মধ্যস্থলে আমার দৃষ্টি এমন এক ব্যক্তির উপর পড়ল, যিনি এত দীর্ঘকায় ছিলেন যে, উপরের দিকে তার মাথা দেখা আমার জন্য কষ্টকর ছিল। তাঁর চারপাশে এত বিপুল সংখ্যক শিশু ছিল, যাদেরকে আমি কখনও দেখিনি। আমি সঙ্গীদ্বয়কে জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? আর এরাই বা কারা? কিন্তু তারা আমাকে বললেন, সামনে চলুন। সুতরাং আমরা সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে বিরাট একটি বাগানে এসে উপনীত হলাম। এরূপ বড় ও সুন্দর বাগান এর পূর্বে আর আমি কখনো দেখিনি। রাসূল (স) বলেন, তারা আমাকে বললেন, বাগানের বৃক্ষে আরোহণ করুন। আমরা তাতে আরোহণ করলে এমন একটি শহর আমাদের নজরে পড়ল যা সোনা ও রূপার ইঁট দিয়ে নির্মিত ছিল। আমরা ঐ শহরের দরজায় পৌঁছালাম, দরজা খুলতে বলল, আমাদের জন্য দরজা খোলা হল। তার ভিতরে প্রবেশ করে আমরা কতিপয় লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। যাদের শরীরের অর্ধেক ছিল যে সব রূপ তুমি দেখেছ তার চেয়েও খুবই সৌন্দর্যমণ্ডিত। আর অর্ধেক ছিল তোমার দেখা রূপের মধ্যে অত্যধিক বিশ্রী। রাসূল (স) বলেন, আমার সঙ্গী দুজনকে ঐ সমস্ত লোকদের উদ্দেশ্য বলল, যাও, তোমরা এ বর্ণায় নেমে পড়। সেখানে প্রস্থের দিকে একটি প্রবাহমান ঝর্ণা ছিল। তার পানি ছিল একেবারে সাদা। তারা গিয়ে সেখানে নামল। অতপর নহরের পানিতে ডুব দিয়ে তারা আমার কাছে ফিরে এল। দেখা গেল এখন তাদের দেহের কদাকৃতি দূর হয়ে গিয়েছে। এতক্ষণে তারা খুব সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট হয়ে গিয়েছে। হাদীসটির বর্ণিত এ কথাগুলোর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, বাগানে যে দীর্ঘাকৃতির লোকটিকে দেখেছিলেন, তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আ) আর তাঁর চার পাশের বালকগুলো ছিল সে সমস্ত শিশু, যারা ঘিনে ফেতরাতের উপর মৃত্যু বরণ করেছিল। বর্ণনাকারী বলেন, তখন মুসলমানদের কেউ কেউ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আর মুশরিকদের সন্তান? জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তারাও সেখানে। আর ঐ সমস্ত লোক যারা ভালোর সাথে মন্দ কাজও মিশ্রিতভাবে করেছিল। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের ক্রটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। -(বোখারী)